নরমেধ-যজ্ঞ

গীতাভিনয়।

ধন্য সন্তানন্দ ধন্য যযাতি রাজন।
ধন্য কুশধ্বজ শিশু সুকৃত ব্রাহ্মণ ॥
পুণ্যবলে যজ্ঞস্থলে সাধিলেন কাজ।
কমলা সহিত হরি হলেন বিরাজ ॥

শ্রীঅক্ষয়কুমার দে প্রণীত।

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, "ডায়মণ্ড লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

পঞ্চানন প্রেস।
কলিকাতা—২৫।৩ নং তারক চাটাজ্জীর লেন,
কে, এল, মাইতির দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩৮ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নারায়ণ	...	...	বৈকুণ্ঠাধিপতি।
যযাতি	...	...	চন্দ্রবংশীয় নহুষপুত্র রাজা।
সযাতি	...	...	ঐ ভ্রাতা।
সতানন্দ	...	...	ঐ পুরোহিত।
ব্যোপদেব শাস্ত্রী	...	...	ঐ প্রধান মন্ত্রী।
জনার্দ্দন	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।
বীরধ্বজ ধীরধ্বজ কুশধ্বজ		...	ঐ পুত্রত্রয়।
শঙ্কর	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।
শশীভূষণ বিধুভূষণ		...	ঐ পুত্রদ্বয়।

স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মী	...	...	বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণশক্তি
দেবযানী	...	...	রাজ্ঞী।
অন্নপূর্ণা	...	...	জনার্দ্দনের পত্নী।
বিমলা	...	...	শঙ্করের পত্নী।
সরস্বতী	...	...	গোয়ালিনী।

নরমেধ-যজ্ঞ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠধাম।

লক্ষ্মী ও নারায়ণ আসীন।

লক্ষ্মী। দয়াময়! হে পুরুষোত্তম! মহাযোগী যোগেন্দ্রারাধ্য ঐ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শ্রীচরণে কিঞ্চিৎ নিবেদনের জন্য দাসী উৎসুকা হয়েছে, কেবল ঐ শ্রীমুখের অনুজ্ঞার জন্য নিরস্তা আছি।

নারায়ণ। কেন কমলে! সেই জটাধারী গঙ্গাধরের জটাপরি দিবা নিশি গঙ্গাদেবীর কুলু কুলু ধ্বনি প্রবাহিত হওয়াতেও কি সদানন্দ আনন্দ ভিন্ন বিরক্ত ভাবেন? পারিজাত পুষ্পের সৌগন্ধে দেবরাজ বাসব এবং শচীদেবীর সমাদর ভিন্ন, কখনও কি অনাদর হ'য়ে থাকে, সুধাভাষিণি! ঐ সুধাননে সুধাসম স্বরবর্ষণ ক'রে আমার কর্ণকুহর সুশীতল করবে, এ হ'তে আর আনন্দ কি? দেবি! মনের কথাটি প্রকাশ ক'রে, আমার মনোসন্ধ দূরীভুত কর।

লক্ষ্মী। সর্ব্বময়! কি আশ্চর্য্য, একাল পর্য্যন্ত ঐ শ্রীচরণে সেবিতা হয়েও, দাসী কি কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'লো না, ও তা আমারই ভ্রম, যখন মহা মহা মহাত্মাগণ জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত নিরাহারে নিরাসনে অনলে অনিলে কঠোর তপস্যায় প্রবর্ত্ত হ'য়েও, অনন্তের বিন্দুমাত্রও অন্ত পেলেন না, যখন সেই ভবানীপতি কৈলাসনাথ শ্মশানবাসী হ'য়েও সত্য সনাতনের কিঞ্চিন্মাত্রও তত্ত্ব পেলেন না, তখন দাসী বা কোন্ ছার ? ইচ্ছাময় ? যিনি ইচ্ছাক'রে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অন্তর মধ্যে সামান্য ডিম্বের ন্যায় ধারণ করেছেন, এ দাসীর কথা তবে কি সেই অন্তর্যামীর অন্তর হ'তে অন্তরে আছে, নাথ! অবলা অধিনীর প্রতি আর ছলনা কেন ?

নারায়ণ। দেবী যা বল্লে তা সত্য, কিন্তু প্রিয়ে! তুমি যে আমার অর্দ্ধাঙ্গী তা কি জান না ?

লক্ষ্মী। ভক্তবৎসল! বলুন দেখি, আপনার ভক্তবৎসল নামের তাৎপর্য্য কি ?

নারায়ণ। লক্ষ্মী! আমার কোন ভক্ত বিপদে পতিত হ'লে, সেই বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রে, বাৎসল্য স্নেহের ন্যায় সেই ভক্তকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করি, চপলে! তৎকারণেই ভক্ত আমাকে ভক্ত-বৎসল ব'লে থাকে।

লক্ষ্মী। নাথ! তবে সকল ভক্তের প্রতি কি আপনার সমান স্নেহ নাই ?

নারায়ণ। হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, নেত্রদ্বয় ইত্যাদিতে যদ্যপি বিভিন্ন জন্মে, তদ্রূপ ভক্তের প্রতিও সেইরূপ হ'তে পারে, যদ্যপি বামহস্তে আঘাত প্রাপ্ত হ'লে কষ্ট বোধ হয়, আর দক্ষিণ হস্তে আঘাতপ্রাপ্ত হ'লে সুখবোধ হয়, তা হ'লে ভক্তে ভক্তে বিভিন্ন ভাব হ'তে পারে, কেন দেবী, এমন কথা বল্লে কেন, এ কথার তাৎপর্য্য কি ?



লক্ষ্মী।, চক্রপাণি! আপনার চক্র বুঝ্‌তে কার সাধ্য আছে, কার প্রতি কখন যে কি চক্র করেন, তা কিছুই বলা যায় না, এক-বার দ্বাপর যুগে চক্র ক'রে কংস ধ্বংস জন্য দেবকিনীর গর্ভে জন্ম লয়ে নন্দালয়ে গিয়ে কৃষ্ণনামে দাসীকে কত কষ্ট দিয়েছিলেন তা কি মনে আছে?

নারায়ণ। প্রাণাধিকে! আমি কৃষ্ণ নামে জন্ম লয়েছিলাম আর তুমি বৃন্দাবনে রাধিকা নামে জন্ম লয়েছিলে তা সত্য, কিন্তু তাতে তোমার তো কিছু কষ্ট হয় নাই।

লক্ষ্মী। নাথ! তা হ'তে অধিক কষ্ট আর কি আছে, প্রথম কষ্ট ভক্তের বাক্য রক্ষা জন্য আয়ান গৃহে গৃহিণী কর্‌লেন, দ্বিতীয় কষ্ট নিকুঞ্জেতে বাসর-শয্যায় সজ্জিত হ'য়ে সখীগণের সহিত সমবেষ্টিতে এই শ্যাম এলেন, এই কৃষ্ণ এলেন, এই গোপীবল্লভ এলেন, এই রাধানাথ এলেন ব'লে কৃষ্ণ আসার আশাপথ চেয়ে চতুর্থ প্রহর রাত্রিই জাগরণ করেছি, পরিশেষে প্রভাত হ'লে দীননাথ আমার চক্ষু তুটি মুছ্‌তে মুছ্‌তে তস্করের মত ধীর গতিতে দর্শন দিতেন, কিছু দিবস সেইরূপ হ'তে হ'তে জানা গেল, কুঞ্জে আগমন কালে পথি-মধ্যে আমার কৃষ্ণচাঁদে চন্দ্রাবলীরূপ রাহু আক্রমণ হ'তো। পীতাম্বর মনে ভেবে দেখুন দেখি, সে কি সাধারণ কষ্ট, তৃতীয় কষ্ট লোক-লজ্জা গুরুগঞ্জনা, দিবানিশি সেই কুটিলমতি কুটিলা ননদিনীর লাঞ্ছনা সহ্য, তথাচও যমুনাতীরে হ'ক, কদম্বতলে হ'ক, ঘাটে হ'ক, গোঠে হ'ক, আপনার সেই মোহনচূড়া পীতধড়া বাঁশীধরা ত্রিভঙ্গিমা রূপ-খানি দর্শন হ'লেই সকল কষ্ট নিবারণ হ'তো, সকল জ্বালা ভুলে যেতাম, কিন্তু প্রভু শেষ কষ্ট যা দিয়েছিলে, তা মনে হ'লে এখন পর্য্যন্তও বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়, চক্ষে জল আসে, সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হয়, ত্রাসে জিহ্বা শুষ্ক হয়, মনে হয় কি জানি কখন কি করেন।

 

গীত।

যন্ত্রণা দিয়েছ কত জগতবিহারি।
মনে হ'লে সে মনোদুঃখ মরি হে মুরারি॥
বৃন্দাবনে ব্রজধামে, দাসীরে বসায়ে বামে হে,—
গোপ-রমণীগণ মাঝে, কুঞ্জবনে রাস সাজে,
সেই এক দিন আর এই এক দিন নাথ,—
তোমার সুদিন কুদিন নাই দয়াময়,
সাজায়ে ছিলে দাসীরে শ্রীহরি॥

নারায়ণ। দেবি! যা ব'ল্লে তা সকলই সত্য, কিন্তু তার অধিক আর কি কষ্ট পেয়েছিলে?

লক্ষ্মী। মুরারি! সে যা কষ্ট দিয়েছিলেন, হে গরুড়ধ্বজ! আমি মিনতি ক'রে বলি, চরণে ধ'রে বলি, শত্রুকেও যেন সেরূপ কষ্ট দেবেন না,—নাথ!! এও তো অতি আশ্চর্য্য! বিশ্বময়! আপনারও আবার বিস্মৃতি আছে, সে কথা কি মনে নাই?—কংসারি! কংস ধ্বংস কথা কি ভুলে গেছেন? মথুরাপতে! মথুরাতে মাতুল কংস ধনুর্যজ্ঞ ছল ক'রে নিমন্ত্রণ জন্য সেই কুমন্ত্রণে ক্রূর-নতি অক্রূরকে যে দিন ব্রজে পাঠান, সে দিন কি নাথ মনে নাই? প্রাণ তুল্য প্রাণাধিক শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম আদি ক'রে সখাগণকে যে দিন হা কৃষ্ণ, হা কানাই, হা বনমালি, হা গোষ্ঠ-বিহারী ব'লে কাঁদিয়েছিলে, সে দিন কি মনে নাই নাথ?—যেদিন অক্রূরের সহিত রথারোহণে রাজপথে মথুরা গমনকালে ব্রজাঙ্গনা সকলে রথচক্র ধ'রে এলোথেলোবেশী এলোকেশী হ'য়ে, হরি রথ রাখ, গোপীনাথ একটি কথা কও, ব্রজেশ্বর একবার দাঁড়াও ব'লে দাসী উচ্চৈঃস্বরে যে দিন কেঁদেছিল, সে দিন কি নাথ মনে নাই?



দাসীকে পরিত্যাগ ক'রে নিদয় হ'য়ে রথ লয়ে মথুরায় গিয়ে কুঁজা-রাণী বামে লয়ে যেদিন রাজা হয়েছিলেন, সেদিন কি নাথ মনে নাই?

নারায়ণ। প্রিয়ে! সেই সামান্য কষ্টকে কষ্ট বোধ ক'রে এ পর্য্যন্ত মনে কষ্ট কর্‌ছো, কিন্তু ভক্তের বাসনা পূর্ণ জন্য আর দুষ্টের দমন কর্‌বার জন্য আমি কত কষ্ট ভোগ করেছি মনে কর দেখি? ক্রূর স্বভাব কালীয়ের দমন জন্য মা যশোমতীকে কত কাঁদিয়ে, কত মনোযাতনা দিয়ে সেই বিষাক্ত কালীয় হ্রদে প্রবেশ করেছি, গোকুল-রক্ষার কারণ গোবর্দ্ধন গিরি এক অঙ্গুলে ধারণ করেছি, দেবগণের শান্তির কারণ ত্রেতাযুগে মা কৌশল্যার মনযাতনা দিয়ে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য তোমা সনে বনবাসী হয়েছি, রাক্ষসাধম রাবণ কর্ত্তৃক তোমা ধনে হারিয়ে বনে বনে অন্বেষণ করেছি, কত রোদন করেছি, কত চেষ্টা ক'রে কত কষ্ট ক'রে বানর সহায়ে সাগর বন্ধন ক'রে, তবে দুর্জ্জয় দশাননে নিধন ক'রে দেবগণের মুক্তি আর তোমার উদ্ধার করেছি। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ জন্য আমার পরম ভক্ত বৎস প্রহ্লাদকে বিষ ভক্ষণ, অনলে পতন, সমুদ্রে নিক্ষেপ, হস্তীপদে নিক্ষিপ্ত ইত্যাদি ভীষণ ভীষণ সঙ্কট হ'তে উদ্ধার ক'রে, নৃসিংহ মূর্ত্তি-ধারণ পূর্ব্বক দৈত্যাধম হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেছি।

লক্ষ্মী। নাথ! শ্রীচরণের কৃপায় দাসীই বা না করেছে কি? অসীতা মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সহস্রানন রাবণকে বিনাশ করেছি, ঘোর-রূপা কালীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে দুষ্ট অসুর শুম্ভ নিশুম্ভকে বিনাশ করেছি। নাথ! আপনি যাই বলুন, যাই করুন, দাসীকে পরিত্যাগ ক'রে মথুরাপুরী গমন করাটি আপনার পক্ষেই অমৃত হয়েছিল কিন্তু আমার পক্ষে বিষময় ভিন্ন আর কিছুই জানায় না।

নারায়ণ। কমলে! লীলাস্থলে ওরূপ ঘটে থাকে, কিন্তু তোমায়

 

আমায় কি কোনকালে বিভিন্ন এবং অসংযোগ আছে? যেমন আধার ভিন্ন তরল বস্তু তিলেক মাত্রও স্থায়ী হয় না, যেমন নক্ষত্র ভিন্ন চন্দ্রের শোভা হয় না, তদ্রূপ লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ কখনই ছাড়া হয় না। প্রিয়ে! তুমি যে বল্লে, আমার সকল ভক্তের প্রতি সমান স্নেহ নাই, এক্ষণে কোন্ ভক্তের প্রতি স্নেহবিহীন হয়েছি, তাই বল দেখি?

লক্ষ্মী। জগদীশ! তা কি আপনার অবিদিত আছে, সূর্য্য-বংশীয় শান্ত দান্ত মহাতপা মহাত্মা নরপতি নহুষ আপনার পরম ভক্ত হ'য়ে, স্বর্গচ্যুত এবং সর্পাকৃতি প্রাপ্ত হ'য়ে কোন্ পাপে কোন্ দোষ দোষী হ'য়ে নরলোকে পরিভ্রমণ করছে, ভক্তাধীন! সেই ভক্তের প্রতি নিগ্রহের কারণ কি, বিশেষরূপে সেই বৃত্তান্তটি অবগত করায়ে, দাসীর মনের কষ্টটি নিবারণ ক'রে কৃতার্থ করুন।

নারায়ণ। দেবি! তা কি জান না, মানবের অর্থতেই অনর্থ ঘটে, অর্থ হলেই দুর্ভাগা জীবের মাশ্চর্য্য হয়, মাশ্চর্য্য বশেই লোভ হয়, লোভেতেই কাম জন্মে, কামেতেই ক্রোধ হয়, ক্রোধ বশতঃই জীব মৃত কিম্বা অন্যান্য বিপদে পতিত হয়, কাম ক্রোধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় এবং রিপু সকলকে দমনকারী জীবই সাধক ব'লে পরিগণিত হ'য়ে থাকে।

লক্ষ্মী। সর্ব্বময়! কোন্ দোষে দূষিত হ'য়ে মহাত্মা নহুষের ঐরূপ বিপদ ঘটেছে, ইচ্ছাময়ের শ্রীমুখ হ'তে শুন্‌বার জন্য দাস সম্পূর্ণ ইচ্ছুকা হয়েছে।

নারায়ণ। প্রিয়ে! তবে শুন, এক দিবস শচীপতি ইন্দ্র শচী-সহ ক্রীড়ামোদে মোহিত আছেন, এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হ'লে, দেবরাজ বাসব ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হ'য়ে বৃহস্পতির অযত্ন করায় সুরগুরু ক্রোধবশে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চ্যুত ক'রে নহুষকে ইন্দ্রত্ব অর্পণ করেন, নহুষ কিছুকাল অমরাবতী ভোগ

করেন, এমতকালে এক দিবস শচীদেবী স্নানার্থে গমন কর্‌লে পর, হতমতি নহুষ তাঁহাকে দর্শন ক'রে কামপীড়ায় পীড়িত হ'য়ে, দেবী ইন্দ্রাণীব প্রতি নানারূপ কটুবাক্য বা দুর্ভাষা প্রয়োগ করতঃ ইন্দ্রাণীর নিকট আলিঙ্গন প্রার্থনা করে, দেবী শচী দুষ্টের এরূপ দুর্ব্বাক্য শ্রবণ ক'রে আপন শ্রবণপথে অঙ্গুলি আচ্ছাদিত কর্‌লেন এবং দুরাশয় নহুষকে পিতা বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কতকগুলি নীতি শিক্ষা দিয়া মিনতি সহকারে আপনার নিষ্কৃতি প্রার্থনা করায়, পাপমতি নহুষ কামোন্মত্ততায় পতিব্রতার প্রতি আক্রমণে উদ্যত হ'লে, দেবী ইন্দ্রাণী সতীত্ব ভ্রষ্ট ভয়ে ভীতা হ'য়ে দ্রুতপদে বৃহস্পতির নিকট গমনপুর্ব্বক তাঁর শরণাপন্ন হলেন।

লক্ষ্মী। উঃ! দুরাচার নহুষের এতদূর পর্য্যন্ত দুষ্ক্রিয়া, দুরাত্মার পরস্ত্রীতে মতি হ'লো? পতিব্রতা বা পরনারীর অঙ্গ স্পর্শ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি সে পাপীষ্ঠ জানে না? অগ্নিস্থিত তৃণখণ্ড যদ্রূপ নিমেষ মধ্যেই ভস্মসাৎ হয়, পাপাচার পুরুষগণও তদ্রূপ নানারূপ ক্লেশভোগী হ'য়ে অকালে কালের কবলে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে নরক যাতনায় নিপতিত হয়। নরহরি! তারপর কি হ'লো?

নারায়ণ। তারপর হতভাগ্য নহুষ শচীদেবীর পশ্চাদ্গামী হ'য়ে মহাত্মা বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হ'য়ে কামবশে কিঞ্চিৎ বিনয় এবং নম্রতার সহিত সুরগুরুর নিকট ইন্দ্রাণীকে যাচিঞা কর্‌লেন।

লক্ষ্মী। কি আশ্চর্য্য! জীব পাপের সংসর্গীক হ'লেই কি হিতাহিত রহিত হ'য়ে থাকে? যেমন দেবসেব্য সুধাকলস ভক্ষণ ইচ্ছায় অসুরগণ সমূলে নির্ম্মূল হ'লো, স্বর্গীয় অপ্সরীর ছলনায় কামাসক্ত সুন্দ উপসুন্দ দুই ভ্রাতায় যেমন বিনষ্ট হ'লো, দুরাশয় নহুষও যে আবার ততোধিক প্রায়। রমানাথ! তারপর কি হ'লো।

নারায়ণ। দুষ্টবুদ্ধি নহুষের ঐ প্রকার দুর্ভাষা শ্রবণ ক'রে




সর্ব্বান্তর্য্যামী বৃহস্পতি ঈষৎ হাস্যে হতভাগ্য নহুষকে কহিলেন, মহারাজ। আমি বাসবপত্নীর মনের কথা সমস্তই জ্ঞাত হয়েছি, তুমি অদ্য নিশাভাগে সপ্তঋষি যানারোহণে যদ্যপি শচীগৃহে গমন কর্‌তে পার, তা হলে উনি তোমার প্রতি সন্তুষ্টা ও আশক্তা হবেন। কামান্ধ নহুষ বৃহস্পতির প্রতারিত-বাক্য শ্রবণ ক'রে আহ্লাদে উন্মত্ত হ'য়ে হাস্য কর্‌তে কর্‌তে স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌লে, সুরগুরু অভয়দান পূর্ব্বক শচীকে আপন স্থানে গমন কর্‌তে অনুজ্ঞা করিলেন। মহাত্মা বৃহস্পতির অভয়দানে শচীদেবী সন্তুষ্টা হ'য়ে নিজ স্থানে প্রত্যাগমন কর্‌লেন।

লক্ষ্মী। অন্তর্য্যামি! হতমতি নহুষ তবে শাপগ্রস্ত হ'লো কেন, অনুগ্রহ ক'রে দাসীকে শ্রীমুখে ব্যক্ত ক'রে কৃতার্থী করুন্।

নারায়ণ। কামান্ধ নহুষ বৃহস্পতির বঞ্চনাবাক্যে স্বকার্য্য সাধন জ্ঞানে, ঋষিমণ্ডলীতে উপস্থিত হ'য়ে, মহাতপাদিগকে স্তবে সন্তুষ্ট কর্‌লে, মহর্ষিগণ তাহাকে বর প্রদানে ইচ্ছুক হইলেন। বরপ্রদা মহাত্মাগণের নিকট দুষ্টবুদ্ধি নহুষ আপন দুষ্টাভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে সপ্তঋষি যানের জন্য বর যাচিঞা কর্‌লে, মহর্ষিগণ দুষ্টের ঐরূপ বর প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে ভীত এবং বিস্ময়ান্বিত হলেন, কিন্তু দত্তাপহারীর পাপাশঙ্কায়, মরীচি, বশিষ্ঠ, পুলহ, অত্রি, ক্রতু, ভৃগু ও দুর্ব্বাসা এই সপ্ত ঋষি পাপাত্মা নহুষের যানবাহক হ'য়ে শচী-ভবনাভিমুখে গমন কর্‌তে ছিলেন, এমন সময় তপাচারী হীনকায় ঋষিগণের ধীর গমন দৃষ্টে চণ্ডালের ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত নহুষ ক্রোধান্ধে মহাতেজস্বী দুর্ব্বাসার পৃষ্ঠে পদাঘাত কর্‌লে, তেজোরাশি মহাত্মা দুর্ব্বাসা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় ক্রোধিত হয়ে, রে দুর্ম্মতি, রে পাপাত্মন্ তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! তুই সামান্য ইন্দ্রত্ব বা ঐশ্বর্য্যমদে মোহিত হ'য়ে আমার অঙ্গে পদাঘাত কর্‌লি, দেখ্ দুর্ম্মতি! তোর যেমন কার্য্য তুই তাদৃশী ফলভোগী







ভোগী হবি। যদি ব্রহ্মাণ্ডদেবের প্রতি আমার মতি থাকে, যদি তাঁর প্রতি একান্ত ভক্তি রাখি, তবে খলজাতি সর্পদেহ হয়ে এই দণ্ডেই নরলোকে গমন কর্, ভগবান্ দুর্ব্বাসামুখে ঐ বাক্যটি নিঃসৃত হবামাত্রই নহুষ ভুজঙ্গাকৃতি প্রাপ্ত হ'য়ে ঋষির চরণতলে নিপতিত ও ক্রন্দন কর্‌লে শান্তময় ঋষি বল্লেন, আমার বাক্য আর লঙ্ঘন হবার নয়, তবে তোর জ্যেষ্ঠপুত্র যযাতি যদ্যপি নরমেধ নামক যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে সেই যজ্ঞ সমাধা কর্‌তে পারে, তবে সেই দণ্ডেই তুই মুক্তি হয়ে নিজদেহ প্রাপ্ত হবি, একথা শুনে সর্পাকার নহুষ বিনয় পূর্ব্বক বল্লে, ভগবন্! যযাতি কিরূপে এই কারণ অবগত হবে; তখন দুর্ব্বাসা বল্লেন, তোর কার্য্যোদ্ধার জন্য নারায়ণের নিকট গমন ক'রে যযাতির প্রতি দৈববাণী দেওয়াব।

লক্ষ্মী। তবে ইন্দ্রত্ব?

নারায়ণ। ঐ কৌশল এবং ঐ ঘটনা বৃহস্পতির কার্য্য বই তো নয়, নহুষ যেমন শাপগ্রস্ত হ'লো, অম্‌নি সেই দণ্ডেই আবার ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব দিলেন।

লক্ষ্মী। নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন কি?

নারায়ণ। পঞ্চম বৎসরের অনধিক একটী ব্রাহ্মণশিশুকে সেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান এইটিই কঠিন, তারপর যা যা আবশ্যক তা দুষ্প্রাপ্য নয়।

লক্ষ্মী। তবে সে যজ্ঞ কেমন ক'রে সম্পূর্ণ হবে, কোন্ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী এমন নিষ্ঠুর আছে যে আপনার গর্ভজাত সন্তানকে অগ্নিতে দিতে দিবে।

নারায়ণ। নহুষের সন্তানগণ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অধিক ধন রত্ন দ্বারায় পরিতোষ কর্‌লেই অনায়াসেই একটি সন্তান দিতে পার্‌বে।






লক্ষ্মী। আমি বেশ বল্‌তে পারি, দেবলোকেই হউক আর নরলোকেই হউক, এমন দয়াহীনা, কঠিন হৃদয়া কোন রমণীই নাই, এমন পাগলিনী এমন হতভাগিনী কে আছে যে আপনার স্তন্যপায়ী ক্রোড়স্থ বাছাকে ধনলোভী হ'য়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত জন্য পরিত্যাগ ক'রে প্রাণে বাঁচবে? তবে যদিও ঘটে, তা হ'লে এ ঘটনা তোমারই ঘটন, চক্রপাণি! আবার কার উপর চক্রী হ'য়ে কোন্ রমণীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছেন, মহাত্মা বৃহস্পতিই বলুন, আর মহর্ষি দুর্ব্বাসাই বলুন, ওঁদের কথা যা বল্লেন, সে কেবল কথার কথা মাত্র, সর্ব্বময়! কি অভিপ্রায়ে কি উদ্দেশে কোন্ অভাগিনীর প্রতি নিদয় হয়েছেন তাই স্পষ্ট বলুন। অন্তর্য্যামি! আপনার অন্ত পাওয়া কার সাধ্য, হে গরুড়ধ্বজ! বিনতানন্দন গরুড় তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ শ্রীচরণের বাহক হ'য়েও বিন্দু মাত্রও জ্ঞান পেলে না, চূড়া—ঐ জগৎচূড়ার চূড়াতে থেকে চূড়ান্তরূপ শোভাই ধরেছে বটে, কিন্তু হরিচরণ পাব ব'লে বামভাগে হেলাইত হ'য়েই তার জন্ম গেল, বাঁশীটি তো বাঁশের বাঁশী কিছুই জানে না, এত দিন পর্য্যন্ত হরির করে থেকে হরিনামে বাধা দিয়ে কেবল রাধা রাধা ব'লেই জনম কাটালে, আপনার ঐ শ্রীচরণের নূপুরের তো অবস্থার ব্যবস্থা নাই, চরণরেণু পাবার আশায় রুণু রুণু ক'রেই প্রাণান্ত হ'লো, হরি! যার প্রতি যাই করুন্, দাসী কিন্তু আজ আপনার চাতুরীতে ভুল্‌বে না, অন্তর্য্যামীর অন্তরের ভাব না জান্‌লে কিছুতেই হবে না।

নারায়ণ। প্রিয়ে! এ কারণে অন্য কারণ আর কিছুই নাই, কেবল সেই তত্ত্বদর্শী মহাজ্ঞানী হিংষাদ্বেষহীন সুকৃতজ্ঞ জনার্দ্দন ব্রাহ্মণের দারিদ্র কষ্ট বিমোচন করা, দ্বিতীয়তঃ আমার পরম ভক্ত ভগবত চূড়ামণি জনার্দ্দনপুত্র কুশধ্বজের কারণ বশতঃ নর-




লোকে জন্ম গ্রহণ জন্য একবার ধর্ম্মের পরীক্ষা লওয়া। দেবি! এক্ষণে একবার আমরা উভয়ে মর্ত্ত্যলোকে গমন করি চল, জনার্দ্দন-গৃহে তুমি একবার অচলা হ'য়ে তার দারিদ্রতা দূর ক'রে তাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি কর্‌বে।

লক্ষ্মী। আর আপনি?

নারায়ণ। আমি বৎস কুশধ্বজকে রক্ষা কর্‌বার জন্য নিযুক্ত হব।

লক্ষ্মী। তবে কি ঐ জনার্দ্দনপুত্র বৎস কুশধ্বজকেই যজ্ঞে আহুতি দেবে?

নারায়ণ। মন্তব্যই তাই বটে, কিন্তু—

লক্ষ্মী। কিন্তু কেন, আর কিছু বল্‌তে হবে না, ওঃ অসহ্য কথা আর আমাকে শোনাতে হবে না, আহা! তার জনক জননী উভয়ে পাগল পাগলিনী হ'য়ে প্রাণের অধিক কনিষ্ঠ সন্তানকে পরিত্যাগ ক'রে কেমন ক'রে প্রাণে বাঁচবে?

নারায়ণ। ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন, রাজমন্ত্রীর চাতুর্য্যতায় প্রতিশ্রুত পদে আবদ্ধ হ'য়ে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ জন্য সন্তানের মমতা পরিত্যাগ কর্‌বেন, আর পতিব্রতা ব্রাহ্মণপত্নীও পতিবাক্য লঙ্ঘনে অশক্তা হবেন।

লক্ষ্মী। আর মহর্ষি দুর্ব্বাসার কথিত নহুষ-পুত্র যযাতির প্রতি দৈববাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে?

নারায়ণ। তা সেই দণ্ডেই হয়েছে, প্রিয়ে! তবে মর্ত্ত্যধামে একবার যাই চল।

লক্ষ্মী। আপনার বাক্য দাসীর শিরোধার্য্য, তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যযাতি রাজভবন।

যযাতি ও দেবযানী।

দেবযানী। মহারাজ! কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত রয়েছেন, কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে আছেন, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে, নিরুপায় ভেবে, মনোকষ্টে মনোদ্বেগে, মনে মনে ভেবে ভেবে, অমন স্বর্ণকান্তি বর্ণখানিকে দিনে দিনে শুষ্কময় কর্‌লে যে মহারাজ! যেমন অনাবৃষ্টি হ'লে শস্যক্ষেত্র রক্ষার জন্য কৃষকগণ বারি সেচনাদিতে নিশ্চেষ্টিত হ'লে স্বল্প দিনেই দুর্ভিক্ষপীড়নে অনাহারে প্রাণীমাত্রই প্রাণত্যাগ করে, তেম্নি আপনি বিজ্ঞ এবং প্রজাপালক হ'য়ে এই দৈববিগ্রহের শান্তির জন্য উপায় রহিত হ'লে, আপনার রাজ্য-শুদ্ধ অমঙ্গল হ'য়ে প্রজাগণের কষ্টের পরিসীমা থাকবে না যে মহারাজ!

যযাতি। মহিষী! আর আমাকে বৃথা গঞ্জনা দিও না, বৃথা লাঞ্ছনা বৃথা তিরস্কারে ফলোদয় কি রাজ্ঞি? যতই লাঞ্ছনা দেও, যতই ভৎসনা কর, যতই কটূক্তি কর, আমা হ'তে কিছুতেই সে কার্য্য সাধিত হবে না,—যযাতির পাপ দেহে জীবন সত্ত্বে কখনই সে কার্য্য সমাধা হবে না, রাজ্যের অকুশল এবং প্রজা-গণের কষ্ট ছাড়া সদাকাল পর্য্যন্ত সেই দুর্ব্বিপাক ভয়াবহ ঘোর নরক যন্ত্রণাতেও এই যযাতিকে যদি পতিত হ'তে হয়, তত্রাচও




এই কার্য্যে কখনই প্রবর্ত্ত হব না, মহিষী। এই মায়াময় সংসারে জন্ম গ্রহণ ক'রে পুত্র হ'য়ে পিতা এবং অন্যান্য স্বর্গীয় পুরুষগণের মুক্তির জন্য নানারূপ ক্রিয়া কলাপাদি অতি যত্নের দ্বারায় সমাধান কর্‌তে হয় তা সত্য, কিন্তু এরূপে নয়, এরূপ কার্য্য সমাধান যযাতি হ'তে হবে না, স্বয়ং ব্রহ্মপূজ্য ব্রাহ্মণশিশুকে স্বহস্তে ছেদন ও যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা যযাতি হ'তে হবে না, তবে ঋষিমণ্ডলীতে এই হতভাগ্য যযাতিব পাপদেহ যদি সেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি জন্য ব্যবস্থা দেন, তা হ'লে এই মুহূর্ত্তেই এই তুচ্ছ রাজ্য ব্রাহ্মণ-চরণে অর্পণ ক'রে আনন্দ মনে ঐ যজ্ঞের উদ্‌যোগী এবং যজ্ঞে ব্রতী হই, নচেৎ এরূপ ভয়াবহ বা অলৌকিক কার্য্যের জন্য আর আমাকে অনুরোধ ক'রে যন্ত্রণা দিও না রাজ্ঞি।

গীত।

ব'লো না ব'লো না অকার্য্য সাধিতে আমায়।
কেন দিবানিশি, কেন হে প্রেয়সি, জ্বালাতে ও জ্বালায়॥
যায় যাক্ বাজ্য দারা পুত্র ধন,
যায় যাক্ মম এ পাপ জীবন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নয় দিয়ে বিসর্জ্জন, পড়িব নবক দায়॥

রাজ্ঞি! এরূপ নিয়ম রহিত যজ্ঞের জন্য কেমন ক'বে কোন প্রাণে তুমি আমায় চেষ্টিত এবং ব্রতী হ'তে বল্‌ছো, আজ কেন এত কঠিনা হ'লে, কেন আজ মমতাহীনা হ'লে, রাজ্ঞি! নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্রাহ্মণ সেবা এবং ধন রত্নাদি মহামূল্য দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণ চরণে অর্পণ ক'রে পতি সেবার পর যৎকিঞ্চিৎ পতিপ্রসাদ প্রাপ্তা হ'য়ে যে পতিব্রতা আনন্দিতা হ'য়ে থাকে, সেই পতিব্রতার আজ আবার এমন মতি হ'লো কেন? আজ এই অকার্য্য কার্য্যের জন্য বারম্বার কেন এত অনুনয় কর্‌ছো সতি!




দেবযানী। নাথ! দাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন, ঐ চরণের সেবিতা হ'য়ে ঐ চরণে মতি রেখেই যেন এ জীবন নির্ব্বাহিত কর্‌তে পারি, মহারাজ! আপনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ মহাজ্ঞানী, মহাত্মা পুরুষ হ'য়ে আজ আবার বিস্মৃতি হচ্ছেন কেন? দাসীকে প্রতি সময়ে প্রতি কারণে প্রতি বাক্যেই তো উপদেশ দিয়ে থাকেন, নাথ! আপনিই তো বলেছিলেন যে গৃহী পুরুষ পুত্রোৎপাদন জন্য স্ত্রীজাতির পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সেই সহধর্ম্মিণীকে অর্দ্ধাঙ্গিনীর ন্যায় যত্নের দ্বারায় জ্ঞান প্রদান করে থাকেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মহারাজ! পুত্রাদির দ্বারায় কোন কার্য্য সাধিত হ'য়ে থাকে? আপনি বলেছিলেন যে বংশে সৎপুত্রের জন্ম হয়, সেই পুত্র সৎক্রিয়ার দ্বারায় পিতৃপুরুষগণকে পরিতৃপ্ত রাখেন এবং স্বর্গীয় পুরুষগণও ঐ সৎপুত্রের সৎকার্য্য দ্বারা সুস্থ এবং মহা আনন্দময় হ'য়ে থাকেন। আর বলেছিলেন, যে বংশের পুরুষ সাধক এবং ধর্ম্মজ্ঞ হয়, সেই বংশ সেই পুরুষ হ'তেই উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, আর সেই বংশধরের গুণে তাঁর পিতৃপুরুষগণ অতি তৃপ্তের সহিত স্বর্গীয় পদ প্রাপ্ত হন, আর সেই স্বর্গীয় মহাত্মাগণের তৃপ্তির কারণেই সেই বংশের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়! আমি জিজ্ঞসা কর্‌লাম যে, গৃহী পুরুষগণকে কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারায় সাধক এবং ধর্ম্মাত্মা বলা যায়? আপনি বলেছিলেন, পরদ্বেষ, পরগ্লানি, পরহিংসা বর্জ্জিত এবং পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান আর সকল প্রাণীকে আপনার সমতুল্য ভাবা এবং দেব দেবীতে অকপটে ভক্তি শ্রদ্ধা রাখা বা অর্চ্চনা করা, সাধ্যানুযায়িক অতিথি সৎকার, ব্রাহ্মণের প্রতি স্বয়ং ব্রহ্মের ন্যায় পূজা করা, শাস্ত্রানুযায়িক ক্রিয়াকলাপাদিতে পিতৃপুরুষগণকে তুষ্ট করা, এই প্রকারে সকল সৎকার্য্যাবলম্বী ব্যক্তিই সাধক ব'লে পরিগণিত হয়, মহারাজ! আপনি দাসীকে আরও

বলেছিলেন, যে বংশের পুরুষগণ পাপময় কার্য্যের আশ্রয়াবলম্বন করে, সেই পাপত্মার কারণ সেই বংশের স্ত্রীগণও ভ্রষ্টাবৃত্তিতে প্রবর্ত্ত হয় এবং ঐ ভ্রষ্টা নারীগণের গর্ভে সমস্ত শঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয়, সেই অকামী বেশ্যাপুত্রের পুত্রগণের পীড়নে পিতৃপুরুষ-গণের অধোগতি হ'য়ে ক্রমে ঐ বংশের ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাই বলি, এমন মহাজ্ঞানী মহাত্মা হ'য়ে আবার এরূপ অযোগ্য কথা বল্‌ছেন কেন মহারাজ।

যযাতি। সত্য, সমস্তই সত্য, ঐ সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আমি তোমাকে বলেছিলাম তা সত্য, কিন্তু শোন দেখি রাজ্ঞি। এখন যেন আমি এই রাজ্যের রাজা আর তুমি রাজমহিষী; আর যদি তা না হ'য়ে, কোন রাজার অধীনে আমরা সম্পত্তিহীন একটি সামান্য প্রজা হতেম, আর সেই রাজা যদি একটি নরমেধযজ্ঞ ক'রে, বহু অর্থের প্রলোভন দেখিয়েই হ'ক্, বা বলপূর্ব্বকই হ'ক্, তোমার ক্রোড়ের একটি সন্তানকে নিয়ে গিয়ে, সেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিলে তোমার প্রাণে কেমন হয়, রাজ্ঞি! তাতে যদি কষ্টবোধ না হয়, তাতে যদি যাতনা বোধ না হয়, সরল মনে সন্তান দিয়ে যদি শান্ত হ'তে পার, তা হ'লে আমি এই মুহূর্ত্তেই নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করি।

দেবযানী। মনুষ্য মাত্রেরই অবস্থা কেবল সুকার্য্য এবং অকার্য্যের অনুবর্ত্তী, আর সহ্য এবং অসহ্যও তেম্নি অবস্থার অনুবর্ত্তী। দুরাবস্থায় এক সময় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রও পতিব্রতা সতী আপন মহিষী শৈব্যাদেবীকেও পর হস্তে বিক্রয় ক'রে আপনিও হড্ডিপ-গৃহে বিক্রীত হ'য়ে শূকর চারণে নিযুক্ত হয়েছিলেন, অমরাপতি সহস্রাক্ষও এক সময়ে দুর্ব্বাসা দত্তা পারিজাত পুষ্প অহঙ্কার প্রযুক্তে অনাদর ক'রে ঐরাবতের মস্তকে স্থাপন ক'রে মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীত্যাগী হ'য়ে অশেষ ক্লেশভোগী হয়েছিলেন, তা মহারাজ। সময়-

বশে ও অবস্থাবশে সকলই সহ্য হয়, কণক সিংহাসন আর মাণিক্য-জড়িত ছত্ররব্যবহারী পৃথিবপতিকেও এক সময় বৃক্ষাশ্রমে পল্লব-শয্যায় শয়ন ক'রে দিনপাত করতে হয়।

যযাতি। দেখ মহিষী! তুমি স্ত্রীজাতি, তোমায় আমি কত বুঝাব, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহিষী বিক্রয়, আপনার দেহ বিক্রয়, শূকর চারণ ইত্যাদি এইগুলিই বুঝি তুমি সত্য জেনেছ, সেই পুণ্যের আকর, শান্তির আধার শ্রদ্ধার নিধি, জ্ঞানের ভাণ্ডার, যশের পতাকা মহাত্মার ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য সেই বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং নারায়ণ ঐ সকল ছলনা করেছিলেন, পরে ধর্ম্মাত্মা হরিশ্চন্দ্রের আলৌকিক রূপে ধর্ম্মের পরীক্ষা পেয়ে সেই বৈকুণ্ঠবিহারি হরি নিজ রথের দ্বারায় পুর্ণপুঞ্জক হরিশ্চন্দ্র আর পতিব্রতা শৈব্যা সতীকে সেই আনন্দ-নগর বৈকুণ্ঠ-ধামে লয়ে গিয়ে স্থান প্রদান করলেন, তবে এস্থলে তুমি আমাকে তুমি কি উপমা দিলে, মহিষী! সেই স্বর্গীয় মহাত্মা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় কোন সৎক্রিয়াতে ইচ্ছা ক'রে তাই সমাধার জন্য আমায় কি অনুরোধ করছ, না কোন ব্রাহ্মণ বা কোন মুনি ঋষিতে আমার সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করেছে, তাই আমার অনুমতির অপেক্ষা করছ, আর আমি তাতে অমত করছি. রাজ্ঞি! আমার অজ্ঞাতে এই সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত রাজ্য কোন ব্রাহ্মণচরণে অর্পণ ক'রে তবে আমার সম্মুখে এসে যদি বলতে মহারাজ! চলুন আমরা বনে গমন করি, তা হ'লে রাণী আজ তুমিও ধন্য হ'তে, আর আমাকেও ধন্য করতে, তা হ'লে রাজ্ঞি! তুমি নামে যেমন দেবযানী, কাজেও আমার নিকট আজ রত্নের ন্যায় যত্নবতী হ'তে, কিন্তু তা না হ'য়ে তৎপরিবর্ত্তে নরমেধ যজ্ঞের জন্য আমায় অনুনয় করছ, অমৃতাহারে অনিচ্ছা ক'রে হলাহল পানে ব্যস্ত হয়েছ, পুরুষোত্তমের পথ বামে রেখে ব্যাসকাশীতে যাত্রা করেছ।

রঘুবর সিংহের প্রবেশ।

রঘুবর। (যোড়হস্তে যযাতির প্রতি) হুজুর! ছোট মহারাজ হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ জন্য বহির্দ্দেশে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

যযাতি। কি বল্লে, ভাই সজাতি আমার সহিত সাক্ষাৎ জন্য বহির্দ্দেশে অপেক্ষা কর্‌ছে, অতি শীঘ্র এইখানে ল'য়ে এস।

রঘুবর। হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

সযাতির প্রবেশ।

সজাতি। (ব্যস্তভাবে) মহারাজ! সর্ব্বদাই অন্তঃপুর মধ্যে আপনি তো মৌনব্রতীতে রইলেন, আর এদিকে যে সর্ব্বস্বান্ত প্রায়, তা একবার চক্ষেও দেখবেন না আর কর্ণেও শুনবেন না। যা কর্ত্তব্য, যা বিহিত, তা এই সময় দেখুন, কিন্তু আর রক্ষা হয় না, সর্ব্বস্ব যায়, রাজ্য যায়, ঐশ্বর্য্য যায়, প্রজা যায়, আর রক্ষা হয় না।

যযাতি। কারণ কি, আমি তো কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনে, ভাই সযাতি! কারণ কি বল দেখি?

সযাতি। আর কারণ কি, সানুগ্রহে একবার আপনার সিংহাসনে উপবেশন কর্‌লেই সমস্ত কারণ নয়নগোচর হবে এবং কর্ণগোচরও হবে। আপনি রাজ্যচর্চ্চায় অবসর নেওয়া পর্য্যন্ত চৌর্য্যের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে, জরা এবং ব্যাধির আক্রমণেতে এবং অকাল মৃত্যুতে সশঙ্কিত হ'য়ে চারিদিকে প্রজাগণ যেরূপ উচ্চরব ক'রে রোদন কর্‌ছে, তা আর আপনাকে এক মুখে কেমন ক'রে জানাব। অনাহারী, অনাবস্থা, জরাগ্রস্থ অগণিত প্রজাসকল রাজসভায় উপস্থিত হয়েছে, মহারাজ! তাদের আর্ত্তনাদে আমার

হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে, তাদের দুরবস্থা দেখে প্রাণ কেঁদে উঠছে, যদি সেই ক্ষুধাতুরদিগের উদর পরিতোষের জন্য নিয়ম নির্দ্ধারিত না করা হয়, যদি জ্বরাতুরদিগের সুস্থতার জন্য উপায় স্থির না করা যায়, তা হ'লে এ রাজ্যের আর কোন ক্রমেই মঙ্গল নাই, মহারাজ! এই দেখুন আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকময় হয়েছে, জিহ্বা নীরস হয়েছে, অঙ্গ কম্পিত হ'চ্ছে, মহারাজ! দেখ্‌ছেন কি, আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমাদের রাজলক্ষ্মী চঞ্চলপ্রায়।

যযাতি। ভাই সযাতি! আমাকে আর তোমার কোন কথা শোনাবার আবশ্যক নাই, আমি এখন জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, সাহস-হীন, বলহীন ও যুক্তিহীন হয়েছি, তাই বলি, আমার নিকট আর তোমার কোন বিষয় সম্মতি বা যুক্তির প্রয়োজন নাই, এখন তোমার নিজ যুক্তিতে যা সম্ভব বোধ হয় তাই কর, আমার নিকট যদি যুক্তি চাও, তবে মুক্তিপথের অন্বেষণে প্রবর্ত্ত হও, কোষাগারের সমস্ত ঐশ্বর্য্য হ'তে নিরাহারীগণের আহার জন্য, জ্বরাগ্রস্ত রোগী-দিগের চিকিৎসার জন্য একটি সুনিয়ম স্থাপন ক'রে মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার অর্পণ ক'রে রাজ্যপদে অবসর ল'য়ে আমরা সপরিবারে কাননে গিয়ে সেই আনন্দময় সচ্চিদানন্দ হরিকে আরাধনা ক'রে আনন্দিত হইগে চল। ভাই সযাতি! অনিত্য রাজ্য সুখে, অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে এই ভব-সমুদ্রের মায়ময় জালজড়িত যন্ত্রণা হ'তে বহির্গত হবার উপায় কর ভাই!

গীত।

কেন অনিত্য সংসারে।
মন মীনে মায়াজালে রাখিয়াছ ঘেরে॥
কর রে অবোধ মন, নিত্য বস্তু অন্বেষণ,
ডাক সেই জনার্দ্দন ভব-কর্ণধারে॥

ভাই সযাতি! সত্য রূপেই যদি আমার নিকট যুক্তি চাও, তবে সত্যসনাতন মুক্তিময়ের সেই লক্ষ্মীসহ যুগলরূপের অন্বেষণে গমন করি চল।

সযাতি। কি মহারাজ! বল্লেন কি, এই কি আপনার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বাক্য হ'লো, এই কি আপনার সৎযুক্তি, এই কি আপনার ন্যায়বিচার, আপনার ন্যায় ব্যক্তির কি এই সঙ্গত পরামর্শ? হে গুণগ্রাহী নরপতে! বৃহস্পতি যদি বিদ্যালোচনায় অক্ষম হন, দেবী সরস্বতীর যদি মতিভ্রম হয়, রোগ নিবারণে ধন্বন্তরী যদি অপারক হন, তা হ'লে সে নিরুপায়ের জন্য আর কি কোন উপায় থাকে? তাই বলি বিচারপতি যযাতির নিকট যদি আজ অবিচার সুবিচার ব'লে পরিগণিত হ'লো, তবে ধরা মধ্যে সুবিচার সাধিত হবার উপায় রইলো না?

যযাতি। ভাই সযাতি! এ স্থলে কেমন ক'রে তোমার অবিচার ব'লে অবধারিত হ'লো?

সযাতি। ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ! এই কি আপনার সুবিচার ব'লে বোধ হ'লো? মহারাজ! আপনি যখন গৃহী এবং দণ্ডধারীর ন্যায় কার্য্যেতে অপারক বা অমত প্রকাশ কর্‌লেন, তাতে কেমন ক'রে অবিচার ভিন্ন সুবিচার বলা যেতে পারে! দেখুন, আমার প্রথম উদ্দেশ্য ভূস্বামী হ'য়ে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ক'রে প্রজাগণকে নিষ্কণ্টকী করা, এক্ষণে আপনার রাজ্যে দস্যুর উৎপাত, ব্যাধির আক্রমণে প্রজাগণ অসীম ক্লেশে পতিত হয়েছে, তখন কিঞ্চিত অনুসন্ধানের দ্বারায় দস্যুদলকে ধৃতপুর্ব্বক বিচারমত শাস্তি প্রদান এবং কোন দেব দেবীর অর্চ্চনা দ্বারায় বা কোন সুক্রিয়া দ্বারায় প্রজাবর্গের কষ্ট দূর করা। মহারাজ! যে রাজ্যের রাজা প্রজাগণের কষ্টের প্রতি নেত্রপাত না করেন, সে রাজ্য শ্মশান

হ'তেও ভয়ঙ্কর, আর সেই রাজ্যই অরাজক পুরী ব'লেই পরিগণিত হয়। অতএব অরাজকপুরবাসী প্রজাগণের নরক যাতনা হ'তেও অধিক যাতনা বোধ হয়। এ কারণ মহারাজ! সুচারুরূপে রাজ্য পালন ক'রে প্রজাগণের আনন্দ বর্দ্ধন করাই রাজধর্ম্মের উত্তম রীতি। দ্বিতীয়, পুত্রোৎপাদন আর সুবোদ্ধা সুশীল সৎজ্ঞানী সর্ব্ব কার্য্যে পারদর্শী পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করে, পরিশেষে তপস্যাদি কার্য্যের জন্য প্রতিগমন করাই গৃহী বা সংসারীদিগের প্রধান ধর্ম্ম! মহারাজ! তবে এই সকল কার্য্য সমাধান ভিন্ন কেমন ক'রে বন গমনের জন্য অভিমত কর্‌ছেন? ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে অক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচরণে প্রবর্ত্ত হওয়া কি মহারাজ যযাতিকে সম্ভবে? মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করুন, নিজ দাস যযাতির দেহে প্রাণ থাক্‌তে, এই দেহে বিন্দুমাত্রও রুধির থাক্‌তে যযাতির রাজ্যশাসনে ক্ষান্ত হবে না; দস্যুদমনে নিশ্চেষ্ট হবে না। যযাতির এই বিশাল বাহুদ্বয় অন্য সুখের অভিলাষ করে না, কেবল মাত্র দেব-দেবীর অর্চ্চনা আর শত্রুগণের দমন ভিন্ন এই হস্তদ্বয় ভৌতিক কার্য্যে অবর্ত্ত হয় না? মহারাজ! একটু চিত্তস্থির ক'রে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভৃত্য কনিষ্ঠের প্রতি যদি কৃপা ক'রে অনুমোদন করা হয়, তবে আপনার শ্রীচরণ কৃপায় বোধ করি রাজ্য পালন আর পিতার উদ্ধার জন্য নরমেধ-যজ্ঞ সাধনেও যযাতি অপারক হবে না?

হরি গুণানুবাদ করিতে করিতে সতানন্দ মুনির প্রবেশ।

গীত।

ওরে মূঢ় মন, কেন অকারণ, বিষয় বিষেতে বাসনা।
এ ভব সংসার, সকলি অসার,
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ো না হ'য়ো না॥




বিরক্ত ভাবিয়ে গুরু তত্ত্বধনে,
আনন্দ করিছ দারা পুত্র ধনে,
কি হবে কখন, জান না রে মন,
দাঁড়ায়ে শমন, ঐ দেখ না দেখ না॥
কেন বন্দী হ'লি এই কারাবাসে,
সারাৎসার ধন সেই পীতবাসে,
ডাক রে ডাক রে, ডাক দামোদরে,
আনন্দনগরে চল না চল না॥

সতানন্দ। (স্বগতঃ) হরে—হরে, মন! দিন যে যায়, একবার প্রাণ ভ'রে দীনের গতি দীননাথকে ডেকে নাও।

যযাতি। (সতানন্দকে অবলোকন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসুন্ আসুন্, বস্‌তে আজ্ঞা হয় গুরুদেব! আজ নিজ কৃপায় ও পায় দর্শন দিয়ে যযাতির রাজ্য সুপবিত্র কর্‌লেন, যযাতির আজ রাজ্য সার্থক, জীবন সার্থক ও দেহ সার্থক হ'লো, (আসন প্রদান পূর্ব্বক) অনুকূল হ'য়ে আসনোপরি উপবেশন ক'রে দাসকে কৃতার্থ করুন্।

সতানন্দ। (আসনোপরি উপবিষ্ট।)

যযাতি। গুরুদেব! শ্রীচরণে প্রণমামি। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তর সযাতি ও দেবযানীর প্রতি) ভাই সযাতি! আমাদের কুলপুরোহিত মহাত্মা সতানন্দদেবকে প্রণাম কর। রাজ্ঞি! তুমিও প্রণাম কর।

সযাতি ও দেবযানী। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।)

সতানন্দ। স্বস্তি—স্বস্তি,—মহারাজ যযাতির সর্ব্বত্রৈঃ মঙ্গলময় হোক্, (যযাতির প্রতি) মহারাজ! এক্ষণে রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল তো?




যযাতি। দেব! সূর্য্যোদয় মাত্রেই তো জগতের তিমির দূরীভূত হ'য়ে থাকে, যদিও আমার রাজ্য ও আমার মন অশুভরূপ তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে আপনার শ্রীচরণ দর্শন মাত্রই সমস্তই শুভময় জ্যোতিঃ প্রকাশ পাচ্ছে, দেব! ইষ্ট দর্শনে কি অনিষ্টের প্রাদুর্ভাব থাকে?

সতানন্দ। মহারাজ! এ কথার অর্থ কি, তবে রাজ্যে এক্ষণে কোনরূপ অনিষ্ট উপস্থিত না কি?

যযাতি। অন্তর্য্যামি! আপনাতে তা কি অবিদিত আছে?

সতানন্দ। (স্বগতঃ) কারণটাই কি, দেখা যাক্ দেখি, (চক্ষু মুদ্রিত ও ধ্যানস্থ) আ! হতভাগ্য নহুষ! তোমার এরূপ মতিচ্ছন্ন ঘটেছে। (ধ্যানভঙ্গ করিয়া যযাতির প্রতি) মহারাজ! বটে—বটে, আমি ধ্যানস্থ হ'য়ে সমস্তই অবগত হলেম।

যযাতি। গুরুদেব! এক্ষণে উপায়?

সতানন্দ। এ বিষয়ে অন্য উপায় আর কিছুই নাই, মহারাজ! বিনা যজ্ঞে নহুষের সদগতির সম্ভাবনা নিরুপায়?

যযাতি। দেব! কিরূপ যজ্ঞ করা চাই।

সতানন্দ। যেরূপ যজ্ঞের আলোচনা হ'চ্ছে, কেবল মাত্র নরমেধ-যজ্ঞ, আর কিরূপ যজ্ঞ।

যযাতি। প্রভো! অধমের প্রতি ওরূপ আদেশে নিবৃত্ত হবেন, ও যজ্ঞের আয়োজন করা যযাতির যোগ্যতায় দুষ্কর।

সতানন্দ। (ক্রোধে) কি, কি বল্লি পামর! তোর এতদূর পর্য্যন্ত অহঙ্কার ঘটেছে, এতদূর স্পর্দ্ধা হয়েছে, দেববাক্যেও অবিশ্বাস, গুরুবাক্যেও হতাদর, পিতৃকার্য্যেও অশ্রদ্ধা। দেখ্ দুরাত্মা! এই সতানন্দ হ'তে তোর কতদূর পর্য্যন্ত অনিষ্ট হ'তে পারে তা জানিস্? তোর ঐ পাপময় দেহকে এই মুহূর্ত্তেই ভস্মসাৎ করতে

পারি, তোর এই তৃণতুল্য রাজ্যখণ্ড দণ্ডমাত্রেই জলময় কর্‌তে পারি, অজ্ঞানী অসৎ অধার্ম্মিকজনের মুখ আমি দর্শন কর্‌তে ইচ্ছা করি না, এখন যদি জীবনের প্রত্যাশা করিস্, তবে আমার সম্মুখ হ'তে তুই দূরীভূত হ', দেখ্ পাপাত্মন্! হয় তুই আমার নয়নের অন্তরাল হ', নয় এই পাপস্থান হ'তে আমিই প্রস্থান করি। (দ্রুতপদে গমনোদ্যত।)

দেবযানী। (সতানন্দের পদ ধারণ পূর্ব্বক) গুরুদেব! ক্ষমা করুন্, কৃপাময়! কৃপা করুন্, আপনি গুণের আধার, দয়ার সাগর, ধৈর্য্যের আদর্শ, ক্ষমার সৃষ্টি, গুণময়। ঈশ্বরত্ব যাবতীয় গুণ কেবল আপনাতেই দৃশ্যমান। এই রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য আপনারই সমুদয়, তবে আমরা কেবল ঐ শ্রীচরণের দাস দাসী মাত্র। দেব! ভৃত্যের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, সাম্যতাপূর্ব্বক চিরাশ্রিতদিগকে এই বিপদ হ'তে উদ্ধার করুন। মুনিরাজ! আর আমাদের কে আছে, একমাত্র আপনিই কেবল চন্দ্রবংশের বিপত্তারণ, আপনিই আমাদের বিপদ কাণ্ডারী, পঞ্চ পাণ্ডব আর সেই দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী যেমন দ্বারিকানাথ দয়ার নিধি বিপত্তারণ মধুসূদনকে বিপদ হ'লেই দ্বারীকাভিমুখে দয়াময় একবার দেখা দাও, পাণ্ডব-নাথ একবার দেখা দাও, সখা একবার দেখা দাও ব'লে উচ্চরবে ঊর্দ্ধমুখে রোদন কর্‌লেই সেই ভবের ধন ভব কাণ্ডারী হরি অমনি সখী ব'লে হাস্যবদনে অশেষ দুঃখের লাঘব ক'রে, স্বামীগণ সহিত দেবী দ্রৌপদীকে আনন্দিতা কর্‌তেন, তেমনি প্রভো! আপনি বই আমাদের আর কে আছে, কিন্তু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, আর সেই কৃষ্ণের সখী কৃষ্ণার আমাদের সহিত উপমা করাও আমার অসম্ভব হয়েছে। কেন না, ভক্তাধীন ভগবানকে যাঁরা ভক্তির জোরে সখ্যভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, সেই মহাজ্ঞানী মহাত্মা-

গণের সহিত তুল্য করা কেবল হাস্যকর মাত্র? কেন না যাঁদের শতাংশের একাংশও হব না, যাঁদের দাসানুদাস যোগ্যও হব না, যাঁদের চরণরেণুর যোগ্যও হব না, তবে কেবল আপনার স্নেহগুণে আর কৃপাগুণেই চন্দ্রবংশের গতি আছে, গুরুদেব! আমরা আপনার মহিমা বা অর্চ্চনা এবং অভ্যর্থনাদিতে অজ্ঞ মাত্র। গুরুর সেবা, পূজা, ভক্তি, অর্চ্চনাদিতে অক্ষম জনের বর্ত্তমান কালের দুরাবস্থার তো সীমাই থাকে না, আর ভবিষ্যতের যে কি দুর্গতি তা আপনাতে অবিদিত নাই, গুরুর কৃপা ভিন্ন সেই পরমব্রহ্ম পরাৎপর হরির কৃপা হয় না, গুরু রুষ্টেতে গ্রহের শান্তি হয় না। কৃপাময়! নিজ কৃপাগুণে আজ ভীষণ গ্রহের শান্তির উপায় ক'রে আশ্রিতগণের নিস্তার করুন্।

সতানন্দ। বৎসে দেবযানি! আর বৃথা অনুনয়ে আমায় বিরক্ত ক'রো না। রাজ্ঞি! তুমি সুধীরা সুমতী সুশীলা সুবোদ্ধা তা আমি জানি, কিন্তু এ বংশে গ্রহ মন্দ দোষে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েছেন, অতএব তোমার যত্ন পাওয়াও নিষ্ফল, আর আমারও দুঃসাধ্য, আর রক্ষা হয় না, যখন গুরুবাক্যে অনাদর, তখন আমি বেশ বুঝেছি আর রক্ষা হয় না, তাই বলি মা! তুমি আর অকারণে আমার প্রতি অনুনয় বিনয় ক'রে বৃথা বিরক্ত ক'রো না।

যযাতি। দেব! আমি অজ্ঞান, আমি অতি অবোধ, জ্ঞানহীন দাসের প্রতি কোপ করা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের উচিত হয় না।

সতানন্দ। আমি তোমার ন্যায় কৃতঘ্নের বাক্যে কর্ণপাত কর্‌তে ইচ্ছা করি না, গুরুবাক্যে বিরূপ জনার মুখাবলোক কর্‌তেও ইচ্ছা করি না।

যযাতি। প্রভো! গুরুবাক্য আমার শিরোধার্য্য, গুরুবাক্য আমার কণ্ঠহার, এ দাস গুরুবাক্য শিরোমণি হ'তে অধিক যত্নে

মস্তকদেশে ধারণ করে, কিন্তু দেব। এ দাসের মনের যা সন্ধ, প্রাণের যা আশঙ্কা, তা এক্ষণে শ্রীচরণে নিবেদন করি। একে তো ব্রাহ্মণের কোপে ব্রহ্মশাপে পিতৃদেব পতিত হয়েছেন, আবার সেই ব্রাহ্মণ শিশুকে কোন প্রাণে, কোন সাহসে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে ভরসা করি, তবে এখন নিজমতে ঐ যুক্তিই যদি শ্রেয়ঃ ভেবে থাকেন তবে আর বিলম্ব কেন? (সযাতির প্রতি) ভাই সযাতি। গুরু সতানন্দ দেব নরমেধ-যজ্ঞের জন্য যাহা সমস্ত আয়োজনের অনুমতি করেন, তাই স্থিরচিত্তে অবগত হও।

সযাতি। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (স্বগতঃ ও সহাস্যে) সর্পদংশিত রোগীকে আরোগ্য করা ধন্বন্তরী ভিন্ন কি অন্যের কার্য্য, না সেই ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি নীলকণ্ঠ ব্যতিত সমুদ্র মন্থন এবং গরল উত্থাপন করা কি অন্যের সাধ্য? যে যজ্ঞ সমাধার কারণ কত বিনয় করেছি, কত কাকুতি-মিনতি করেছি, কিছুতেই কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারি নাই, এখন যেই একটুখানি বেঁকে বসেছেন, তাই দাদা আমার ওম্নি সোজা হ'য়ে বসেছেন, এখন বাঁচা গেল।

ভূদেব দিগ্‌গজের প্রবেশ।

ভূদেব। (জনান্তিকে) ভ্যালা যা হোক্ বাবা। বলিহারি যাই, ওগো। একেই বলে যার কর্ম্ম তাকে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে; বলে সেই তো মল খসালি, লোকগুলোকেই হাসালি, বাবা —রাজবাড়ীটা শুদ্ধ যে না বুঝিয়েছে সে মানুষই নয়, এ রকম ক'রে দেব-দেবীর মাথায় একটি ফুল চড়িয়ে সাধ্য সাধনা কর্‌লে অম্নি ঝর্‌ঝর্ ক'রে ফুল প'ড়ে যেত, কিন্তু মহারাজটি আমাদের দেব-দেবীর বাবা হ'য়ে পড়েছিলেন, সেই যে না ক'রে বসেছিলেন, তা কার বাবার সাধ্য যে হ্যাঁ করায়, ভাগ্যক্রমে যাই সতানন্দ দেব

এসেছিলেন, তাই এখন শিষ্ট হলেন। অগ্নি যেমন জ্ব'লে উঠেছিল, বারিধারায় তেমনি নির্ব্বাণ হ'লো, আর এ বিষয়ের অমত করণের কারণটাই বা কি? এ সংসারে অর্থেরও অভাব নাই, আর বলেরও অভাব নাই, অর্থ ছড়ালে একটি কেন, তের গণ্ডা বামুনের ছেলেকে শর্ম্মা এনে দিতে পারে; তাই ছাই ভস্ম অর্থব্যয়ের জন্যই যদি বিরক্ত ভাবেন, তা হ'লে হুকুম কল্লেই কোন্ না দশ বিশ গণ্ডা ছেলে জড় করা যায়, তবে ওর মর্ম্ম কথা কোন ক্রিয়া কলাপাদি কর্‌বেন না, যাগ যজ্ঞও না, আর পিতার গতি মুক্তিও না, আমি যে একটা বামুনের ছেলে আছি, তার দিকে দৃষ্টি মাত্রও নাই, আরে মশায়! একটা ক্রিয়া কাণ্ড হ'লেই তো পাঁচ প্রকার পাঁচটা জিনিষ পত্র চোখে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা না হ'য়ে বারোমেষে খাওয়া খেয়ে খেয়ে পেটে যেন সেওলা প'ড়ে গেল, লুচি মোণ্ডা ক্ষীর দধি ইত্যাদি আমার পক্ষে একপ্রকার ডুমুরের ফুল হ'য়ে পড়েছে, যাঁর না কি রসবোধ নাই, তিনি রসগোল্লা রসকরা রসমুণ্ডির মর্ম্ম কেমন ক'রে বুঝবেন, অরসিক মাত্রেই প্রাণতোষক পায়সের নামে প্রাণনাশক ব'লে জ্ঞান করে, যাই হোক্, মনটা যেমন একেবারে খিঁচড়ে গেছলো, তেমনি এখন আবার অনেকটা সাহস হ'লো।

যযাতি। (ভূদেবের প্রতি) এসো সখে এসো, সখে! আজ তো বড় স্ফূর্ত্তি দেখ্‌ছি, মুখখানি আজ এরূপ হাসি হাসি কেন সখে?

ভূদেব। মহারাজ! নন্দন-কাননে উপস্থিত হ'লে কার না স্ফূর্ত্তি হয়?

যযাতি। নন্দন-কানন আবার কোথা থেকে দেখলে, জাগ্রতেই স্বপ্ন দর্শন কচ্ছো না কি?

ভূদেব। সে কি মহারাজ! পারিজাত পুষ্পের বৃক্ষ থাক্‌লেই বুঝি আপনি নন্দন-কানন ব'লে থাকেন, তা নইলে কি আর নন্দন-

কানন হয় না? যে স্থানে প্রবেশমাত্রই আনন্দের বৃদ্ধি হয়, সেই স্থানকেই নন্দন-কানন বলা যায়। মহারাজ! এই স্থানটি কি আজ নন্দন-কানন ব'লে পরিগণিত করা যায় না? যেস্থানে মহারাজ যযাতিরূপ ইন্দ্র বিরাজমান, যেস্থানে শচী সদৃশ মহারাজ্ঞী দেবযানী অধিষ্ঠিতা, যেস্থানে মস্তক ভূষণ মহাত্মা সতানন্দরূপ পারিজাত পুষ্পের আবির্ভাব, যেস্থানে মহাকাণ্ড নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজন, যেস্থানে চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আনন্দজনক সুখাদ্যাদির অনুষ্ঠান, সে স্থানটিকে আনন্দ-কানন বই কি নিরানন্দ-কানন বলা যায় মহারাজ!

যযাতি। (হাস্যযুক্তে) সখা! তুমি একটি বেশ কবিবর হ'য়ে পড়েছ তো?

ভূদেব। মহারাজ! ঘৃতপক্ব এবং সুমিষ্টান্নরূপ চাবি দ্বারায় আমার হৃদয়কপাট যদি মোচন ক'রে দিতে পারেন, তবে দেখতে পান আমার আনন্দ কবির কাছে মহাকবি বাল্মীকিও দাঁড়াতে পারেন না।

সতানন্দ। (ভূদেবের প্রতি) ওহে দিগ্‌গজ মহাশয়! বাজে কথায় সময় নষ্ট কর্‌ছেন কেন, যজ্ঞের আয়োজনের ব্যবস্থা করা যাক্ আসুন।

ভূদেব। (ব্যস্ততার সহিত সতানন্দের নিকটবর্ত্তী হওতঃ) আজ্ঞা হাঁ তাই তো বটে, মহারাজের আমাদের ঐরূপই কাজ, কেবল বাজে কথাতেই সময় নষ্ট করিয়ে দেন, (সকলের প্রতি) ওগো আপনারা সকলে একটুখানি স্থির হও, (সতানন্দের প্রতি) মহাশয়! বলুন তো আপনি, রীতি নীতি চব্য চুষ্য লেহ্য প্রকারে যজ্ঞটি যেন সমাধা হয়, কোন প্রকারে অঙ্গহীনটি করা হবে না, আর মিষ্টান্নের ভাগটা মশায় কিছু বেশির ভাগেই ব্যবস্থা কর্‌বেন,

কেন না ঐটিই হ'চ্চে না কি মঙ্গলদায়ক, তাতেই বলা হ'চ্ছে যে মিষ্টান্নের ভাগটা প্রচুররূপে আয়োজন কর্‌তে পার্‌লেই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হ'লো, আর কি।

সতানন্দ। আরে মশাই মিষ্টান্ন মিষ্টান্ন ক'রেই যে আপনি ক্ষিপ্ত হ'লেন, অগ্রে কার্য্যকারক বস্তুসমূহের উল্লেখ মাত্র নাই, অগ্রেই তোমার মিষ্টান্নের দিকেই চেষ্টা হ'লো?

ভুদেব। (ত্রস্তান্বিতে) আজ্ঞা হ্যাঁ আমিও তো সেই কথাই বল্‌ছি, আগের কথা আগে বৈ কি? (স্বগতঃ) যে বেটা এখানে আস্‌বে, সেই বেটাই আমার চিত্ত চটান কথা কইবে, আর চিত্ত চটান কাজও কর্‌বে, যাদের না কি কাণ্ড জ্ঞান নাস্তি, তাদেরই ঐরূপ কথা বার্ত্তা হ'য়ে থাকে, আরে ম'লো এটাও কি বুঝে যে, অগ্রে চ ব্রাহ্মণং দদ্যাৎ, যে কার্য্যে ব্রাহ্মণের তৃপ্ত, ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন নাই, সে কার্য্যই যে পণ্ড হয় তা জানে না। (প্রকাশ্যে) বলুন তো মশায়, এক একটি ক'রে বেশ ক'রে মহারাজকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলুন।

সতানন্দ। অগ্রে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান ক'রে মণি-মাণিক্যাদি জড়িত সৌন্দর্য্যরূপে একটি সভা নির্ম্মাণ করান এবং মধ্যভাগে একটি যজ্ঞীয় বেদী নির্ম্মাণ, তৎপরে শিবলোক, গোলোক, ভূলোক, জনলোক, তপলোক ক'রে চতুঃসীমায় নিমন্ত্রণার্থে সৎজ্ঞানীদিগকে প্রেরণ করা চাই।

যযাতি। আজ্ঞে, তা তো অগ্রেই, তার পর যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির আয়োজন কি কি আবশ্যক।

সতানন্দ। মহারাজ! ক্রমশঃ সকলই ব্যক্ত হচ্ছে, শ্রবণ করুন্।

ভুদেব। সতানন্দ দেব! আপনাকেও বলা হ'চ্ছে, আর মহারাজকেও বলি, ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্রব্যগুলি অগ্রেই আয়োজন করা

চাই, নইলে এর পর দুর্মূল্য হ'য়ে উঠ্‌বে তা বেশ ক'রে বুঝে সুঝে দেখুন, মোণ্ডা ভিন্ন প্রাণটা ঠাণ্ডা হয় না বাবা! যতই বল, আর যতই কর।

সতানন্দ। (ক্রুদ্ধভাবে) মহারাজ! আপনার ভুদেবকে ল'য়েই এ সমস্ত যুক্তি এবং আয়োজন করুন, এরূপ ক'রে ব্যতিব্যস্ত কর্‌লে আমি পেরে উঠবো না, এমনতর পেটুক ব্রাহ্মণ তো আমি ত্রিসংসারেও দেখি নাই।

ভুদেব। আজ্ঞে তাই তো বটে, আমিও তো ঐ কথাই বল্‌ছি, আপনি পরের পর বেশ ক'রে:ব'লে জান্ তো, (যযাতির প্রতি) মহারাজ কি একটু স্থির হ'য়ে শুন্‌তে পাচ্ছেন না।

যযাতি। শেষটা উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাতে আরম্ভ কর্‌লে বুঝি, (সতানন্দের প্রতি) গুরুদেব! সখার কথায় কর্ণপাত মাত্রও না ক'রে, কৃপা ক'রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করুন।

সতানন্দ। শুনুন, সপ্তম বর্ষের অধিক এবং ত্রয়োদশ বর্ষের অনধিক বয়ঃপ্রাপ্ত একটি ব্রাহ্মণ-বালক চাই, শিশুটি বৈষ্ণবচূড়ামণি বিষ্ণুভক্ত এবং সুশীল সুধীর সুমতি সুলক্ষণযুক্ত হবে। ঐরূপ একটি ব্রাহ্মণ শিশু হাস্যমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে আপন ইচ্ছায় আহুতির জন্য যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হবে। মহারাজ! ঐরূপ একটি ব্রাহ্মণকুমারকে আনয়ন করুন, তা হ'লেই স্বচ্ছলরূপে এই যজ্ঞটি সুসম্পন্ন ক'রে পতিত মহারাজ নহুষকে বিমুক্ত এবং আপনাকে পবিত্র ও আনন্দিত ক'রে আমি কৃতকার্য্য হই।

যযাতি। (স্বগতঃ) উঃ—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কি অসঙ্গত যুক্তি—কি মর্ম্মান্তিক কল্পনা! ব্রহ্মহত্যা,—যযাতি কর্ত্তৃক ব্রহ্ম-হত্যা? যে বাক্য শ্রবণ কর্‌লে শ্রবণ পথে অঙ্গুলী প্রদান কর্‌তে হয়, যে বাক্য শ্রবণ কর্‌লে হৃদ্‌কম্পিত হয়, যে কার্য্যের আলোচনায়

স্থান পরিত্যাগ কর্‌তে হয়, যে কার্য্যের উল্লেখে শরীর লোমাঞ্চ হয়, সেই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হ'তে আজ গুরুর আদেশ হ'লো ? সেই কার্য্য সমাধার জন্য চণ্ডাল যযাতি আজ সম্মত হ'লো ? কি সর্ব্বনাশ ! কি হ'লো—(কম্পন) সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, এ কি আবার দৃষ্টিহীন, অন্ধকার, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, জগৎ অন্ধকার, শ্মশানময়,—যযাতির পাপ-রাজ্য আজ শ্মশানময়, (ঊর্দ্ধমুখে) হরি ! দীনবন্ধু ! দয়াময় ! দুর্ভাগ্য যযাতির প্রতি এরূপ নিদয় কেন ? যদুপতি ! সম্প্রতি যযাতিবংশ ধ্বংস উদ্দেশ্যেই কি স্বর্গীয় পিতাকে শাপগ্রস্তে পতিত ক'রে আবার গুরু সতানন্দকে নরমেধ যজ্ঞের মন্ত্রণা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, ইচ্ছাময় ! এই তুচ্ছ রাজ্যনাশ এবং বংশনাশের জন্য যযাতি বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা করে না, কিন্তু হরি ! ব্রহ্মহত্যা আশঙ্কা হ'তে আমায় পরিত্রাণ ক'রে বিনা যজ্ঞে পিতাকে আমার ব্রহ্মশাপ হ'তে পরিত্রাণ করুন। দয়ানিধি ! দয়া কি হবে না, ভক্তবৎসল ! ভক্ত ব'লে পিতা সম্বোধনে যদি নন্দঘোষের বাধা বহন ক'রে থাকেন, তবে আমার নরমেধ যজ্ঞেও আপনাকে বাধা দিতে হবে, আর পিতাকেও মুক্তি প্রদান কর্‌তে হবে। নীরদকায় ! উপায় কি আমার হবে না ? (প্রকাশ্যে সযাতির প্রতি) ভাই সযাতি ! এ কার্য্য কেমন ক'রে সমাধা কর্‌বো, কেমন ক'রে পিতার উদ্ধার সাধন কর্‌বো ?

গীত।

হায়, কেমনে করিব আমি যজ্ঞ আরম্ভন।
কেমনে সাধিব বল অসাধ্য সাধন।
বল রে বল সুযুক্তি, পিতারে করিতে মুক্তি,
কেমনে ব্রাহ্মণসুতে করিব নিধন॥



(সতানন্দের প্রতি) গুরুদেব! এরূপ অসাধ্য কার্য্য কেমন ক'রে সমাধা হবে, কোন্ রাজ্যে কোন্ সংসারে মনুষ্যমাত্রে এরূপ নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর হবে? জনক জননী হ'য়ে যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপের জন্য আপনার সন্তানকে কে পরিত্যাগ কর্‌বে?

সতানন্দ। কি আশ্চর্য্য মহারাজ! তোমার যে এ সমস্ত সৃষ্টি-ছাড়া কথা বার্ত্তা দেখ্‌তে পাচ্ছি, চেষ্টার অসাধ্য কি কোন কার্য্য আছে? চেষ্টার দ্বারায় কি না হ'তে পারে? আর অর্থের দ্বারাতেই বা কি না হ'তে পারে? আপনার যখন অর্থের অভাব নাই, তখন কিছুরই অভাব নাই, তবে এখন তোমার মনের অভাবটি না হ'লেই হয়, অন্যমনা না হ'য়ে, এক নিষ্ঠায় চেষ্টা কর্‌লেই বিনা ক্লেশে সুচারুরূপে যজ্ঞ সম্পুর্ণ হবে, প্রচুররূপ অর্থের সহিত আপনার অধীনস্থ যোগ্যবান ব্যক্তিগণকে চতুঃসীমায় প্রেরণ কর্‌লেই, অনায়াসে কুমারকে প্রাপ্ত হবে।

যযাতি। ভাই সযাতি! তবে তোমার বিবেচনামতে যা সংযুক্তি হয়, তাই কর ভাই! রাজপুরীর মধ্যে সর্ব্বদর্শী সংবোদ্ধা সুবিজ্ঞ দেখে, মণিমাণিক্য হীরক এবং স্বর্ণমুদ্রা আদি ক'রে অপরিসীম অর্থের দ্বারায় রথারোহণে ব্রাহ্মণ-বালকের অন্বেষণের জন্য প্রেরণ কর।

সযাতি। রাজন্! এ বিষয়ে আমি অনুমান করি, প্রধান অমাত্য আপনার ব্যোপদেব শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রেরণ কর্‌লেই এ কার্য্য সুসাধিত হ'তে পার্‌বে।

যযাতি। এই! এ তোমার অতি প্রসিদ্ধ কল্পনাই বটে, ব্যোপদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা অবশ্যই এ কার্য্য সাধন হবে তার আর কোন মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু ভাই! তাঁর সমভিব্যাহারে আর আর কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে পাঠান হবে, তার একটি স্থির কর।






ভূদেব। (উভয়ের প্রতি) মহাশয়দ্বয়! দেখুন, আপনারা না কি হ'চ্ছেন উচুদরের লোক, সেই কারণেই যা মন্তব্য করেন তাই প্রসিদ্ধ হয়, কিন্তু এই গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের কথাতেই আবার শেষ দাঁড়ায়, প্রধান মন্ত্রীকেই পাঠান আর হীরা মাণিক্যই পাঠান, এই শর্ম্মার গমন না হ'লে কোন কার্য্যই হবে না।

যযাতি। এ তো অতি সৌভাগ্যের বিষয়, দিগ্‌গজ মহাশয়! আপনি যদি কৃপা ক'রে শুভাগমন করেন, তবে তা হ'তে আর আনন্দ কি আছে?

ভূদেব। ছোট মহারাজ! কেবল উচুদরের লোক পাঠালে আর উচুদরের অর্থ পাঠালে যদি একটা ছেলে পাওয়া যেতো, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না, স্পষ্ট বলি, রাগ করুন্ আর যাই করুন, মোটা নজর মোটা বুদ্ধিতে সব সময় সব কাজ পাওয়া যায় না। একটুখানি সরু মৎলব সরু বুদ্ধি না খরচ কর্‌লে এ কাজটিতে হাত লাগ্‌বে না।

যযাতি। সখে! রাজপারিষদ মধ্যে মান্যে গণ্যে সমাদরে তোমা হ'তে আর কি কেউ আছে, না তোমা হ'তে বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তি আর দুটি আছে, সকলের হ'তে তুমি যে একটি অদ্বিতীয় পুরুষ ব'লে পরিগণিত, তার কি আবার পরিচয় দিতে হবে, তবে সখা! এখন কিছু সূক্ষ্ম বুদ্ধি খরচ ক'রে এই কার্য্যটি কর দেখি।

ভূদেব। হা—হা—হা—(হাস্য করণ) হাসিও পায়, দুঃখও ধরে, মোটা মাইনের মোটা মন্ত্রী হ'লেই যে সকল কর্ম্মে পারদর্শী হবেন তার কোন কারণ নাই। (স্বগতঃ) মন্ত্রীর কথা এখন দূরে থাক, রাজবুদ্ধি খরচ ক'রেই কই এই কাজটি নির্ব্বাহ করুন দেখি, তবে বলি রাজবুদ্ধি বটে, তাও তো দেয়ের কাছে আর কোক ছাপা নাই, শর্ম্মা যদি এখান থেকে চম্পট দেন, তা হ'লে রাজ-







বুদ্ধিও গড়িয়ে পড়ে, আর রাজ্যের দফাও অক্কা পায়, তবে না কি আপনারা সহোদরের অধিক স্নেহ করেন ব'লেই অত্যন্ত মায়া মমতাটা হ'য়ে পড়েছে, সেই কারণেই আর কোথাও ছেড়ে ছুড়ে যেতে পারি না, যেমন ভক্তাধীন ভগবান বৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগ ক'রে ভক্তিগুণে বলিরাজার দ্বারে দ্বারীরূপে বন্দী হ'য়ে আছেন, মহারাজ যযাতির ভক্তি ও যত্নে আমিও তদ্রূপপ্রায় হ'য়ে আছি। (প্রকাশ্যে যযাতির প্রতি) মহারাজ। এ বিষয়ে আর সরু বুদ্ধি মোটা বুদ্ধিই বা কি আছে ? তবে এটা না কি ছেলে ভুলানো কাজ, অতএব এ বিষয়ের যা প্রয়োজন, তা আর কে না বুঝ্‌তে পারে ?

যযাতি। দিগ্‌গজ মহাশয়! এ বিষয়ের জন্য যা আয়োজন কর্‌তে হয়, যা আবশ্যক হয়, তা আপনার আদেশমাত্রেই সংগ্রহ হবে।

ভুদেব। যতই কর, আর যতই বল, ভাই তুমি এখনও বালক, আর মহারাজের তো বুদ্ধি শুদ্ধি যেমন এক রকমই হ'য়ে পড়েছে, তা যাই হোক্ এই বলি শোন, (স্বগতঃ) উদরটার আগে যোগাড় ক'রে নেওয়া যাক্, তার পর যা হয় তাই হবে, (প্রকাশ্যে) অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় কর্‌লেই ব্রাহ্মণ শিশু প্রাপ্ত হবে, তুমি তো এইটিই স্থির করেছ, কিন্তু সেটি তোমার যুক্তি হয় নাই ভাই! আমার কথা শোন, অধিক অর্থের আবশ্যক রাখে না, অধিক অর্থের পরিবর্ত্তে অধিকরূপে মোন্দার আয়োজন ক'রে দিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সে থাক, তারপর ভুদেব দিগ্‌গজ কত গণ্ডা ছেলে জড় ক'রে দেয় তা দেখে নিও।

যযাতি। আপনি যেরূপ মন্ত্রণা কর্‌ছেন, আমাদের ওরূপ তো উদ্দেশ্য নয় এবং মহাত্মা সতানন্দেরও ওরূপ যুক্তি প্রদান নয়,







গুরুদেবের ব্যবস্থা আপনার তো শ্রবণগোচর আছে, বালকেব পিতা মাতাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের দ্বারায় পরিতুষ্ট কর্‌লে পব, আনন্দমনে আপনার সন্তানকে প্রদান কর্‌লে তবে সেই সন্তানের দ্বাবায় কার্য্য সফল হবে, কিন্তু আপনাব অভিমতে যেন বিপরীত মনে হ'চ্চে, আপনাব মন্তব্য মিস্টান্নের লোভ প্রদর্শনপূর্ব্বক একটি শিশুকে আনয়ন কবেন, কিন্তু দিগ্‌গজ মহাশয়! বঞ্চনা স্থলে শুভকার্য্যে বিঘ্ন হবারই সম্ভাবনা।

ভুদেব। (স্বগতঃ) না, লাগ্‌লো না, দাঁওটা ফস্‌কে গেল, আমিও জানি ও হবে না, বামুনের কপালে ওসব ঘ'টে উঠে না তা জানি, সুখভোগ সুমিষ্ট নয়নরঞ্জন বসকরা কি সকলেব অদৃষ্টে ভোগ হয় ? যারা না কি নগনচাঁদা মোণ্ডা কপালে পুরুষ, তাদের কপালেই ফলে থাকে, এ সব অভাগা কপালে ও ঘটে না, মনে করেছিলাম এই সময় ভোগা দিয়ে যদি কিছু যোগাড় কর্‌তে পারি, তা হ'লে পরে উদরটাকে দিন কতকের জন্যও পবিতোষ ক'রে নেব, কিন্তু তা দেখছি ঘটে উঠলো না, আর ঘট্‌বেই বা কেমন ক'রে, দুশমন সতানন্দ বেটা থাক্‌তে এখানে কল্কেটি পাবারও প্রত্যাশা নাই। (প্রকাশ্যে সযাতির প্রতি) ভায়াটি আমার নিতান্তই বালকেব ন্যায় বুদ্ধি শুদ্ধি। বিবেচনা কব, অর্থের পরি-বর্ত্তে মোণ্ডা দিয়ে যদি ছেলে আনা হয়, তা হ'লে কি সেটা কুবুদ্ধি দেওয়া হ'লো, কেন মোণ্ডাতে কি অর্থ লাগে না, উটি যে একটি অমূল্য ধন, প্রাণ জুড়ান হৃদয় রঞ্জন তাও বুঝি জান না ? যা না হ'লে জীবের জীবন থাকে না, অন্ন! তা উটি হ'চ্ছে না কি অন্নের বড় দাদা মিষ্টান্ন, ঐ মিষ্টান্ন দেখলে কেবল যে ছেলেতেই ভুলে থাকে, তা মনে ক'রো না, ওতে ক'রে ছেলে ভুলে, ছেলের দাদা ভুলে, ছেলের বাবা ভুলে, ছেলের চৌদ্দ-পুরুষও ভুলে থাকে।






গীত।

জগতের মন হরণ করেন মনোহরা।
রসভরা রসকরা, অরসিকার রস বৃদ্ধি হয় সু-চেহারা॥
আহা কি সুভোগাভোগ, মোহনভোগ আর সীতাভোগ;
খাজা গজা ঝুরিভাজায় শান্ত করে রোগ,—
মতিচূর মোণ্ডা, প্রাণ করে ঠাণ্ডা,
চাঁদসাই আর চন্দ্রপুলি, ছানাভাজা ধন্য বলি,
নিখুঁত অমৃতি, রসগোল্লা প্রভৃতি,
মজাদারী হয় ছানাবড়া॥

সতানন্দ। (ভূদেবের প্রতি) বলি ওহে দিগ্‌গজ মহাশয়! মিষ্টান্নাদির আয়োজন কেবল বালক ভুলাবার জন্যই হ'চ্ছে, না আর কোন কারণ আছে?

ভূদেব। আবার অন্য কারণ কি, আপনি কি আমাকে পেটুক বিবেচনা করেছেন না কি?

যযাতি। সখে! বিনা কারণে সময় নষ্ট কর্‌বার আর প্রয়োজন কি? আবশ্যক মত দ্রব্যাদির আয়োজন ক'রে অমাত্য ব্যোপদেব শাস্ত্রীর সহিত রথারোহণে সুযাত্রায় প্রবৃত্ত হও।

ভূদেব। (স্বগতঃ) এই তো বাবা কাজের কথা, প্রাণের বন্ধু না হ'লে কি প্রাণে স্ফূর্ত্তি হয়? (প্রকাশ্যে) তাই তো ভাল কথা, মহারাজ! শুভস্য শীঘ্রং, শুভকার্য্যে আর বিলম্ব কেন, একবার সভাস্থলে মন্ত্রীর নিকট গমন করা যাক্, চলুন।

যযাতি। (সতানন্দের প্রতি) গুরুদেব! মুনি, ঋষি আদি ক'রে তপলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোকবাসী মহাত্মাদিগের নিমন্ত্রণের জন্য আপনাকে কিঞ্চিৎ কৃপাদান করতে হবে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য নিমন্ত্রণ জন্য অন্য ব্রাহ্মণের দ্বারায় সমাধিত হবে।

 

সন্তানন্দ। মহারাজ! তজ্জন্য আপনার কোনরূপ চিন্তা নাই, ও সমস্ত কার্য্য আমার শিষ্যদিগের দ্বারায় সুসম্পন্ন কর্‌বো, তবে এক্ষণে আমি গমন করি।

সকলে। প্রণাম।

[সতানন্দের প্রস্থান।

যযাতি। ভাই সযাতি! তবে আমরা সকলেই একবার সভা-মধ্যে গমন করি চল।

সজাতি। আজ্ঞে, সবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণের বাটী।

শঙ্কর ও বিমলা।

বিমলা। বলি হ্যাঁগা! এম্নি ক'রে ক্রমাগতই ঘরে ব'সে থাক্‌লে সংসার চলে কেমন ক'রে, কথা ক'চ্ছ না যে? শুন্‌তে পাও নি, কাণে কালা হয়েছ কি?

শঙ্কর। কাজে কাজেই কালা হ'তে হ'লো, তোমার যে রকম আঁটুনি, আর যে রকম দাপোট, তাতে কাণ-খড়কেকেও কালা হ'তে হয়, মুখরাকেও বোবা হ'তে হয়, আর চক্ষুওলাকেও কাণা হ'তে হয়, তা আমি যদি কেবল কালা হ'য়েই পার পাই, তা হ'লে শুভগ্রহের বিষয়, কোন দিন আবার ঠেঙা মেরে খোঁড়া ক'রে না ফেল তাই ভাব্‌চি?

বিমলা। তা তো হবেই, উচিত কথা ব'ল্লেই:বন্ধু বিগড়ায়, তা তো জানাই আছে, আমি যদি মনুষ্যকে কাণা কর্‌তে পারি, বোবা কর্‌তে পারি, ঠেঙা মেরে খোঁড়া কর্‌তে পারি, তবে আমি ডাকিনী বিদ্যা জানি, মোহিনী বিদ্যা জানি, ঠেঙাড়ে বিদ্যা জানি, কথাটি ব'ল্লেই যদি এত দোষ দাঁড়ায় তবে আর কথায় কাজ নাই, একটি কথা ব'লেই যখন প্যাঁচাল প্যাঁচাল তেরটি কথা শুন্‌তে হ'লো, তখন বলাই ঝক্‌মারি হয়েছে, ছেয়ের সংসার থাক্‌লো কি উচ্ছন্নই গেল, তা আমার কি ?

শঙ্কর। ও আবার কি, রাগ ক'ল্লে না কি ? আমি কি অন্যায় কথাটা বল্লুম যে তুমি রাগ কর্‌লে, আর যা বলেছি তা তোমাকে বলি নাই, রহস্যভাবে বলা যে স্ত্রীলোক মাত্রেরই ঐরূপ চরিত্র, তাই ছাই ভস্ম আপনার স্ত্রীর সহিত দুটো হাসি তামাসা কর্‌তে যদি রাগারাগী হ'য়ে উঠে, তবে কেউ কি আপনার মাসী পিসীর সঙ্গে নকল কর্‌তে যায় না কি, না মুখটি সেলাই ক'রে থাক্‌তে বল, একটু হাসি তামাসাও বোঝ না ?

বিমলা। আ মরি মরি, কি আমার রসিক গা ? রস তো এক-বারে টস্ টস্ ক'রে গড়িয়ে যাচ্ছে, রসিকের শিরোমণি হয়েছ না কি, তবুও ভাল, এম্নি রসিকের রস মাখান কথা যে শোন্‌বামাত্রেই গায়ে যেমন আগুন ছড়িয়ে দেয়, একেই বলে বুঝি তোমার রসিকতা, গা জ্বালানো ঠেঙা মারা কথাকেই বুঝি বলে তোমার রসিকতা, যার মতিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে তার আবার রসিকতা আছে ? যার ভাল কথায় মন্দ দাঁড়ায় তার আবার রসিকতা, অ্যাঁ! কি ঝক্‌মারি কথা গা, হাসিও পায় দুঃখও ধরে, আমি কোথা ভালমুখে মিষ্টি ক'রে সংসার চলাচলের কথা বুঝিয়ে বল্‌তে গেলাম, না আমাকে যেমন অম্নি ছতিনতি করে ফেল্লে, যা মনে হ'লো তাই

ব'লে ফেল্লে, এখন আবার গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছেন, উনি আবার বল্লেন আমি রসিকতা করেছি। আ তোর রসিকতাতে আগুন লাগিয়ে দি, এমন সংসারে আগুন লাগিয়ে দি।

শঙ্কর। আরে তুমি তো বড় বাড়াবাড়ি কর্তে আরম্ভ কর্লে দেখতে পাই। ঐ যে কথায় বলে, পথেও হাগে চোখও রাঙায়, তোমার যে দেখি তাই হ'য়ে উঠলো, একেবারে যে যা মনে হ'চ্ছে, তাই ব'লে ফেল্‌ছো, মুখের আর একটুখানি ধরাট: নাই বুঝি, এক-বার তো ব'লে ফেল্লে কালা হয়েছ শুন্‌তে পাও নি, সংসার চলে কিসে, কেন সংসারটা তুমিই চালিয়ে দিচ্ছ না কি? না কারই ধেরো পেরো হ'য়ে পড়েছি, কি হয়েছে তাই বল দেখি?

বিমলা। না ধেরো হবে কেন, কারুর তো ধার না?

শঙ্কর। কার ধারি, কৈ কেউ একটি পয়সা পাবে বলে বলুক দেখি?

(নেপথ্যে) ঠাকুর মশাই! বাড়ীতে আছেন গা?

শঙ্কর। (সচকিতে মৃদুস্বরে) কে ডাকে?

বিমলা। এই যে এত জোরের কথা হ'চ্ছিল কারুর ধারি না, এখন আবার এত চুপে চুপে কথা কেন?

শঙ্কর। আঃ স্থির হও না, একটু আস্তে কথা কও না, বলি ও লোকটা কে?

বিমলা। কেন আবার আস্তে কথা কেন, কারুর যে ধার না, চালওলা ডাক্‌ছে যে, উত্তর দেও না কেন?

শঙ্কর। (ব্যস্তে) কর কি? তামাসার সময় তামাসা ভাল ভাল দেখায়, মাইরি ব্রাহ্মণি! যেন কথা ক'য়ো না, আমি ঘরে লুকোই গিয়ে। (গৃহমধ্যে প্রবেশ)

(নেপথ্যে) কই গো উত্তর দিচ্ছ না যে, এই তো এতক্ষণ বেশ




কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পাচ্ছিলুম. (উচ্চরবে) ও ঠাকুর মশায়! রকম-খানা কি, বলি দোরটাই খোল না গো।

শঙ্কর। (গৃহাভ্যন্তর হইতে মৃদুস্বরে ব্রাহ্মণীর প্রতি) খবরদার আমার মাথা খাও. দোর টোর খুলো না।

(নেপথ্যে) আচ্ছা, ক'দিন ধ'রে এই রকম লুকোচুরি খেল দেখা যাক্, রাস্তা ঘাটেও কি দেখা পাব না, আজ তো চল্লুম।

[প্রস্থান।

শঙ্কর। (গৃহাভ্যন্তরে মৃদুস্বরে ব্রাহ্মণীর প্রতি) গেছে?

বিমলা। গেছে বটে, কিন্তু তুমি কারুব ধার না বটে।

শঙ্কর। (গৃহ হইতে বাহিব হইয়া উচ্চরবে) ঐ যা মাত্র কিছু ধারা যায়, আব কারো কিছু ধারি বল্‌তে পার, না কোন বেটা কিছু বল্‌তে পারে?

শশীভূষণের প্রবেশ।

শশী। (শঙ্কর প্রতি) বাবা! গুরুমশায়ের মাইনে দেবে কি না দেবে তাই বল দেখি, কাল সকালে যদি মাইনে দিতে হয় তো দিও, নইলে আর পাঠশালে যাওয়া হবে না, আজ মাইনের জন্য গুরুমশাই যে সব কথা বলেছে, সে কথা মুখে আন্‌তে নাই। ভালই বল আর মন্দই বল, পাঠশালে আর যাব না, আর সে রকম মুখ-ঝামটাও খেতে পার্‌ব না।

শঙ্কর। কি বলেছে বাবা! মুখঝামটা দিয়ে কি রকম শক্ত কথা বলেছে? মাইনে পাবে মাইনেই নেবে, তা বই সে বেটার শক্ত কথা বল্‌বার একতার কি আছে?

শশী। দেখ বাবা! গুরুমশায় মুখখানা একরকম বিকৃতি ক'রে আমাকে ব'ল্লে, হ্যাঁর্‌্যা শশে! আজ কত দিন ধ'রে তোকে যে




মাইনের জন্যে বলা যাচ্ছে, তা তোর গ্রাহ্য হ'চ্ছে না কেন বল্ দেখি? যদি মাইনে আনতেই না পারবি, তবে মিছামিছি আর পাঠশালে আসিস্ কেন, আর তোর পাঠশালায় আস্‌বারই বা প্রয়োজন কি? যার বাপের নাম বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য, তার ছেলের আবার বিদ্যাভূষণ হবার দরকার কি, তোর বাপের পেটে তো ডুবুরি নামিয়ে দিলেও বর্ণের চিহ্ন মাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবে তোর আবার বিদ্যা শিক্ষা কেন? শঙ্কর ঠাকুর যাকে তাকে ফাঁকি দেয় ব'লে বুঝি আমাকেও ফাঁকি দেবে মনে ভেবেছে, তা হবে না বাবা! কালকে পত্রপাঠ ক'ড়ায় গণ্ডায় মাইনেটি দেবে, তবে লিখ্‌তে বসবে, নইলে কিন্তু দূরীভব, এই বুঝে সুঝে কাজ কর। দেখ বাবা! আমার সঙ্গীগণের কাছে গুরুমশায় ঐ রকম ক'রে বল্‌তে লাগলো, তখন আমার মাথাটি যেন হেঁট হতে লাগলো, মুখ যেন শুকিয়ে গেল, কান্না এলো, চক্ষে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগলো, (ক্রন্দন) আর আমি পাঠশালে যাব না বাবা!

বিমলা। (শঙ্করের প্রতি) বলি কেমন, আর কারোই কিছু ধারনা না কি? আর কারও তিরস্কার সহ্য কর না, কারও লাঞ্ছনা গঞ্জনাও শোন না, গুরুমশায় যে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য বলেছে, সকল লোককে ফাঁকি দেয় বলেছে, জোচ্চোর বাটপাড়ের অধিক ক'রেও যে কটু কথাগুলো বলেছে, তাতে সে সুখ্যাতিই হয়েছে, কোনরূপ অখ্যাতি হয় নাই কেমন? সুযশ কুযশ সুখ্যাতি অখ্যাতি যেন সকলই সমান, কিন্তু পাঁচটি ছেলের কাছে আমার ছেলেটির যে মাথা হেঁট হয়েছে, বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে, কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ লাল হ'য়ে গেছে, তাতে তোমার কোনই দুঃখ তাপ নাই, (অঞ্চল দ্বারা শশীভূষণের চক্ষু মুছাওন) এস বাপ আমার এস, বাছা আমার কেঁদে কেঁদে চোখ দুটিকে যেন জবার কুঁড়ি করেছে,

আর আমার পাঠশালে যেতে হবে না, লেখা পড়াও শিখতে হবে না, শেষে যা কপালে আছে তাই তখন হবে। বামুনের ঘরের ছেলে পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচ মুটো মেগে খেলেও কিছু অপযশ নাই, আমার যখন ঘর মন্দ, তখন পরকে দোষ দেব কি ?

শশী। (বিমলার প্রতি) না মা, আমি তা পার্ব্বো না, লেখা পড়া না শিখে চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাক্‌তে আমি পার্ব্বো না, বিদ্যা শিক্ষা না হ'লে সকলে মূর্খ বল্‌বে। আমি শুনেছি মূর্খ হ'লে কিছুই বুদ্ধিশক্তি থাকে না, দেখলে সকলে ঘৃণা করে, মূর্খ হ'লে ভাল ভাল লোকের কাছে যেতে পারে না, আর বস্‌তেও পারে না। বিদ্যা বুদ্ধি না থাক্‌লে অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম হয়, অর্থ অভাবে লোকে চোর হয়, জোচ্চোর হয়, বুদ্ধির ভ্রম হয়, ঋণগ্রস্ত হয় এবং অন্নাভাবে অশেষ কষ্টের ভাগী হয়, বিদ্যাহীন হ'লে ধর্ম্মে মতি থাকে না, গুরুজনের প্রতি ভক্তি থাকে না, পিতা মাতার প্রতি স্নেহ শ্রদ্ধা না ক'রে অন্ন বস্ত্রের জন্য নানা রকমে কষ্ট দিয়ে থাকে, আরও শুনেছি, পিতা মাতা হ'য়ে আপনার ছেলেকে লেখা পড়া না শিখালে, সন্তানের নিকট সেই পিতা মাতা শত্রু হ'তেও অধিক দুর্জ্জন হয়, হ্যাঁ মা। তবে তুমি আমার মা হ'য়ে লেখা পড়া শিখতে বারণ ক'চ্ছো কেন ? বাবা! তবে আমার পাঠশালে যাওয়া হবে না, লেখা পড়াও কি আর হবে না ?

শঙ্কর। এমন ছেলেও তো আর দেখিনি, লেখা পড়া হবে না কেন ? কাল তোমার গুরুমশায় বেটার নাকের উপর দেনা পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সে যেমন একটি কথা বলেছে, আমি তেম্নি সাতটি কথা শুনিয়ে দিয়ে অন্য গুরুমশায়ের কাছে তোমাকে ভর্ত্তি ক'রে দেব, আর তাও যদি না হয়, তবে আপনার বাড়ীতে ব'সেই লিখবে।

শশী। কে লেখাবে।

শঙ্কর। কেন আমি লেখাব ?

শশী। (বিমলার প্রতি হাস্যমুখে) মা, ও মা! বাবার কথা শুনছ, আমি যেই বাবাকে বল্লুম কে শিখিয়ে দেবে, অম্নি বল্লেন আমি শিখিয়ে দেব, বাবা বেশ হাসাতে পারে। হঁ্যা বাবা! তুমি এত মিথ্যা কথা বল কেন বল দেখি ? না বাপ বেটাতেও নকল চলে ?

শঙ্কর। কেন বাবা! এর ভিতর তুমি মিথ্যা কথাটা আবার কেমন ক'রে দেখলে, আর নকলটাই বা কেমন ক'রে হ'লো ?

শশী। না আমার বুঝি মনে নাই, আমি তো আর কিছু ভুলে যাই নি, আমার সব কথা মনে থাকে।

শঙ্কর। (সবিস্ময়ে) কি কথা মনে থাকে ?

শশী। সেই যে সেই—তোমার মনে আছে ?

শঙ্কর। সেই যে সেই, এই যে এই কর্‌লে বোঝা যায় না বাবু, ভেঙে স্পষ্ট ক'রে বল না।

শশী। ওগো, আমি সেই অনেক দিন হ'লো, একদিন সিদ্ধির দাগাখানি কোথায় হারিয়ে ফেলেছিলাম, তার জন্য তোমাকে ব'লেছিলাম, বাবা! সিদ্ধির দাগাখানি ক'রে দাও তো। তুমি অম্নি সিদ্ধির দাগা হারান শুনেই বুদ্ধিহারা হ'য়ে আমাকে ব'ল্লে, সিদ্ধির দাগা নয় রে ক্ষেপা ছেলে, সিদ্ধি কিনে এনে খেতে হয়, তাই সেই সিদ্ধির দাগার কথায় আর আজকে গুরুমশায়ের কথায় মিলে যেতেই তো বুঝতে পার্‌ছি যে, বাবা আমার সরস্বতীর ত্যজ্যপুত্র, তা হ'য়েও আবার ভাঁড়ামে ক'রে বল্‌ছো আমি পড়া ব'লে দেব, আচ্ছা কই একটা বানান শিখাও দেখি ? সদ্ধোম্বল কেমন ক'রে হবে।

শঙ্কর। হা—হা—হা—(হাস্য) ছেলেটি যেমন আমাকে একেবারেই মূর্খ ভেবেছে, (শশীর প্রতি) আরে ক্ষেপা ছেলে, কোন বিষয়ে মনে একটুখানি সন্ধ উপস্থিত হ'লেই তাকেই বলে সন্ধোস্থল।

শশী। (হাস্যপূর্ব্বক) আমি ক্ষেপা ছেলে হলুম, না? বাবা! এ তো আর সিদ্ধি কিনে খাওয়া নয়, তখন যেন একরকম ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলে, এখন তো আর তাতে ভুল্‌বো না।

শঙ্কর। আবার ভুলোনা হ'লো কি ক'রে?

শশী। ভুলোনা নয় তো আবার কি বল্‌তে হয়, আমি তোমাকে বর্ণযোগ জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তুমি নিয়ে এলে অর্থ, কোথায় তাঁতিঘর, না কোথায় তারকেশ্বর, তাই তোমার হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম কোন্ কোন্ বর্ণেতে ক'রে সন্ধোস্থল লেখা যায়, কেমন এবার বুঝ্‌তে পেরেছ?

শঙ্কর। (স্বগতঃ) এবার বুঝ্‌তে নাও যদি পারি, ফিরেবারে পার্‌লেও ভাল, যার নাম পুনর্জ্জন্ম, মরে পাল্‌টে আসা। বর্ণ টর্ণের কথা তো বাপের জন্মেও জানি শুনি নাই, আর বল্লেও বুঝি নাই, বর্ণের কথা শুনেই আমার বর্ণখানা যেন বিবর্ণ হ'য়ে এলো। যাই হোক্ আমার কি দুরাদৃষ্ট, বালককালে কুসঙ্গীদের সঙ্গ ল'য়ে বিদ্যালয়কে যমালয় ব'লে জ্ঞান ক'রে আজ বিদ্যাভাবে বুদ্ধিহীন, অর্থহীন, অর্থাভাবে সকলের কাছে লম্পট, বাটপাড়, ঋণচোর নামে পরিগণিত হ'চ্ছি, আর সংসারীমাত্রের সকল কষ্টের শান্তিকারিণী শরীরতোষিণী একমাত্র ভার্য্যা, তা আমার সেই ভার্য্যার নিকট শান্তিলাভ দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণীটির কাছে কেবল কলহ কিচ্‌কিচিতে আর মুখঝাম্‌টা খেতে খেতেই আমার জন্মটা গেল, তা কেবল বিদ্যাহীন হ'য়েই এই সকল কষ্টভোগ কর্‌তে হ'চ্ছে বই তো নয়, (প্রকাশ্যে শশীর প্রতি) বাবা শশীভূষণ! আমার বিদ্যা যত তা'

তো বুঝতেই পেরেছ বাবা, ঈশ্বর ইচ্ছায় তুমি যদিও আমার সুধীর সুবোদ্ধা হয়েছ, কিন্তু তা ব'লে তোমার আমার জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে প্রজ্জ্বলিত করাটা কি ভাল হ'চ্ছে, জগদীশ্বর করুন তুমি আমার ভালরূপ বিদ্যা শিক্ষা ক'রে পাঁচ জনার এক জনা হও, তা হ'লেই এখন যথেষ্ট হ'লো।

বিধুভূষণের প্রবেশ।

বিধু। (বিমলার প্রতি) আমার খিদে পেয়েছে, দেনা মা! শিগ্‌গির ক'রে খেতে দেনা।

বিমলা। আমার খাবার টাবার দেবার এলাকা নাই বাছা, ঐখানে যাও দেবে এখন।

বিধু। বাবা! খিদে পেয়েছে, খাবার দে।

শঙ্কর। ও ব্রাহ্মণি! বলি জ্বালার উপর আবার এই রকম ক'রে জ্বালাতে হয় বুঝি, ন্যাও না, ডেকে ন্যাও না, ছেলেটাকে একবার ম্যানা দাও না।

বিধু। (বস্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক) তুই গিয়ে ম্যানা খা, আমি ম্যানা খাব না, আমাকে মেঠাই দে।

শঙ্কর। ছি—ছি—ছি, কি হতভাগা ছেলে গা, (বিমলার প্রতি) বলি শুন্‌তে পাচ্ছ, ও ব্রাহ্মণি! আরে ছাই ভস্ম একবার না হয় ডেকে নাও না, অকথ্য কথাগুলো সব বল্‌তে শিখেছে দেখেছ? কি দুরাদৃষ্ট! এমন ছেলেও ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মায় গা?

বিমলা। একেবারে যে অস্থির হ'য়ে পড়েছ দেখছি, কেন হয়েছে কি? এমন কি কঠিন কথাটা ব'লে ফেলেছে, যে অম্‌নি অপতিত্ত হ'য়ে গেছ, ছেলে-পুলের ঘরে এত ভট্‌চাজ্জিগিরি কর্‌লে আর সংসারে বাস কর্‌তে পারা যায় না।

শঙ্কর। আরে খেলে যা, কি শুন্‌লে আর কি বুঝ্‌লে তুমি, ছেলে-পুলের ঘরকন্না ব'লে কি তোমার ম্যানা খাব আমি! একেবারেই অম্নি নিয়ম নাস্তি হ'য়ে পড়েছে না কি?

বিমলা। আমি তোমাকে ম্যানা খেতে বলেছি না কি? না ছেলের কথা আবার ধত্তব্বির মধ্যে দেখ। তোমার গা জ্বালানে কথাগুলো আর আমার সহ্য হয় না।

শঙ্কর। ও আবার কেমন কথা হ'লো, তুমি কি আমাকে ঐ কথা বল্‌তে পার না কি? না তোমার মন্তব্যটাও তাই, নইলে আর তোমার গা জ্বালান কথা হ'লো কেন? ছেলের মুখে হোক্, আর বুড়োর মুখেই হোক্, ও কথাগুলো কি কাণে নিতে আছে?

বিমলা। কাণে নেওয়া হাতে নেওয়া আমি বুঝ্‌তে পারিনে, আর ও রকম ঢঙের কথাবার্ত্তাও আমাকে ভাল লাগে না, আর তাই বা না বল্‌বে কেন, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাছা আমার চার বছরে পড়্‌তে যায়, তবে এখনও কি ও ছেলেকে খিদের সময় হ'লেই ম্যানা খেতে বল্‌তে হয়, তাই পাঁচবার বল্‌তে বল্‌তে ছেলেও না হয় একবার বলে ফেলেছে, তাতে আর এত দোষটা হয়েছে কি?

শঙ্কর। (ক্রোধান্বিতে যোড়হস্তে) দেখ ব্রাহ্মণি! আমার ঝক্‌মারি হয়েছে, তোমার কথার প্রত্যুত্তর করাটাই আমার আহাম্মুকি হয়েছে, ক্ষান্ত হও! তোমাকে কে পেরে উঠবে বাবা, আমি আমি যোড়হস্তে বল্‌ছি, তুমি ক্ষান্ত হও। পাঁচবার ছেলেকে ম্যানা খেতে বল্‌তে, একবার আমাকে খেতে বলায় যদি তোমার বিধানে দোষ না থাকে, তবে না হয় ছেলেকে পাঁচবার ম্যানা দিতে দিতে একবার আমাকেও দিও, আর আমার কিছু অপরাধ আছে? দেখ এবার খুসী হয়েছ তো।

বিধু। ও বাবা! দে না মেঠাই দে না।

শঙ্কর। আরে খেলে যা, আমি কি মেঠাই কাপড়ে বেঁধে নিয়ে ব'সে আছি না কি? কাপড় ছেড়ে দে।

বিধু। আমায় মেঠাই না দিলে কাপড় ছাড়বো না।

শঙ্কর। আরে ম'লো যা, কাপড়টাই ছেড়ে দেনা, এ * * ভাগা ছেলেটার জন্যে বিবস্ত্রা হব না কি? (কর্ণদেশে যজ্ঞোপবীত দেওন পুর্ব্বক) ছেড়ে দে—প্রস্রাবপীড়া হয়েছে বাবা, ছেড়ে দে।

বিধু। তুই প্রস্রাবপীড়া খা, আমি মেঠাই খাবো, আমাকে আগে মেঠাই দে।

শঙ্কর। কি বিপদেই পড়েছি গা, প্রস্রাবটা কর্‌তে দিচ্ছে না যে, কাপড়খানা ভিজিয়ে ফেল্‌তে হ'লো না কি, (বিমলার প্রতি) বলি দেখতেও কি পাচ্ছ না, না শুনতেও পাচ্ছ না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রগড় দেখছো বটে? এই রকম ক'রেই মানুষকে মানুষে নাকাল ক'রে থাকে? বলি এখনি কাপড়খানা ভিজিয়ে ফেল্‌বো যে, নাও না কেন একবার ছাই।

বিমলা। (বিধুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিকটে লওন) এস বাবা আমি খেতে দেব এস।

সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। হ্যাঁগা বামুন ঠাকুরপো! বলি আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করেছি না কি, তাই বল দেখি? না দিয়েছি ব'লে তাই চোর হয়েছি, এগুলিন্ কি কালের স্বধর্ম্ম ক'চ্ছো না কি, বামুন ঠাকুরপো! আমাকে ভাই আজ চুকিয়ে দিতে হবে, আর থাকবে না, তাতে ভালই বল আর মন্দই বল।

শঙ্কর। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! মানুষের দুঃসময় হ'লেই কি

এইরূপ ঘটে থাকে, একেবারে বিপদের উপর বিপদ, যাতনার উপর যাতনা, গঞ্জনার উপর গঞ্জনা, কিন্তু এ যা হ'চ্ছে তা আমি বেশ বুঝেছি, এ কেবল সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাঁর ইচ্ছাতেই দর্পীর দর্প চূর্ণ হ'চ্ছে, তাঁর ইচ্ছাতেই ধার্ম্মিকেরা উচ্চপদ প্রাপ্ত, তাঁর ইচ্ছাতেই সাধুর স্বর্গলাভ, তাঁর ইচ্ছাতেই পাপীর নরকভোগ, সেই চক্রপাণির চক্রেতেই বলির পাতাল গমন, আর সেই নৃসিংহরূপধারীর ইচ্ছাতেই হিরণ্যকশিপুর নিধন এবং প্রহ্লাদকে মুক্তি প্রদান তাও জানি। (ঈশ্বর উদ্দেশে) কিন্তু দর্প-হারি! আজ কি এই অজ্ঞান ব্রাহ্মণের দর্পচূর্ণ জন্য বাসনা করেছ, কেন এ দাসের তো কোন দর্প নাই, গর্ব্ব নাই, মাৎশর্য্য নাই, এই দীন দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার অভয় চরণ ভিন্ন আর তো কিছুই জানে না, বিপদভঞ্জন! কৃপা ক'রে এই বিপদ হ'তে আমায় পরিত্রাণ করুন!

গীত।

রাখ হে বিপদ-কাণ্ডারী, শ্রীহরি,
দুঃসময় দয়াময় রাখ এ দীনে আজ রাঙ্গা পায়।
শ্রীমধুসূদন ত্রাণ কর হে পড়েছি দায়॥
প্রহ্লাদে লইয়ে কোলে, অগ্নিকুণ্ডে বাঁচাইলে হে,—
পদ্মপলাশনয়ন, কেন লাঞ্ছনাতে প্রাণ যায়॥

বিপত্তারণ লজ্জা নিবারণ! অজ্ঞান অধম ব্রাহ্মণকে আজ এই লজ্জা হ'তে উদ্ধার করুন। এখন উপায় কি, দেবী সরস্বতী তো এ জন্মের মত আমার উপর বাম হয়েছেন, আবার আজ এই সর-স্বতীটি যেরূপ বাম হ'য়ে এসেছেন, তার এখন উপায় কি? যে রকম মিষ্টি মিষ্টি বল্‌তে আরম্ভ করেছেন, তাতে ক'রে আজ তো

সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড কারখানা না ক'রে ছাড়বেন না দেখতে পাচ্চি, বাবা। গয়লার মেয়ের ছাঁদুনি মুখের কাছে পার পাওয়াটা বড় সহজ কথা নয়, এখন একটুখানি সুর তুলে দিলে এম্নি গাওনা গাইবে যে আমাকে না কাঁদিয়ে আর ছাড়বে না, না সুর তোলা হবে না, ওকে মিষ্টি সুরে আন্‌তে হবে, তাতেও যদি নিস্তার পাই, তা হ'লেও আজ আমার পুনর্জ্জন্ম, (প্রকাশ্যে সরস্বতী প্রতি) গয়লা বউ! গরীব ব্রাহ্মণ ব'লেই কি আজ এই রকম কথাগুলো বল্লে, বা টাকা পয়সাটা তোমার বড় হ'লো, আগে আগে এলে গেলে পর যে বামুন ঠাকুরপোকে চোখে দেখলে কত স্নেহ কর্‌তে, কত ভাল-বাসতে, কত যত্ন কর্‌তে, কত রকমের কত কথা কইতে, যাকে দেখলে নিধি পেতে, আজ কি না কিছু দুধের দামের জন্যে তোমার সেই ঠাকুরপোকে পরের মতন এসে চোখ রাঙিয়ে মুখ বাঁকিয়ে কথা কইলে? গয়লা বউ। একেবারে তুমি এত কঠিন হয়েছ, সে মায়া মমতাগুলো কি একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়েছ, তা তুমিই যেন ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে গয়লা বউ, কিন্তু আমি তো আর তা পার্‌বো না? আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে তা হবে না, আমি জানি তোমারই ঘরকন্না, তোমারই ছেলে-পুলে, তুমি আস্‌বে দেখবে শুন্‌বে, তা না হ'য়ে এমন পরের মতন বাস্‌বে ব'লে আমি স্বপ্নেও জানিনে যে গয়লা বউ?

সরস্বতী। দেখ ভাই! ও সব তেল মাখান কথা তুমি রেখে দাও, অমনতর ভিজে শোলা দেওয়া কথা আমি অনেক জানি, অনেক দেখেছি, টাকার কাছে বন্ধুত্ব চলে না, ভালবাসাও থাকে না, পিরীতও থাকে না। সরস্বতী গয়লানী এত হাবা গবা নয় ভাই! এ কারো মিষ্টি কথায় ভুলে না, আগে টাকাগুলি দিয়ে তার পর ভালবাসাবাসি কর, দয়া কর, মায়া কর, মমতা কর, সকলে আছি,




কিন্তু যতক্ষণ না টাকা পাচ্ছি, ততক্ষণ আমি কারও নই। তা ঠাকুর-পো! এখনও তোমাকে ভাল মুখে বল্‌ছি, আমার টাকাগুলি আজ ভালয় ভালয় মিটিয়ে দাও, নইলে কথায় বলে "কড়ি হাড়ি" তা জান তো, কড়িতেই বন্ধু হয় আর কড়িতেই বন্ধু বিগড়ায়; তা ভাই এখনও বুঝে সুঝে চল।

গীত।

থাক্‌বে না হে সুরীত ব্যাভার, ঘট্‌বে হে কুরীত,—
হবে বিষম বিপরীত।
থাক্‌লে টাকা, হয় না ঠকা, হয় না পরাজিত॥
টাকাতে মনোভ্রান্ত, টাকাতে মনোশান্ত,
মোণ্ডাতে উদর শান্ত, টাকায় শান্ত চিত॥

তা তোমাকে বেশি কথা বল্‌বো কি ঠাকুরপো, এই বয়েসে অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, অনেক জেনেওছি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যা না জানি তা কেউ জানে না, যা না পারি তা কেউ পারে না, তবে ভাই বেশ ক'রে বুঝে আমাকে কি বল্‌বে বল দেখি।

শঙ্কর। (স্বগতঃ) সেরেছে, এইবারেই সেরেছে, গয়লানীই আজ আমাকে সেরেছে, কালসর্পে দংশন করলে যে বলে, ধন্বন্তরীর বাবাও বাঁচাতে পারে না তাই সত্য, বেটিকে এত ক'রে ভালবাসা জানিয়ে মিষ্টি ক'রে কত রকমই ললপতঃ করা গেল, মনে হ'লো বুঝি বা বাগ মানে, তা বাবা ও যে রকম আকামানে কেউটে, ও কি কখন বাগ মেনে থাকে। ও আমার মত কত গুণীনকে গোটা গিল্‌তে পারে, যাই হোক্ এখন কি উপায় কর্ব্বা যায়। (কম্পন) গাটা কাঁপ্‌তে লাগলো যে গা, ও বেটি হ'লো ডাকসাইতে গয়লানী। যিনি দুষ্টা সরস্বতী, তিনিও তো




বেটির কাছে হার্ মেনে যায়, টাকার জন্যে এখন যে কি করি, আর কি যে বলি তা কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না।

বিমলা। (জনান্তিকে) গয়লা দিদি! আমি তোমাকে লুকিয়ে ক'টাকা দিয়েছি তা তোমার মনে আছে তো ?

সরস্বতী। (বিমলার মুখের কাছে যাইয়া) বল কি বামুন বউ! মনে থাক্‌বে না ? তুমি হাতে ক'রে দিয়েছ, আমি হাতে ক'রে নিয়েছি, আর আমার মনে থাক্‌বে না ? আজ কি আমি তোমার কাছে বেইমানি কর্‌বো ?

বিমলা। (প্রকাশ্যে) তবে ভাই আজকের মত ক্ষান্ত হ'য়ে যাও, এবার যে দিন আস্‌বে, সেই দিন আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও, আর কিছু ব'লো-টলো না আজকে।

সরস্বতী। তা বামুন বউ! তুমি যদি দিতে চাও, তা হ'লে আমি এখনই যাচ্ছি, তোমার কথাতে আমার বিশ্বাসও আছে। তবে বামুন বউ, আজকে আসি ভাই, (শঙ্করের প্রতি) বামুন ঠাকুর-পো! তবে আজকে আসি ভাই, এর পর যে দিন আস্‌বো, সেই দিনে কিন্তু দিও ভাই ?

শঙ্কর। তা দেবো বৈকি গয়লা বউ, একটুখানি ব'সো না, এত তাড়াতাড়ি ক'চ্চ কেন ? (স্বগতঃ) দেখ্‌লে বাবা! ব্যথার ব্যথিত না হ'লে কি ব্যথা পায়, না মর্ম্ম জানে। এক সময় দুটো মন্দই বলুক, আর যাই করুক, কিন্তু আঁতের টানটা যাবে কোথা ? বামুনের ঘরের মেয়ে, রীতিমত বোধ-শোধ আছে, পতির প্রতি আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, দেখ্‌লে যে গয়লানী চ'টে উঠেছে, কি বল্‌তে কি ব'লে ফেল্‌বে, একটা মন্দ কথা শুন্‌তে হবে, তাই বুঝে অম্নি চুপে চুপে কি ব'লে গয়লা মাগীকে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছে, বেটি অম্নি এক কথাতেই জল হ'য়ে গেছে। রাগে টাগেই যেন

 




এক সময় একটা ব'লে ফেলে, কিন্তু এমনতর গুণবতী ভার্য্যা আর কারুই হবে না? ওর পায়ের ধূলো মাথায় নিলেও ঋণ পরিশোধ হবে না। (প্রকাশ্যে) ব্রাহ্মণি! তোমার গয়লা দিদিকে বস্‌তে আসন দেও না?

সরস্বতী। না ঠাকুরপো। আমি আসি, রাজবাড়ীতে গিয়ে ভাই আজ অনেক বিলম্ব হ'য়ে গেছে, এতখানি বেলা হ'লো, এখনও অনেক জায়গায় যোগান দিতে বাকি আছে, আজকে তবে আসি বামুন বউ।

বিমলা। কেন গয়লা দিদি! আজ রাজবাড়ীতে অনেক বিলম্ব হ'লো কেন?

সরস্বতী। সে ভাই এখন অনেক কথার কথা, ঐ যে ছাই ভস্ম, কি যজ্ঞি না কি হবে যে বলে তা শুনেছো তো?

বিমলা। তা তো শুনেছি, নরমেধ যজ্ঞ হবে, তার কি হয়েছে?

সরস্বতী। তাই সেই যজ্ঞিতে রাজা আর রাণী যে বলে কি কর্‌তে হয় গা?

শঙ্কর। হ্যাঁ—হ্যাঁ! রাজা রাণী উভয়ে সস্ত্রীক হ'য়ে ব্রতী হ'তে হয়, তার হয়েছে কি?

সরস্বতী। হ্যাঁ--হ্যাঁ! ঐ কথাই বটে? কে জানে ভাই আমাদের মুখে ও সব কথা বেরোয় না, জিভ জড়িয়ে যায়, এক বল্‌তে আর এক ব'লে ফেলি, তাই রাজার দুটি রাণী কি না, তা জান তো।

শঙ্কর। তা জানি, তার পর?

সরস্বতী। তার পর আর কি, দুসতীনে ঘর করায় যা হয় জানই তো, ও বল্‌ছে আমাকে নিয়ে যজ্ঞি করতে হবে, এ




বল্‌ছে আমাকে নিয়ে যজ্ঞি কর্‌তে হবে, ঐ কথা নিয়েই রাজবাড়ীতে আজ ক'দিন থেকে যেমন একটা হুলুস্থূল পড়েছে।

শঙ্কর। ও যে মিছে ঝকড়া, শাস্ত্রমতে দেবযানীকে নিয়েই সস্ত্রীক হওয়া বিধি।

বিমলা। কি আমার টোলের ভট্টাচার্জ্জী গা, একটি নিয়েই বিধি হ'লো, আর একটি বুঝি ফ্যালনা হ'লো?

শঙ্কর। তুমি মেয়েমানুষ হ'য়ে আমার চেয়ে বেশি বোঝ? আচ্ছা বল দেখি, ঐ দুটি রাণীর মধ্যে কোন্‌টির কি নাম, আর কে কে কার কন্যা এবং কি রকমে রাণী হয়েছে?

বিমলা। কোন্‌টির কি নাম বা কোন্‌টি কার মেয়ে তাই যেন জানি না, কিন্তু দুটিই ত' রাণী বটে?

শঙ্কর। আরে পাগল! তা নয়, তবে বলি শোন, যাঁর নাম দেবযানী বল্‌লুম, উনি হলেন শুক্রাচার্য্যের কন্যা, মহারাজ যযাতি তাঁকেই বিবাহ করেন।

বিমলা। তার পর আর যিনি আছেন?

শঙ্কর। তিনি হ'লেন বৃষপর্ব্ব নামক দৈত্যরাজের কন্যা, নাম শর্ম্মিষ্ঠা। কোন কার্য্যবশতঃ বালিকা সময় থেকে মহারাজের নিকট দাসীত্ব কার্য্যে নিযুক্তা থাকায় দৈত্যকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার যৌবন সঞ্চার হ'লে, মহারাজ যযাতি শার্ম্মিষ্ঠার সেবা সুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হ'য়ে "শর্ম্মিষ্ঠে! তুমি পুত্রবতী হও" এই বলে বর দিয়েছিলেন। বর প্রাপ্ত হ'য়ে একদিন শর্ম্মিষ্ঠা যযাতিকে বল্লেন, মহারাজ! আপনি আমাকে পুত্রবতী হও ব'লে যে বর দিলেন, তা আমি কেমন ক'রে পুত্রবতী হব, আমার তো বিবাহ নাই, তবে আপনি আমাকে নিজ কৃপায় বিবাহ ক'রে পুত্রবতী করুন, ঐ কথা শুনে মহারাজ লজ্জিত হ'য়ে দেবযানীর অজ্ঞাতে গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করেছিলেন,

তার পর গর্ভসঞ্চার ইত্যাদিতে ক্রমশঃ দেবযানীর নিকট প্রকাশ হওয়ায়, এখন উভয়েই সমান হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

বিমলা। এখন কোন রাণীর কটি সন্তান?

শঙ্কর। দেবযানীর দুটি আর শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি সন্তান।

বিমলা। এখন আবার দেবযানী হ'তে এককাঠি বাড়া হয়েছেন, হ্যাঁ গয়লা দিদি! তবে এখন কি ঐ রকম বিবাদ নিয়েই বুঝি মহারাজ ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন, তার কিছু মীমাংসা হ'লো না?

সরস্বতী। হ্যাঁ! সত্যানন্দ ঠাকুর এসে এক রকম মিটিয়ে দিয়ে গেছেন, কথা কি জান বামুন বউ। কথাতেই আছে যে, শত কথাতে সতী ভোলে, তা হাজার হোক্ শর্ম্মিষ্ঠা হ'লো মেয়েমানুষ, রাজার উপর ও বড় রাণীর উপর আগুনের মত যেমন রেগে উঠেছিল, তেম্নি সত্যানন্দ ঠাকুরের দু চারটি মিষ্টি কথাতেই একেবারে জল হ'য়ে গেল।

শঙ্কর। তারপর মীমাংসাটা কি রকম হ'লো?

সরস্বতী। যার যেমন মান তার তাই রইলো, বড় রাণী দেবযানীই যজ্ঞি কর্‌বে আর কি হ'লো, আমি আসি ঠাকুরপো।

[সরস্বতীর প্রস্থান।

শঙ্কর। কেমন ব্রাহ্মণি! আমার কথা এখন ঠিক হ'লো?

বিমলা। তা হয়েছে, তবে আজ থেকে তুমিই টোলের ভট্টাচাজ্জি হ'লে আর কি, তবে এখন নাইতে খেতে হবে?

শঙ্কর। সত্যই তো; কথায় কথায় বেলাটা অপরাহ্ন হ'য়ে পড়েছে যে, চল বাড়ীর ভিতর যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কর্ণাটপুর প্রান্তভাগ।

বৃক্ষতলে জনার্দ্দন আসীন।

জনার্দ্দন। উঃ! কি অসহ্য যাতনা, একে দ্বিতীয় প্রহর-কালীন প্রচণ্ড দিবাকরের প্রখর রৌদ্রকিরণে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, তাতে আবার ক্ষুধা পিপাসায় কণ্ঠদেশ শুষ্কময়, ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ যে অবশ হ'য়ে এলো, আর বাক্যও নির্গত হয় না, একটুখানি জল প্রাপ্ত হ'লেও জীবনটা রক্ষা হয়, এমন সামর্থ্য নাই যে চেষ্টা ক'রে একটু জল আনয়ন করি, এই ত্রিপান্তর মাঠে একটি জন মানবও নাই যে, তাহার দ্বারায় জলপান ক'রে প্রাণ রক্ষা করি, একেবারেই উপায়-হীন হলেম, প্রাণ যে যায়। দুবাদৃষ্টক্রমে আজ কি অপঘাত মৃত্যুতে পতিত হলেম? মধুসূদন! বিপত্তারণ! অধমকে এই বিপদ হ'তে রক্ষা করুন্। তিন চারখানি গ্রামে প্রতি গৃহীর গৃহে গৃহে যাচিঙ্গা ক'রে মুষ্টিমাত্রও ভিক্ষা পেলেম না? হরি হে! আমি. মরি তায় ক্ষতি নাই, জন্মালেই মৃত্যু আছে তা জানি, কিন্তু পক্ষি-শাবকগণের পিতা মাতাব নিকট আহার অপেক্ষায় কল কলধ্বনির ন্যায়, আমার শিশু বালকগুলি যে ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখে আমার অপেক্ষায় আছে, সেই বাছাসকলের আমার উপায় কি

হবে? আহা! শয্যা হ'তে উঠ্‌লেই যে সকল বালক খাদ্যের জন্য ক্রন্দন করে, সেই বাছা সকল আমার আজ দুই দিবস নিরাহারে আছে, আজও আবার ভিক্ষায় মুষ্টিমাত্রও তণ্ডুল পেলেম না, কি দুর্দ্দৈব! কি মনোপীড়া? আমার মৃত্যু হ'লে সন্তান তিনটীরও আর জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। অহো! এই দুর্ভাগ্য পাপীষ্ঠের ঔরসে জন্ম গ্রহণ ক'রে বাপ সকল আমার আজ আহার অভাবে জীবন রক্ষার নিরুপায় হ'লো? আশ্রয়-তরুর নিধন জন্য লতিকাকুল কি সমূলে নির্ম্মূল হ'লো! আর কেমন ক'রে রক্ষা হবে, দুই দিবস কাল অনাহারী হ'য়ে আজকেও যদি না আহার পায়, তবে কেমন ক'রে রক্ষা হবে। আপনিও তিন দিবস অনাহারী, পতিব্রতা ব্রাহ্মণীটির তো প্রায়ই আহার নাই, সাতে পাঁচে কোন দিন যদি মুষ্টিকমাত্র পেয়ে থাকে তাতেই সন্তুষ্টা, দীননাথ! এই কর্‌লেন, দীনের প্রতি একেবারেই কি নিদয় হলেন, জগজ্জীবন! অন্নাভাবে আমার শিশু সন্তানগুলি নিধন হ'লে তোমার জগজ্জীবন নামে কলঙ্ক রবে, হরি! আপনি জীবের সৃজন পালনের কর্ত্তা হ'য়ে আমার জীবন সর্ব্বস্ব বালক তিনটিকে অকালে কালের কবলে দেওয়াই কি বিধি কর্‌লে।

গীত।

ওহে জীবের জীবন হরি।
সৃজনপালন কর্ত্তা গোলকবিহারী॥
তুমি হে কৃপাসিন্ধু বিতর করুণাবিন্দু,
এ বিপদ সিন্ধুনীরে দাও হে শ্রীপদতরী॥

প্রাণ যায় যে, রসনা বিরস হ'লো, চক্ষু অন্ধকার হ'লো, আর যে বাঁচিনে, জিহ্বা জড়িত হ'লো, এইবার একেবারেই অক্ষম হলেম,



আর বাক্য নির্গত হয় না, গেলাম—প্রাণ যায়—মধুসূদন! এই কর্‌লে (শয়ন) আমাব নিকটে যদি কেহ থাক, তবে একটু জল দাও, ব্রহ্মহত্যা হয়, অপঘাত মৃত্যু। [নীরব]

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। প্রাণ যায়, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, ক্ষুধিত ভিক্ষুককে কিঞ্চিৎ আহার দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর। (জনার্দ্দনের প্রতি) ওগো ও মহাশয়! অতিথি—ভিক্ষুক অতিথি—ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, কিঞ্চিৎ আহার দিয়ে প্রাণ বাঁচাও! এ কি! নিরুত্তর যে, নিদ্রিত না কি? তা তো নয়, এ যে দেখ্‌ছি কপট নিদ্রা, অতিথির প্রতি কপট, ভিক্ষুকের প্রতি বঞ্চনা, জগতিতলে এরূপ নৃশংস নিষ্ঠুর পাষাণপ্রায় নির্দ্দয় ব্যক্তিও ধরাতলে সজীবনে স্থান প্রাপ্ত হয়েছে? রে মতিচ্ছন্ন! অতিথি বৈমুখের যে কি দুর্গতি তা কি তুই জানিস্‌নে? পাপাত্মা, নরাধম! দেখ্, চন্দ্র, সূর্য্য যাবৎকাল পর্য্যন্ত দীপ্তমান আছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার সদ্গতি নাই, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা পাতকীর যদিও প্রায়শ্চিত্ত আছে, তত্রাচ তোর মত অতিথি বৈমুখি পাপীর নরক যাতনা ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই?

জনার্দ্দন। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর প্রতি) আজ্ঞে কি বল্‌ছেন মহাশয়!

সন্ন্যাসী। এতক্ষণের পর বল্‌ছেন কি মহাশয়, যেন জানেন নাই, যেন কতই ঘুমিয়েছিলেন, ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে উচ্চৈস্বরে ডেকে ডেকে কাতর হলেম কিঞ্চিৎ আহার প্রদান জন্য, কিন্তু কপট নিদ্রায় শয়ন ক'রে থেকে, আবার এতক্ষণের পর জিজ্ঞাসা কর্‌ছো, কি মহাশয়! কি বল্‌ছেন মহাশয়! যা বলেছি তা তো আর গোপন ক'রে বলি নাই, সকলই তো শুনেছ,

 

যা বলেছি তা যদি আবার শুন্‌তে ইচ্ছা হয়, তবে শোন। এই বল্‌ছিলাম যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্তের প্রতি, ভিক্ষুকের প্রতি কপট ব্যবহারে অতিথি সৎকার জন্য কিন্তু হন, তিনি কলির ব্রাহ্মণের ন্যায় পাপভাগী হ'য়ে থাকেন। মিথ্যা সাক্ষ্য, জলে প্রস্রাব, পরনিন্দা, পরস্ত্রীতে মতি ইত্যাদি ব্যক্তিদের পাপের সম পাপী হ'য়ে থাকেন।

জনার্দ্দন। সত্য—সকলই সত্য, মহাশয়! যা বল্লেন তা সমস্তই সত্য, কিন্তু আমি যদি আপনার কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর ক'রে থাকি, আমি যদি জাগ্রত থেকে কপট নিদ্রা জানায়ে থাকি, আমি যদি কোনরূপে আপনার নিকট চাতুর্য্যতা ক'রে থাকি, তা হ'লে মহাশয় যা বল্লেন আমি তা হ'তেও অধিক পাপে লিপ্ত হবো, আমার যা মনের ভাব, আমার যা অন্তরের ভাব, তা সেই অন্ত-র্য্যামী নারায়ণ ভিন্ন অন্যে কেমন ক'রে জান্‌বে, মহাশয়। আপনার কৃপায়, আর সেই কৃপাময় হরির কৃপায় আমি জ্ঞানকৃত কাহারও সহিত কখনও শঠতা বা কপটতা করি নাই, আমি সত্য সত্যই নিদ্রিত ছিলাম, নিরাহারে, দুর্ভাবনায়, জলপিপাসায় কাতর হ'য়ে, সত্য সত্য নিদ্রিত ছিলাম, মহাশয়! তাতে যদি অধমের অপরাধ হ'য়ে থাকে তবে কৃপা ক'রে এ দুর্ভাগ্যকে ক্ষমা কর্‌বেন।

সন্ন্যাসী। যদি যথার্থরূপেই নিদ্রিত ছিলে, তবে ঈশ্বর করুন্ আশুমধ্যেই যেন তোমার সমস্ত অশুভ খণ্ডন হ'য়ে শুভময় হয়, আর যদি কপট নিদ্রায় প্রতারণা ক'রে থাক, তবে আশুমধ্যেই মহা-পাপের এবং মহাকষ্টের ভাগী হবে, তবে এখণকার কথা কি?

জনার্দ্দন। আজ্ঞা! কি অনুমতি হয়?

সন্ন্যাসী। আবার কতবার ক'রে বল্‌তে হবে, আমি উদরের যাতনায় অত্যন্ত অস্থির হয়েছি, কিঞ্চিৎ খাদ্য দিয়ে শীঘ্র আমার প্রাণ রক্ষা কর।

জনার্দ্দন। [স্বগত] কি সর্ব্বনাশ। বিপদের উপর বিপদ, এ তো সামান্য বিপদ নয়। এ যে মহাবিপদ, (ঈশ্বর উদ্দেশে) বিপদবারি হরি হে! ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে এরূপ কষ্টেও আমার মৃত্যু হ'লোনা কেন? বিপত্তারণ! আজ আমাকে এই বিপদে নিক্ষিপ্ত কর্‌বার জন্যই কি অভাগাকে জীবন দান দিলেন। এখন উপায় কি, কেমন ক'রে অপারক হ'লেম ব'লে এই পাপমুখে উচ্চারণ করি। কেমন ক'রে এ বিপদে আজ পরিত্রাণ পাই, কেমনে আজ অতিথি বৈমুখ ক'রে পাপদেহে জীবন ধারণ করি। মানবদেহ মাত্রেই কেহই এরূপ পারে না, অত্যন্ত নিষ্ঠুর জন হ'তেও এরূপ কার্য্য হয় না, দীননাথ! যখন অতিথি বৈমুখ হ'লে, চণ্ডাল জাতিতেও ভয় প্রাপ্ত হয়, তখন চণ্ডালের অধিক চণ্ডাল হ'য়ে আজ আমি কেমন ক'রে এই অতিথিটির সৎকারে কিন্তু হবো? যখন জগজ্জনের লজ্জা নিবারণ ক'রে লজ্জাবারণ নাম ধরেছেন, তখন অভাগ্য জনার্দ্দনের লজ্জা আজ কি নিবারণ কর্‌বেন না?

গীত।

কোথায় বিপদ ভঞ্জন।
রাখ এ বিপদে আমায় শ্রীমধুসূদন॥
তুমি হে করুণাসিন্ধু, বিতর করুণাবিন্দু,
পার কর দীনবন্ধু, পতিতপাবন।
নৃসিংহ মুরতি ধরি, প্রহ্লাদে তারিলে হরি,
বাঁকা হ'য়ে বংশীধারী, একবার দাও হে দরশন॥

হরি হে বিপদভঞ্জন! আপনি যে নিদানের বন্ধু। এই দুস্তার ভবসিন্ধু পারের সময় অকুলের কাণ্ডারী হরি ব'লে যে একবার স্মরণ করে, আপনার শ্রীচরণরূপ ভ্যালা দানে সেই দণ্ডেই যে তাঁকে এই

অপার সিন্ধু হ'তে পারাপার ক'রে থাকেন। সঙ্কটহারি! তবে দুর্ভাগ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই সামান্য সঙ্কট হ'তে কি নিষ্কৃতি পাবে না।

সন্ন্যাসী। (জনার্দ্দনের প্রতি) কই ঠাকুর! চুপ্ ক'রে রইলে যে, উদরের যাতনায় আমি মৃত্যু সমান কষ্ট পেতে লাগলাম, আর তুমি নিরুত্তর হ'য়ে চুপ ক'রে থাক্‌লে, অপারক হ'য়ে থাক তো তাই স্পষ্ট জবাব দাও, আমি প্রস্থান করি।

জনার্দ্দন। (সন্ন্যাসীর প্রতি মৃদুস্বরে) ক্ষুধার্ত্ত জনের প্রতি পাপমুখে অপারক শব্দ কেমন ক'রে নির্গত কর্‌বো, মহাশয়। এই ভাগ্যহীনের দুরাবস্থা তা আপনার স্বচক্ষেই দর্শন কচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ কারণ কিছুই এ পর্য্যন্ত অবগত হন নাই, আপনি যখন অধমের নিকট অতিথি হয়েছেন, তখন আপনার নিকট ব্যক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নয় তা জানি, কিন্তু না বল্লেও পরিত্রাণ নাই। আতুরে নিয়মং নাস্তি, বিপাকে পড়েই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হ'তে হ'চ্চে, (ক্রন্দন) আপনাকে বল্‌তে কি, আজ তিন দিবস অনাহারে আছি। শিশু সন্তানগুলিকে দুই দিবস অনাহারে রেখে, আজ ভিক্ষায় এসে নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে মুষ্টিমাত্রও তণ্ডুল পেলেম না, সেই জন্য মনের আতিক্ষাতে আর প্রাণের যাতনাতে সূর্য্য কিরণে মৃতবৎ হ'য়ে শয়নে সংজ্ঞাহীন ছিলাম, তার পর মহাশয়! আপনি আগমন ক'রে এই দীনের প্রতি ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে খাদ্য যাচিঙ্গা কচ্ছেন। আমার সকল বিপদে উপায় ছিল, কিন্তু এ বিপদে একেবারেই যে নিরুপায় হলেম, আপনার আগমনের অগ্রে যদি মৃত্যু হ'তো, তা হ'লেও যে আমি পরিত্রাণ পেতাম, কিন্তু এখন তো আর পরিত্রাণ নাই, এ পাপের তো বিমোচন নাই, অতিথি বৈমুখ জনার তো সদগতি নাই। আমি কি দুরাচার, কি মহাপাপী, আহা! গৃহিণী ব্রাহ্মণীটি তো প্রায়ই নিরাহারী আছে, পাতে পাঁচে যদি কোন দিন মুষ্টি

মাত্র পেয়ে থাকে, তাই খেয়েই জীবন ধারণ ক'রে আছে, কিন্তু আর বাঁচে না, এরূপ কষ্টে এরূপ অনাহারে আর বাঁচে না, ব্রাহ্মণীটিও বাঁচে না এবং সন্তানগুলিও বাঁচে না, মহাশয়। এ পাপাত্মা এই সকল কারণেই কি জন্মগ্রহণ করেছিল, আমা হ'তেই কি বংশ ধ্বংস হ'য়ে পিতৃপুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হ'লো, আমা হ'তেই আজ অতিথি বিমুখ হ'লো, ওঃ! আমি কি মহাপাতকী, আমি কি ঘোর নারকী ?

সন্ন্যাসী। দ্যাখ ঠাকুর! আমি তোমার কান্না শুনতে এখানে আসিনি, যদি একান্তই অপারক হও, তা হ'লে স্পষ্ট জবাব দাও আমি চ'লে যাই। ক্ষুধার যাতনায় আর কিছু ভাল লাগে না, আর এম্নি বা কি হ'য়ে পড়েছ, তোমার কি কিছুই নাই ?

জনার্দ্দন। আজ্ঞে! সম্বল মধ্যে যা আছে, তা তো আপনি দেখ্‌তেই পাচ্ছেন, দুর্ভাগ্যের সম্বল কেবলমাত্র এই প্রাণ আছে, (উত্তরীয় বস্ত্র হস্তে লইয়া) আর এই উত্তরীয় বস্ত্রখানি আছে, তবে দীনের প্রতি কৃপা ক'রে এই উত্তরীয়খানি গ্রহণ করুন্। কোন স্থানে বিক্রয় ক'রে কিঞ্চিৎ জলসেবায় সুস্থতা লাভ করুন্, আর এ অধমকে কৃতার্থ করুন।

সন্ন্যাসী। তা হ'তে পারে না, এরূপ অনাচার কার্য্য আমা হ'তে পারে না, উত্তরীয়খানি গ্রহণ ক'রে আপনাকে একবস্ত্র ক'রে যাওয়া, তা আমা হ'তে হতে পারে না। পুরুষমাত্রেই একবস্ত্রে পথি-মধ্যে গমন করায় আর স্ত্রীলোক মাত্রেই মস্তকে বিনা বস্ত্রে গমন করায় শাস্ত্র বিরুদ্ধ। অতএব শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য ব্যবহার হ'লেই পাপে নিমগ্ন হয়, সেই জন্যই বলি, আপনাকে আমি একবস্ত্র ক'রে উত্তরীয়খানি গ্রহণপূর্ব্বক অবিধি কার্য্য কর্‌তে ইচ্ছা করিনে, কেন আর কি কিছুই নাই, আপনার স্কন্ধদেশে ওখানি কি ?

জনার্দ্দন। আজ্ঞা! এখানি জীবিকা নির্ব্বাহার্থে ভিক্ষার ঝুলি।

সন্ন্যাসী। ঐখানিই তবে আমাকে দিন, ঐখানি বিক্রয় কর্‌লেই কিঞ্চিৎ জলযোগের উপায় হবে ?

জনার্দ্দন। (স্বগতঃ) তাই তো করি কি, তণ্ডুলাধারখানি যাচিঞা কচ্ছেন তা দিতেও কুণ্ঠিত নই, কিন্তু গৃহে হস্তপ্রমাণও বস্ত্র নাই যে, তাই লয়ে কল্য ভিক্ষায় গমন কর্‌বো, আর জলপাত্র কি অন্নপাত্রের তো নামমাত্রও নাই, সৌভাগ্যক্রমে কোন দিবস যদি কিছু তণ্ডুল পাওয়া যায়, তারই অন্ন রন্ধন ক'রে ব্রাহ্মণী কদলী-পত্রের দ্বারায় ছেলেগুলিকে দিয়ে পরিশেষে অন্য পাত্রে কিঞ্চিন্মাত্র আমাকে প্রদান ক'রে টস্ টস্ ক'রে চক্ষের জল ফেল্‌তে থাকে। তাই ভাবছি, ভিক্ষার ঝুলিখানি গেলে কল্য একেবারেই উপায়-হীন হ'তে হবে, কিন্তু তাই ব'লেই যে ক্ষুধাতুর অতিথিটিকে নিরাশ ক'রে বৈমুখ কর্‌বো, তা তো আমা হ'তে হবে না, এখন তো ঝুলি-খানি লয়ে যান, পরে যা হয় তাই হবে।

সন্ন্যাসী। (স্বগতঃ) আহা ! ব্রাহ্মণটি অত্যন্ত কষ্টেই পতিত হয়েছেন, স্ত্রী পুত্র ক'রে পরিবারগুলিকে দিনান্তেও কিঞ্চিৎ আহার যোগাতে পারেন না, বৃদ্ধদশায় নিরাহারী হ'য়ে ভিক্ষায় ভ্রমণ ক'রে ক'রে একেবারে জীবনমৃতের ন্যায় হ'য়ে পড়েছেন, ভিক্ষার ঝুলিখানি আমায় প্রদান কর্‌লে আর একটুখানি ছিন্নবস্ত্র মাত্রও গৃহে সম্বল নাই যে, আর একখানি ঝুলি প্রস্তুত করেন, কিন্তু তত্রাচও ঝুলি-খানি দিতে অমত কচ্ছেন না, ব্রাহ্মণ মনে মনে যা কল্পনা কচ্ছেন তা তো আমাতে আর কিছুই অগোচর নাই, এরূপ সৎজ্ঞানী ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ধার্ম্মিক ভক্ত না হ'লেই বা বৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষুক বেশে ব্রাহ্মণের কষ্ট নিবারণ কর্‌তে এসেছি কেন। (প্রকাশ্যে) কি ঠাকুর ! ঝুলিখানি প্রদান কর্‌তে কি অনিচ্ছুক হচ্ছেন, তবে না দিতে চান তো তাই বলুন না কেন, আমি চ'লে যাই ?

জনার্দ্দন। (ব্যস্ততার সহিত ঝুলিহস্তে লইয়া) আজ্ঞা না, এই নিন্, অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ কর্ত্তে আজ্ঞা হয়। (প্রদান)

সন্ন্যাসী। (ঝুলি হস্তে গ্রহণ করতঃ) মহাশয়! আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম, শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি অতিথিকে পরিতুষ্ট ক'রে বিদায় করে, তার সকল কষ্ট বিমোচন হয়, অতএব আপনি যেমন আমাকে আজ আনন্দিত কল্লেন, তেম্নি যেন সামান্য সময় মধ্যে আপনার কুদিন পরিবর্ত্তন হ'য়ে সুদিন এবং সকল বিষয় শুভময় হয়, আমি তবে এখন আসি।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, মণি, মাণিক্য, হীরকাদি ক'রে অপরিসীম অর্থের যিনি প্রয়াস করেন, তিনি অগ্রসর হউন।

জনার্দ্দন। (সচকিতে স্বগতঃ) কি হ'লো! রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, মণি, মাণিক্য ও হীরকাদি ক'রে অপরিসীম অর্থের যিনি প্রয়াস করেন, তিনি অগ্রসর হউন, এ কি রকম কথা হ'লো, এ যে অতি আশ্চর্য্য কথা হ'লো! এইমাত্র অতিথিটি তো ব'লে গেলেন যে, "ঠাকুর আশু মধ্যেই তোমার শুভ হবে" ঐ কথাটি ব'লে তিনি যেমন গমন করেছেন, অম্নিই তো এই কি শুনতে পাচ্ছি, আরও একটি আশ্চর্য্য দেখছি, তাঁর গমন পরেতেই আর আমার ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, শারীরিক দুর্ব্বলতাও নাই, বিনা আহারেতেই উদর পরিতুষ্ট হয়েছে, শরীরও সবল হয়েছে, মনও আনন্দময় হয়েছে, কেমন হ'লো! তবে কি আমায় স্বয়ং বৈকুণ্ঠ-নাথ হরি সত্য সত্যই কি সেই সত্যসনাতন এই দীনহীন ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষুক বেশে ক্ষুধার্ত্ত জানাতে এসেছিলেন, তবে সেই ভব-ভিখারীর বাঞ্ছিত ধন সুদর্শনধারী সুদর্শন দিয়ে আমার ভিক্ষার ঝুলি লয়ে কি ভিক্ষা মোচন ক'রে গেলেন? হরি হে! একদিন তো

বামন রূপে ভিক্ষায় গিয়ে দানবপতি বলিরাজের মস্তকে চরণ প্রদান ক'রে তাঁকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন, তবে আজ অভাগা জনার্দ্দনের নিকট ভিক্ষায় এসে সামান্য অর্থের প্রলোভনে ভুলিয়ে গেলেন কেন? দয়াময়! সদয় হ'য়েও নিদয় হলেন কেন? তা বা না হবেন কেন? এ কেবল আমারই ভ্রম বৈ তো নয়! মহাত্মা দানবপতি পুণ্যবলে জ্ঞানচক্ষে যে সেই অজ্ঞানহারী গোলোক—বিহারীকে চিন্তে পেরেছিলেন এবং সেই যত্নের ধনকে অতি যত্নের সহিত যে ত্রিপদভূমি প্রদান করেছিলেন, তবে আমি অল্পমতি হ'য়ে দানবপতির সহিত তুল্য হব কেমন ক'রে। অজ্ঞানেতে অন্ধ হ'য়ে আমি তো সেই অকুলের কাণ্ডারীকে চিন্তে পাল্লেম না, মহাযোগীর আরাধ্য-ধনকে আমি মনের সহিত যত্ন কর্‌লাম না, হা! কল্লেম কি? অমূল্য নিধি হস্তে পেয়েও পরিত্যাগ কর্‌লাম, দারিদ্রভঞ্জন দামোদরকে দারিদ্র জ্ঞানে সম্বোধন কর্‌লাম, বনমালী পীতবাসকে ভিক্ষার ঝুলি ও জীর্ণবাস দিয়ে বিদায় দিলাম।

গীত।

আমি কি করিলাম।
হায় কেন না চিনিলাম, পাইয়ে অমূল্যনিধি,
হেলাতে হারালাম॥
জগতের চিন্তামণি, যোগীন্দ্র হৃদয়ের মণি,
আহা মুনির শিরোমণি, সে মণি ত্যজিলাম।
ভবের কাণ্ডারী হরি, ভিখারি মূরতি ধরি,
ভুলাইল নরহরি, অজ্ঞানে ভুলিলাম॥

একটি কথার কথাও জিজ্ঞাসা কর্‌লাম না, একবার পরিচয়ও নিলাম না, সেই জগৎ পিতারপিতার নাম এবং অসীম নামধারীর

নাম এই উভয় নামেরও পরিচয় চাইলাম না, জগজ্জনের হৃদয়-বাসীর বাসের কথাও একবার মুখে আন্‌লাম না, কল্লেম কি! আমার তুল্য হতভাগ্য তো আর ধরাধামে নাই, হরি হে! আমি অতি অজ্ঞান, ভবভয়ভঞ্জন! অজ্ঞানের অপরাধ লবেন না, কৃপাময়! কৃপা ক'রে আমার অজ্ঞানরূপ তিমিরকে ধ্বংস করুন্।

স্তব।

দেহি গতি, শ্রীপতি, এ দীন জনে।
কর ত্রাণ, কৃপাবান, নিজ গুণে॥
জানি কি তব, মাধব, মহিমা হে।
কর অজ্ঞানে, স্বগুণে, তারণ হে॥
হরি কংসারি, মুরারি, বংশীধর।
ভববন্ধন মোচন, ত্রাণকর॥
শ্যাম সুন্দর, কিশোর, নবঘন।
পীতবাস, শ্রীবাস, গোপীমোহন॥
রাস বিহারী, শ্রীহরি, রসময়।
রমানাথ, শ্রীনাথ, হে গুণময়॥
রাধা রঞ্জন, রঞ্জন, গোপীমন।
গুণ ধারক, ধারক, গোবর্দ্ধন॥
হরি গোপাল, গো-পাল, পালক হে।
সখা দাম, সুদাম, আদি বালক হে॥
জয় নন্দ, শ্রীনন্দকি, নন্দন হে।
যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, কারণ হে॥
শ্যাম মোহন, মোহন চূড়াধারী।
যমুনা পুলিনে, বিপিন বিহারী॥

গোলোক, ভুলোক, ত্রিলোক পালন।
যমলোক জনে, কর হে তারণ॥
তুমি অক্ষয়, অব্যয়, নির্গুণ হে।
দেহি অভয়, অক্ষয়, নির্গুণ হে॥

দীননাথ! এ দীনের কুদিন দেখে সুদিন দিতে বাঞ্ছা ক'রে যদি সুদর্শন দিলেন, তবে আবার অভাগ্য জনার্দ্দনকে পরমার্থে নিরাশা ক'রে সামান্য অর্থের প্রলোভন দেখানোর অর্থ কি? অন্তর্যামি! তোমার অন্ত পাওয়া অসাধ্য, চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে অনন্ত কালাবধি যে অনন্তের গুণকীর্ত্তন ক'রে কিঞ্চিন্মাত্রও অন্ত পান নাই, তাঁর অন্ত পাওয়া কি আমার সাধ্য? এ আবার কি! এই তো দেখ্‌তে দেখ্‌তেই আমার অন্তঃকরণ আর এক রকম হ'লো, এঁদের হস্তস্থিত অর্থগুলি দর্শন করে যে মনোমধ্যে লালসা হ'লো, আহা দর্শনে কি আনন্দদায়ক! সৌন্দর্য্যময় লাল, নীল, লোহিতাদি নানাবর্ণে রঞ্জিত অমূল্যরত্নসমুহ সম্মুখস্থ হ'য়ে আমার মনরূপ চকোরকে অর্থবারিতে তৃষিত কল্লেন যে, অর্থগুলি বস্ত্র দ্বারায় আবদ্ধ থেকেও কেমন ঝল্‌মল্‌ কচ্ছে, চারিদিক যেন আলোকময় হয়েছে, বড়লোকের ঘরের অর্থ কি না! এঁরা যা বল্‌ছিলেন তাই সত্য। এ সকল অমূল্য নিধিই বটে, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বড়লোক ব'লেও যেমন তেমন বড়লোক নন্‌, কে না মহারাজ যযাতি, যাঁর নাম শ্রবণ কর্‌লে দিন সার্থক হয়, যাঁর যশোকীর্ত্তনে ধরাধাম পরিপূর্ণ হয়েছে, যিনি শান্তি গুণ দ্বারায় প্রজাবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেছেন, যিনি অতুল অর্থ বিতরণে প্রতিদিন দীন দুঃখীদিগের কষ্ট নিবারণ ক'চ্ছেন, যিনি দৃঢ়ভক্তির সহিত সদাকাল ব্রাহ্মণ সেবাতেই নিযুক্ত আছেন, যাঁর ভক্তিগুণে, শ্রদ্ধাগুণে, যত্নগুণে, মহা মহা




মহর্ষিগণ সর্ব্বক্ষণ রাজপুরীতে শুভাগমন ক'রে চরণ দর্শন দিচ্ছেন, সেই ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মা যযাতির কোষাগার যে ওরূপ অমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্মের বলেতেই যখন রক্ষরাজ ধনাধিপতি হয়েছেন, তখন ধর্ম্মাত্মা মহারাজ যযাতিই বা ধনে কুবের তুল্য না হবেন কেন? যাই হোক, এখন কি কারণে যে এরূপ মনোরম্য অপরিমিত ধনগুলি যাচক হচ্ছেন, তার কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, যদি দীন দুঃখী-জনের প্রতি বিতরণ জন্য ব্যবস্থা কর্‌তেন, তা হ'লে তো দীনহীন মাত্র সকলকেই দিতেন, এ তো তা নয়, এ যে একজনার প্রতিই প্রদান কর্‌তে ইচ্ছা করেছেন, তবে কি দুর্ভাগ্য জনার্দ্দ-নের হীনাবস্থা শ্রবণ ক'রে দয়ালু মহারাজ দয়া করেছেন? বামুনের কপালে তা তো কোন ক্রমেই হয় না, এ কেবল আমার ভুল বকা হচ্ছে, জাগ্রতেই স্বপ্ন দর্শন কচ্ছি না কি? এ কি সামান্য অর্থ! এ যে সাত রাজার ধন হ'তেও অধিক ধন, এও কি কখন এ অদৃষ্টে সুভোগ হ'তে পারে, না তাই সম্ভব হয়! যাই হোক, কারণটাই বা কি একবার জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখা যাক্ না কেন? (প্রকাশ্যে ব্যোপদেবের প্রতি) মহাশয়! যযাতিরাজপুরীতে আপনি কোনপদে প্রতিষ্ঠিত?

ব্যোপদেব। আজ্ঞে! আপনার শ্রীচরণ কৃপায় এক্ষণে প্রধান মন্ত্রীত্বপদে ভুক্ত আছি।

জনার্দ্দন। (বিস্ময়ের সহিত) ওঃ! আপনিই মহারাজের প্রধান অমাত্য, তবে কি মহাশয়ের নাম ব্যোপদেব শাস্ত্রী।

ব্যোপদেব। মহাশয়ের কৃপায় তেজঃপুঞ্জ ধরাপতি দাসকে ঐ ব'লেই সম্বোধন ক'রে থাকেন।

জনার্দ্দন। (নম্রভাবে) তবে ক্ষমাগুণে ক্ষান্ত হ'য়ে ধৈর্য্যতা






গ্রহণ কর্‌তে হবে, গরীব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কোন অপরাধ নেবেন না, ভ্রমযুক্তে মহাশয়ের অভ্যর্থনায় ত্রুটি করা হয়েছে, মহাশয়ের নাম এবং সচ্চরিত্রতা আমি সমস্তই অবগত আছি। শান্তি, সাম্য, বদান্য ইত্যাদি নানারূপ সৎক্রিয়া গুণে মহাশয় যে একটি অদ্বিতীয় ও মহাত্মা ব্যক্তি ব'লে যে পরিচিত, তা আমার অবিদিত নাই, কিন্তু দুরাদৃষ্ট কারণ মহাশয়ের সম্মান রক্ষার জন্য অপারক হলেম ব'লে যেন বিরূপ হবেন না?

ব্যোপদেব। আমি আপনার দাসানুদাস, আমার প্রতি আপনার এরূপ আজ্ঞা করা ন্যায়যুক্ত হয় না, প্রথমতঃ মহাশয় আমা হ'তে বয়োধিক, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মপূজ্য ব্রাহ্মণ, আমি আপনার সন্তান তুল্য, তা আমার প্রতি আপনার ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কেবল অকল্যাণ মাত্র।

জনার্দ্দিন। মহাশয়! প্রেতি বাক্যে ওরূপ বিনয়ী না হ'লেই বা আপনি মহৎ ব'লে পরিচিত হবেন কেন? নারায়ণের কৃপা ব্যতিরেকে সকলের হৃদয়ে এ প্রকার মাধুর্য্যভাব ঘটে না, এমন সত্যব্রত, সদাচারী, সাধুপুরুষ না হ'লেই বা ধর্ম্মের আধার মহারাজ যযাতির প্রিয়পাত্র হয়েছেন কেন? যাই হোক্, জগদীশ্বর আপনার উন্নতি বৃদ্ধি করুন, আর এই প্রকারেই মহারাজকে সদাকাল সৎযুক্তির দ্বারায় প্রজাগণের উন্নতির বৃদ্ধি করুন, তবে মহাশয় কৃপা ক'রে বলুন দেখি, এই সকল অপ্রমিত অমূল্য রত্নাদি কি কারণে প্রদান জন্য মহারাজের আদেশ হয়েছে?

ব্যোপদেব। মহাশয়! এর অন্য কারণ আর কিছুই নয়, যিনি এই সমস্ত অর্থ গ্রহণেচ্ছুক হোন, তিনি এই অর্থের বিনিময়ে অন্যরূপ একটি দ্রব্য প্রদান কর্‌তে সম্মত হবেন, কেবল মাত্র মহারাজ এই পর্য্যন্ত আদেশ।




জনার্দ্দন। সেটি কোন্ দ্রব্য।

ব্যোপদেব। অগ্রে অর্থগুলি গ্রহণ কর্‌লে পর পশ্চাতে বিনিময় দ্রব্যের নাম ব্যক্ত করা হবে, এ কথাটি অর্থ গ্রহণের অগ্রে প্রচার কর্‌তে নিষিদ্ধ আছে।

জনার্দ্দন। এ কেমন কথা হ'লো, যে ব্যক্তি এই সমস্ত অর্থেতে ইচ্ছুক হবে, সে বা কেমন ক'রে জান্‌বে? বিবেচনা করুন, আমিই এখন যদি ইচ্ছুক হ'য়ে অর্থগুলি হস্তগত করি, তার পরিবর্ত্তের দ্রব্যটি যদি আমার নিকট না থাকে, তা হ'লে পশ্চাতে কিরূপ হবে?

ব্যোপদেব। তা হ'লে পরে কোনই আপত্য নাই, না থাকার পক্ষে মহারাজ যযাতির দ্বিরুক্তিতেও নিষেধ আছে। আপনি পরম আনন্দের সহিত নির্ব্বিঘ্নে ঐ অর্থেতে করে সুখভোগী হবেন, কিন্তু সেই দ্রব্য থাকা পক্ষে না দিলে আর আপনি নিষ্কৃতি পাবেন না?

জনার্দ্দন। অবশ্য! এ অতি সহজ কথা, মহতের নিকটেও কি কখন অসঙ্গত নিয়ম ব্যবহৃত হয়ে থাকে, না চন্দন কাষ্ঠে কোন কালে সৌগন্ধ ভিন্ন দুর্গন্ধ বহির্ভূত হয়? তা কখনই হয় না, আর আমিও এই প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, ঐ অর্থের পরিবর্ত্তটি স্থায়ী পক্ষে আমার বল্‌তে যা আছে, তা প্রদান কর্‌তে কুণ্ঠিত হব না?

ভুদেব। (বলদেব সিংহের প্রতি জনান্তিকে) বলদেব! হয়েছে, চার লেগেছে, এইবার বাবা মাছ গেঁথে বসেছি আর কি, বামুন তো চার গিলেছে বলে কথা, আর যায় কোথা, সবই ঠিক হয়েছে, কিন্তু একটুখানি কেবল খট্‌কা আছে, বামুনটার যদি ছেলে পুলে কিছু না থাকে, তা হ'লেই তো একেবারে



সকল বুদ্ধি শেয়ালের মত হবে, সমস্ত অর্থগুলি দিয়ে হাতে খোলা নিয়ে কেঁদে যেতে হবে, আর মহারাজের কাছেও তো মুখ দেখাতে পারা যাবে না, আমি কিন্তু বাবা ও রকম ঠকাঠকিতে নাই, বলদেব! তোমায় ব'লে রাখি, না জেনে শুনে অর্থগুলি হাত ছাড়া করাটা আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না, (ব্যোপদেবের প্রতি প্রকাশ্যে) শাস্ত্রী মহাশয়! দেখ ভাই! বিবেচনা ক'রে চল, এ বিষয়ের ভাল মন্দ আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পার্‌ছি না, শেষে যেন লোক হাসানটা ক'রো না।

ব্যোপদেব। (ভূদেবের প্রতি জনান্তিকে) আঃ! আপনি একটুখানি স্থির হউন না, (জনার্দ্দনেব প্রতি) আপনি তবে অকপট হৃদয়ে সত্য সত্যই প্রতিশ্রুত হচ্ছেন যে, আমাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যটি থাকা পক্ষে যাচিঞ্চা মাত্রই অর্পণ কর্‌বেন, এ কথার আর অন্যথা হবে না?

জনার্দ্দন। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়! আমি অকপট হৃদয়ে আপনাদের নিকট অঙ্গীকার ক'রে বল্‌ছি, অন্য কথা কি আছে, মহারাজের প্রত্যুপকার জন্য আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।

ব্যোপদেব। (অর্থগুলি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক) সূর্য্যদেব! আপনি সাক্ষ্য, ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষ্য, জনার্দ্দন ঠাকুর এই সমস্ত অর্থ গ্রহণ ক'রে ইহার পরিবর্ত্ত বস্তু দিতে অঙ্গীকাব কল্লেন, এই কারণ এঁকে আমি মহারাজ যযাতির এই মহামূল্য অতুল ঐশ্বর্য্য সকল অর্পণ কর্‌লাম। (জনার্দ্দনের প্রতি) আসুন মহাশয়! হস্ত প্রসারণ ক'রে, এই অর্থ গ্রহণ করুন্।

জনার্দ্দন। (স্বগতঃ) তাই তো কারণটাই বা কি, যেন কেমন কেমন বোধ হ'চ্ছে, ইনি যে রকম কায়দা কারণটি কর্‌লেন, এতে ক'রে কিন্তু শুভ ব'লে বিবেচনা হয় না, একবার

 



অর্থগুলিতেও লোভ হচ্ছে, আবার বুকের ভিতরেও যেন ভয় ভয় দেখাচ্ছে।

ব্যোপদেব। কি মহাশয়? কথা কচ্ছেন না কেন, চুপ ক'রে থাক্‌লেন যে?

জনার্দ্দন। আজ্ঞা, না চুপ ক'রে থাকা নয়, আপনাকে বল্‌তে কি, প্রাণটা যেন আমার কেমন কেমন কচ্ছে, সেই জন্য একবার এগুচ্ছি আবার সাতবার পেছুচ্ছি, অভাগার দুরাদৃষ্টে কি যে আছে আর কি যে হ'বে, তা সেই জগদীশ্বর জানেন আর কতকটা আপনিও জানেন।

ভূদেব। (জনার্দ্দনের প্রতি) ঠাকুর! আপনার কি কিছুমাত্রই বিবেচনাশক্তি নাই, সামান্য ব্যক্তি হ'য়ে হঠাৎ উচ্চপদ প্রাপ্ত হ'লে তাঁর অন্তরমধ্যে নানারূপ আশঙ্কা জন্মে থাকে, তাতেও যদি না বোঝেন তবে এই মোটামুটি ক'রেই বুঝে দেখুন না কেন, ভেতো নাড়ীতে ঘৃতপক্ক আহার করলে যেমন প্রথমতঃ কিছু অসুখ জন্মায়, ক্রমশই আবার সহ্য হয়, সেরূপ অকস্মাৎ আপনি দরিদ্র থেকে তার পর অতুল ঐশ্বর্য্যপতি হচ্ছেন, তার পর আবার সামান্য দিন মধ্যেই মনে স্ফূর্ত্তি বা আনন্দ জন্মাবে। অতএব ঈশ্বর যখন আপনার প্রতি শুভদৃষ্টি করেছেন, তখন আর আপনি বিলম্ব কর্‌বেন না, উপস্থিত লক্ষ্মী সত্বর গ্রহণ করুন।

ব্যোপদেব। (জনার্দ্দনের প্রতি) মহাশয়? আপনি কিছুমাত্র মনে সন্দেহ করবেন না, আপনার সর্ব্বপক্ষেই শুভ হবে, ধরুন হস্ত প্রসারিত করুন্।

জনার্দ্দন। (হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ব্যোপদেবের প্রতি) দেখুন! আপনি জানেন আর ধর্ম্ম জানেন, তবে দিন। (ব্যোপদেব কর্ত্তৃক অর্থ প্রদান।)

 



ভূদেব। (জনার্দ্দনের প্রতি) যান, এখন সুখে ঘরকন্না করুন্‌গে, আপনার সন্তানাদি কি মহাশয়?

জনার্দ্দন। মহাশয়ের কৃপায় তিনটী পুত্র সন্তান।

ভূদেব। তিনটির মধ্যে কার কি নাম, আর কার কত বয়ঃক্রম মহাশয়?

জনর্দ্দন। জ্যেষ্ঠটির নাম বীরধ্বজ, বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ, মধ্যমটির নাম কুশধ্বজ বয়ঃক্রম নবম বর্ষ, কনিষ্ঠ ধীরধ্বজের বয়ঃক্রম পঞ্চম বর্ষ। মহাশয়ের কৃপায়, ধীরধ্বজটি আমার সামান্য বয়ঃক্রমে অতি যত্নের সহিত বিদ্যা শিক্ষা ক'রে সকলের নিকট স্নেহের পাত্র হয়েছে, কুশধ্বজটিকে আমার বর্ণের পরিচয় দিতে গেলে, সেই কালো বর্ণ কৃষ্ণের পরিচয়েই ব্যক্ত হয়, সকল কার্য্যে বিরূপ হ'য়ে কেবল কালো রূপের চর্চ্চাতেই কাল কাটাচ্ছে, সকল বোলে অবোল হয়ে কেবল হরি বোলেতেই উন্মত্ত আছে, সুন্দর সুন্দর খাদ্য প্রাপ্ত হ'লে শ্যামসুন্দরকে নিবেদন ক'রে, সকল বালককে বিতরণ ক'রে থাকে, আর কনিষ্ঠ সন্তানটি তো এই কেবল মাত্র পঞ্চম বর্ষীয় বালক।

ভূদেব। তবে মধ্যম সন্তানটি আপনার কোন কার্য্যকারক হ'লো না, কেবল এঁচোড়ে পাকা হ'য়ে গেল।

জনার্দ্দন। না মহাশয়! ও কথাটী বল্‌বেন না, আপনার কৃপায় আর কৃষ্ণের কৃপায়, কুশধ্বজটিই আমার যদি বেঁচে থাকে তো কুলধ্বজ হবে, যে বংশে বৈষ্ণবের উদ্ভব হয়, সেই বংশের স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ আনন্দে পুলকিত হ'য়ে নৃত্য করতে থাকেন, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন্, কুশধ্বজটি যেন আমার চিরজীবি হ'য়ে থাকে, আর কুশধ্বজের আমার ঐরূপ কৃষ্ণেতেই মতি হোক্।

ভূদেব। (স্বগতঃ) তা তো হ'য়ে ব'সে আছে, কৃষ্ণেও মতি

 




হবে আর চিরজীবি হ'য়ে বেঁচেও থাকবে, কৃষ্ণে মতি হোক্ আর না হোক্, শীঘ্রই কিন্তু কৃষ্ণ পেতে হবে তা বেশ বলতে পারি, (প্রকাশ্য জনার্দ্দনের প্রতি) মহাশয়! আপনার মধ্যম সন্তানটিকেই যে আমাদেব আবশ্যক হ'চ্ছে ?

জনার্দ্দন। (সবিস্ময়ের সহিত) কেন মহাশয়! কোন্ কার্য্যের জন্য ?

ভূদেব। মহাবাজ যযাতি নবমেধ নামক একটী যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন, সেই যজ্ঞের আহুতির নিমিত্ত সপ্তম হ'তে ত্রয়োদশ বর্ষের অনধিক বয়স্ক একটি ব্রাহ্মণশিশুর আবশ্যক হয়েছে, তৎকারণেই মূল্যের স্বরূপ এই অর্থসমূহ আপনাকে অর্পণ করা হ'লো, এতে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, শুভস্য শীঘ্রং, বহির্দ্দেশে আমাদের রথ প্রস্তুত আছে, ঐ রথারোহণ দ্বারায় আপনার আলয়ে যাওয়া যাউক, চলুন!

জনার্দ্দন। (সবিস্ময়ে) কি! এ কি শোনালে! বজ্রাঘাত! অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! সকল দিক অন্ধকার হ'লো যে,—কুশধ্বজ, প্রাণের কুশধ্বজ, হৃদয় নিধি আমার বিসর্জ্জন ? (বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে) বাপ্ রে! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

ব্যোপদেব। (ব্যস্ততার সহিত) জল দাও, জল দাও, (বলদেব সিংহের প্রতি) বলদেব! শীঘ্র জল আনয়ন কর।

বলদেব। (সগব্যস্তে) তাই তো, এই ত্রিপান্তর মরুভূমির মধ্যে কোথায় বা জল পাওয়া যায়, কোন্ দিকেই বা যাওয়া যায়, তা ব'লে তো নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নয়, চেষ্টা ক'রেই একবার দেখি।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

ব্যোপদেব। (ভূদেবের প্রতি) দিগ্গজ মহাশয়! ধরুন্




একবার ধরুন্, ব্রাহ্মণকে সুস্থ করুন্। বিপদ, ঘোর বিপদ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এ দিকে ব্রহ্মহত্যা, ওদিকে যজ্ঞ পণ্ড, আর আমাদের চিরদিনের জন্য এই অকলঙ্কের ডালি গ্রহণ কর্‌তে হ'লো, এখন উপায় কি? দিগ্‌গজ মহাশয়! এ ঘোর সঙ্কট হ'তে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি? বলদেব সিংহ এখনও জল নিয়ে এলো না।

ভূদেব। সকল সঙ্কটে পারা যায়, কিন্তু একটি সঙ্কটের জন্যই আমার মাথা ঘুরে পড়েছে। মহাশয়! ব্রহ্মহত্যাকেও পাবা যায়, আর কলঙ্ককেও পারা যায়, একটা মহাসমারোহ মহাকাণ্ড ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্যাঘাত ঘট্‌লো, সেই ভাবনাতেই আমি হতজ্ঞান হ'য়ে পড়েছি, তা ব্রাহ্মণকে ধর্‌বো কি মহাশয়, আমাতে কি আর আমি আছি ছাই?

জলপাত্রহস্তে বলদেব সিংহের প্রবেশ।

বলদেব। (ব্যোপদেবের প্রতি) মন্ত্রি মহাশয়! জল নিন্।

ব্যোপদেব। বলদেব! জল এনেছ, দাও—শীঘ্র দাও, (জল লইয়া জনার্দ্দনের মুখে প্রদান)

জনার্দ্দন। (জল সিঞ্চনে সুস্থতা লাভ করিয়া উপবেশনানন্তর স্বগতঃ) আমি জাগ্রত কি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখ্‌ছি! না, স্বপ্ন কেমন ক'রে হবে, এই তো এ পর্য্যন্তও আমার কুশধ্বজের কাল-স্বরূপ মহারাজ যযাতির তিনটি প্রতিনিধি সম্মুখস্থ রয়েছেন, এ তো স্বপ্ন নয়, স্বপ্নে এতদূর পর্য্যন্তও কি মনের আন্দোলন হ'য়ে থাকে, তা তো নয়, এই যে আমার চতুঃপার্শ্বে রাশি রাশি অর্থও পতিত রয়েছে।

ব্যোপদেব। (জনার্দ্দনের প্রতি) কেমন মহাশয়! কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছেন?

জনার্দ্দন। বাপ রে—কুশধ্বজ! আমি সত্য সত্যই তো তোকে বিসর্জ্জন দিলাম, সত্য সত্যই তো যমকিঙ্করের ন্যায় এই যযাতি-কিঙ্করগণ আমায় প্রতারিত কর্‌লে? কুশি রে—আমার প্রাণের কুশি! আমি কর্‌লাম কি বাপ। শত্রু হলেম, পিতা হ'য়ে আমি তোমার শত্রু হ'লেম, সামান্য ধনের মমতা ক'রে তোমা ধনে আমি বঞ্চকরূপ ব্যাধের করে অর্পণ কর্‌লাম, কাচ নির্ম্মিত সামান্য অর্থ গ্রহণ ক'রে, আমার হৃদয়স্থিত যত্নের ধন অমূল্য নিধিটিকে বিনিময় কর্‌লাম, ওঃ—কর্‌লাম কি, আমাতে কিছুমাত্র মনুষত্ব নাই। ধিক্, আমায় ধিক্, আমার মনুষ্যত্বে ধিক্, আমার কল্পনায় ধিক্, আমার ক্রিয়ায় ধিক্, আমি রাক্ষস। বাপ রে! আমি তোর পিতা নই বাপ, আমি রাক্ষস, রাক্ষসেরও অধম, কুশধ্বজসম হৃদয় মাণিককে পরিত্যাগ করা রাক্ষসেরও দুঃসাধ্য, কেবল রাক্ষস কেন? পশু মাত্রেরই অসাধ্য, কেবল পশু কেন? প্রাণী মাত্রের অসাধ্য, বাপ কুশি! আর পিতা বলিস্‌নে বাপ। এমন নিষ্ঠুরকে এমন নির্দ্দয়কে আর পিতা বলিস্‌নে বাপ। হারাণ কুশি, আমার হারাণ ধন! আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আমার চিরজীবি হও, কিন্তু এ জন্মে যেন এ অধমকে আর পিতা ব'লো না, কেবল এ জন্মে কেন? জন্মে জন্মেও যেন এরূপ নির্দ্দয় দুরাত্মাকে পিতা ব'লে না ডাকতে হয়।

গীত।

মরি রে—প্রাণকুমার হায় কি করিলাম।
দুঃখিনী হৃদয়ের নিধি তোমায় হারালাম॥
নিদয় হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম,
অতি অধম সমান হ'লাম।

জ্বলে রে জীবন জলে, জীবনে কিম্বা অনলে,
এ জীবন দিয়ে, প্রাণ জুড়াতাম ॥

আর কেন, আর না, আর প্রয়োজন নাই, এ পাপ জীবনে আর প্রয়োজন নাই, এ দুরাচারের দেহ থাকায় কেবল বসুন্ধরার ভার মাত্র, জলে হোক্, অনলে হোক্, অপদার্থ অসার দেহ নির্ব্বাণ হ'লেই পরিত্রাণ পাই। (ব্যোপদেব ইত্যাদির প্রতি) মহাশয়গণ! কৃপা ক'রে এ অধমের একটি কার্য্য কর্‌বেন, এই সমস্ত অর্থগুলি আমার গৃহে গিয়ে গৃহিণীকে অর্পণ ক'রে, এই বৃত্তান্তগুলি অবগত করাবেন, অবগত কবায়ে আমার নয়নপুতুলী হৃদয়নিধি, প্রাণের প্রাণ, বুকের মাণিক কুশধ্বজকে গ্রহণ কর্‌বেন, আর বল্‌বেন নিষ্ঠুর দুরাত্মা দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার জনার্দ্দন বসুমতীকে বিমুক্ত ক'রে এবং তোমাদিগকে অকুল পাথারে বিসর্জ্জন দিয়ে জীবনে গিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। যদি বলেন, আমার কথা ভিন্ন প্রাণাধিক কুশধ্বজকে এই সামান্য ধন গ্রহণ ক'রে ছেড়ে দেবে কেন? সেই পতিপ্রাণা আমার ব্রাহ্মণী গৃহিণীকে সকল বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে অবগত করালে পতিবাক্য প্রতিপালনে তদ্দণ্ডেই যত্নবান হবে। মহাশয়গণ! আর বিলম্ব কর্‌বেন না, এই গ্রহণ করুন, এই সমস্ত অর্থ গ্রহণ করুন্। ধন রত্নাদি গ্রহণ ক'রে, সত্বরে আপনারা গমন করুন, আমি এই পাপ জীবন পরিবর্ত্তন ক'রে পরিত্রাণের উপায় দেখি?

ভূদেব। (ব্যোপদেবের প্রতি) মন্ত্রী মহাশয়! দেখ্‌ছেন কি, এ সব ফাঁকি দিবার যোগাড়, ব্রাহ্মণটি এ সব ন্যাকা কাচ কেচে আমাদের ফাঁকি দিয়ে বিদায় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, দেখ্‌ছেন কি, এ বড় সহজ ব্যক্তি নয়?

ব্যোপদেব। দিগ্‌গজ মহাশয়! আপনি যা মনে ভাব্‌ছেন তা নয়, ব্রাহ্মণ বৃদ্ধদশায় পুত্রশোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছেন,

কিন্তু এ অবস্থায় ব্রাহ্মণকে এখানে পরিত্যাগ ক'রে গেলে, উনি সত্য সত্যই আত্মঘাতি হবেন তার আর অন্যথা নাই। ওঁকে ধারণ ক'রে আমাদের রথোপরি উত্তোলন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বাটিতে ল'য়ে যাওয়া যাক্ চলুন।

বলদেব। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি যা বল্‌লেন তাই কর্ত্তব্য কার্য্য।

[জনার্দ্দনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জনার্দ্দনের বাটী।

জনার্দ্দন, ব্যোপদেব, ভূদেব, বলদেব ও অন্নপূর্ণা আসীন।

অন্নপূর্ণা। কখনই হবে না, এ দেহে প্রাণ থাক্‌তে কখনই হবে না, এ অভাগীর জীবন সত্বে তো আমার জীবনধন কুশধ্বজের অঙ্গে হস্তার্পণ কর্‌তে কাহারই সাধ্য হবে না? যে কথার আন্দোলনে অগ্নিস্থিত পতঙ্গের ন্যায় অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়, যে কথা শ্রবণ কর্‌লে শ্রবণ পথ বধির হয়, যে কথার চর্চ্চা হ'লে বক্ষের শোণিত শুষ্ক হয়, পুনশ্চ আর সে কথা ব'লো না, আমার বক্ষের ধনের কথা কয়ে অভাগীর বক্ষে শেলঘাত আর ক'রো না। স্বপ্নের মত ভয়ঙ্কর কথা

উত্থাপন ক'রে কাঙ্গালিনীকে আর কাঁদিও না। অসহ্য—অতি অসহ্য, আর সহ্য হয় না, (জনার্দ্দনের প্রতি) নাথ! অসহ্য কথা ক'য়ে আর যন্ত্রণা দিও না, ক্ষান্ত হও—চরণে ধরি ক্ষান্ত হও। একান্ত পক্ষেই যদি এই দুরন্ত কথায় না নিবৃত্তি হও, তবে ধর, আপনার হাতে অসি ধর, দস্যুর ন্যায়, নির্দ্দয়ের ন্যায়, আপনার হাতে অসি ধর, দুর্ভাগিনী কাঙ্গালিনী অন্নপূর্ণার গলে দাও, নইলে জীবদ্দশায় আমার জীবন ধনের কোন কথাটি ক'য়ো না। প্রাণেশ্বর! আর বিলম্ব ক'রো না, আমায় এ যাতনা হ'তে নিষ্কৃতি কর, বিদায় দাও, দুঃখিনীকে এ জন্মের মত বিদায় দাও। (জনার্দ্দনের পদ ধারণ করতঃ) বিদায় হই, অসি দাও, গলে অসি দাও, শ্মশান অধিক এই ভয়ঙ্কর সংসার হ'তে বিদায় হ'লেই পরিত্রাণ পাই।

গীত।

প্রাণপতি এই মিনতি করি তব শ্রীচরণে।
আর রব না হে—পাপ সংসারে
আর রব না হে—
কর ক্ষান্ত প্রাণকান্ত দুঃখিনীরে নাশি প্রাণে॥
দুরন্ত ধরণীধর, ধর নাথ অসি ধর,
জীবনপতি জীবন আর রাখ্‌বো না হে—
পাপ রাজ্যে এ পাপ জীবন আর রাখ্‌বো না হে—
গেলে জীবন, পাই গো জীবন,
দেখো দেখো আমার জীবন ধনে॥

প্রাণেশ্বর! কোন্ প্রাণে এমন নিষ্ঠুর হয়েছ, দুঃখিনীর দুরাদৃষ্ট দোষে বুঝি দয়ার সাগর হ'য়েও নিদয় হয়েছ, নইলে সেরূপ সরল হৃদয় পরিবর্ত্তন ক'রে অকস্মাৎ এরূপ কঠিন হচ্ছেন কেন?




এরূপ পাষাণ হৃদয় হ'লে কেন নাথ! সামান্য ধনে লালসা ক'রে আমার হৃদয় ধনের প্রতি নিদয় হ'লে কেন? আমার ধনে কাজ নাই, আমার ঐশ্বর্য্যে কাজ নাই, আমি ভিখারিণী, আমার ভিক্ষা বই আর অন্য সুখে প্রয়োজন কি? (ব্যোপদেব ইত্যাদির প্রতি) বাপ সকল! আমি ভিখারিণী, তোমাদের এ সকল অমূল্যময় ধনে আমার প্রয়োজন নাই, বাপ সকল! (অর্থের দিকে নির্দ্দেশ করতঃ) লয়ে যাও, তোমাদের ধন তোমরা লয়ে যাও। বাপ্ রে! আমার কথা রাখ্, আমি ব্রাহ্মণকন্যা আমার কথা রাখ্, তোদের বিনয় করি, মিনতি করি, তোমাদের আপন ধন ফিরে লয়ে, ভিখারীর ধনকে আমায় ভিক্ষা দিয়ে যাও। রাজমন্ত্রী হ'য়ে অবিচারে অত্যাচারে আমার হৃদয় রতন হাপুতির ধনের প্রতি আক্রমণ করিস্‌নে! আমি একান্তমনে সত্য বল্‌ছি, সত্য সত্য যদি ব্রাহ্মণ কন্যা হই, সত্য সত্য যদি পতিভক্তি পতিসেবা ক'রে পতির নিকট পতিব্রতা পদ প্রাপ্ত হ'য়ে থাকি, তবে তোমাদের সর্ব্বত্রে মঙ্গল হবে, মহারাজের সর্ব্বত্রে মঙ্গল হবে, কার্য্যও সুসম্পন্ন হবে, কল্পনাও সিদ্ধ হবে, বাপ্ সকল! আমার ভিখারীর ধনটিকে ক্ষমা ক'রে আমায় ভিক্ষা দিয়ে যাও, মহারাজের সকল কার্য্যে মঙ্গল হবে।

ভূদেব। (জনার্দ্দনের প্রতি) ও মশায়! এ সব রকমখানা কি? অর্থগুলি হস্তগত করে, বাড়ীর মধ্যে এসে ব্রাহ্মণীটিকে ঠেকিয়ে দিয়ে তামাসা দেখ্‌ছেন, এইটিই কি আপনার ভালমানুষি হ'চ্ছে না কি?

বলদেব। দিগ্‌গজ মহাশয়! আমাদের আর ও রকম খোসা-মোদে প্রয়োজন কি? (ব্যোপদেবের প্রতি) মন্ত্রী মহাশয়! হুকুম দিন, এখন জোরের সহিত ওঁর মধ্যম সন্তানটীকে আমি লয়ে যাই।




জনার্দ্দন। (স্বগতঃ) হা জগদীশ্বর! হা ব্রহ্মাণ্ডদেব! এই করলে, বৃদ্ধ দশায় লোকের কাছে কপটী অধার্ম্মিক অপবাদটাও শ্রবণ করতে হলো, জন্মাবধি জ্ঞানকৃত কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই, কাহারও কোনরূপ হিংসা করি নাই, কাহারও প্রতি কোনরূপ দ্বেষ করি নাই, হরি হে! জীবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল তোমার চরণ সেবা বই আর অন্য জানি না, কিন্তু দেশকাল গুণে, শেষ দশাটায় আমার এই দশা প্রাপ্ত হ'লো, (অন্নপূর্ণার প্রতি) ব্রাহ্মণি! শেষাবস্থায় আর দত্তাপহারী পাপে লিপ্ত ক'রে চরমকালে পরমার্থ-পথে কণ্টক দিও না, পতিব্রতে! এতকালের পর পতিবাক্য লঙ্ঘন ক'রে, অধর্ম্মপথে পতিতা হ'য়ে, কালের হাতে পতিত হবার পথ ক'চ্ছ কেন? একটুখানি শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর, মন স্থির ক'রে সৎযুক্তির দ্বারায় যাতে সকল দিক ভাল হয় তাই কর।

অন্নপূর্ণা। না, আর ব'লো না, আর ভালয় কাজ নাই, আমার মন্দই ভাল, আর তোমার সুযুক্তিতে কাজ নাই, আমার কুযুক্তিই ভাল, আর আমার ধর্ম্মপথে কাজ নাই, অধর্ম্মই ভাল। (ক্রন্দন) আর শুনবো না নাথ! আর শুনবো না, তোমার কথা আর শুনবো না, পতিবাক্য আর শুনবো না, পতিবাক্য লঙ্ঘন ক'রে যদি চিরকালের জন্যও ঘোর নরকে পতিতা হ'তে হয়, তাও সহ্য হবে, কিন্তু আমার কণ্ঠের হার নয়নের তারা, হৃদয়ের নিধি কুশধ্বজ ধনকে আমি প্র। থাকতেও পরিত্যাগ করবো না? তুমি তোমার ধর্ম্ম লয়ে থা তুমি তোমার সংসার লয়ে থাক, আমার ধর্ম্মে কাজ নাই, সংসারে কাজ নাই, অমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ধ'রে, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব কুশধ্বজকে নিয়ে কাননে গিয়ে জীবন ধারণ করবো।

(নেপথ্যে) দাদা গো। পিতামাতার আর্ত্তনাদ শুন্‌ছি কেন? জননী আমাদের উচ্চৈঃস্বরে হা কুশধ্বজ, হা কুশধ্বজ ব'লে রোদন কচ্ছেন কেন?

বীরধ্বজ, কুশধ্বজ, ও ধীরধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ। কেন মা! কি হয়েছে মা! কাঁদ্‌ছো কেন মা! হ্যাঁমা! বল্‌না মা। (জনার্দ্দনের প্রতি) হ্যাঁ বাবা! মা কাঁদ্‌ছেন কেন বাবা? মা কাঁদ্‌ছেন কেন, আর আপনিই বা মৌনভাবে অধোমুখে কেন বাবা?

জনার্দ্দন। বাপ্‌রে! আমি তোমার পিতা নই বাপ, আমি তোমার শত্রু, আমি অতি অধম, আমি রাক্ষস, আমাকে আর পিতা ব'লে ডেকো না বাবা?

গীত।

আর ডেকো না ডেকো না পিতা ব'লে।
কুশধ্বজ, কুশধ্বজ, অকৃতি অধম আমি,
জন্মেছি এ ধরাতলে॥
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় আমি নরাধম অতি,
মম তুল্য ধরধামে নাহি পাপমতি।
নিতান্ত কৃতান্ত বই নাহি মম গতি,—
নাহি ত্রাণ—নাহি ত্রাণ, নাহি আর পরিত্রাণ,
একান্ত পাব না স্থান রাধাকান্ত পদতলে॥

কুশধ্বজ। দাদা! বাবা এমনতর ক'রে দুঃখ কচ্ছেন কেন? এ সকল অনুতাপ বিলাপের আমি তো কিছুই কারণ বুঝ্‌তে পাচ্ছি না?

বীরধ্বজ। ভাই কুশধ্বজ! আমিও তো এর কিছুই মর্ম্ম

অবগত নাই? তবে বোধ করি আমাদের ভরণপোষণ জন্য পিতা ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি কষ্ট ক'রেও আমাদের সুখী করতে পারেন নাই, আর আপনিও একদিনের জন্যও মনে স্ফূর্ত্তি পান নাই ব'লেই মনোকষ্টে ঐরূপ অনুতাপ কচ্ছেন।

ভূদেব। (কুশধ্বজের প্রতি) হ্যাঁ বাপ্! তোমার নামটিই কি কুশধ্বজ, তুমিই কি তোমার পিতার মধ্যম সন্তান?

কুশধ্বজ। আজ্ঞে হ্যাঁ মহাশয়! আর আপনাদের শ্রীচরণের কৃপায় আমিই পিতার মধ্যম পুত্র, এই অধমকেই পিতা কুশধ্বজ ব'লে ডেকে থাকেন।

ভূদেব। বেশ বাপু বেশ, ভাল বেঁচে থাক, কৃষ্ণ মতি হোক্, আহা! নামটিও যেমন সুন্দর, কথাগুলিও তেম্নি মধু মাখান। তা বাপু! বল্‌ছিলাম কি, তোমার পিতার শোক তাপের কারণ কি জান? মহারাজ যযাতি নরমেধ নামক একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, সেই যজ্ঞে তোমার মত হরিপরায়ণ কৃষ্ণভক্ত একটি ব্রাহ্মণশিশুকে আহুতি দিলে, কৃষ্ণের কৃপায় আর দেবগণের কৃপায় মহারাজ যযাতির স্বর্গীয় পিতা শাপ বিমোচন হ'য়ে হরিচরণ প্রাপ্ত হবেন, সেই কারণে তোমার পিতা অপরিমিত অর্থ গ্রহণ ক'রে আমাদের নিকট তোমাকে বিক্রয় করেছেন ব'লেই একটুখানি শোক তাপ কচ্ছেন, আরও কথাটা তোমাকে শোনাবার জন্যও কিছু লজ্জিত হচ্ছেন, তা বাপু! বিলম্ব করাটা ভাল হ'চ্ছে না?

কুশধ্বজ। (স্বগতঃ) আহা! কি আনন্দের বিষয়! মন যে আমার আনন্দময় হ'লো, জীবন আজ সার্থক হ'লো, শ্রবণ পবিত্র হ'লো, (জনার্দ্দনের প্রতি) পিতঃ! এ জন্য আবার বিলাপ করছেন কেন? এ যে অতি সৌভাগ্যের বিষয়, ভাগ্যগুণে আজ তো আমাদের কুদিন গিয়ে সুদিন হয়েছে, বিপদহারী মধুসূদন আজ

তো আমাদের সকল বিপদ ভঞ্জন ক'রে সুপদ এবং সম্পদ প্রদান করেছেন। এমন সুমঙ্গলের সময় আবার বিলাপ ক'রে অমঙ্গল ঘটাচ্ছেন কেন? পিতঃ! আজ আপনিও ধন্য হলেন, আর আমিও ধন্য হলেম, এবং এ বংশও ধন্য হ'লো। ভেবে দেখুন, ধরাধামে আপনার ন্যায় ভাগ্যবান আর কে আছে, যাঁর ঔরস-জাত সন্তান যজ্ঞেতে আহুতি হ'য়ে সেই পূর্ণব্রহ্ম যজ্ঞেশ্বরেতে এবং তেত্রিশকোটি দেবগণেতে নিবেদিত হবে, তাঁর সম সৌভাগ্য-শালী ব্যক্তি ভবে আর কে আছে? পিতঃ! জগত মধ্যে আজ তুমিই সার্থক, এবং কৃষ্ণের কৃপায় আর আপনার কৃপায় আমিও সার্থক হলেম, আমার জন্ম সার্থক হ'লো, আমার কর্ম্ম সার্থক হ'লো। আহা! এই জল মৃত্তিকার ন্যায় কর্দ্দম সদৃশ ক্ষণকালিক দেহেতে যে পরকার্য্য সাধিত হবে, তা হ'তে আর সৌভাগ্য কি আছে? আমার এমন দিন তো আর হবে না, মন রে! এই সুদিন সময় কুদিনহারী দীননাথকে একবার প্রাণভরে ডেকে নে।

গীত।

ও মন ভ্রান্ত কেন শ্রীকান্ত পদে।
ডাক সঘনে মধুসূদনে ধরি তব পদে॥
সব সুখ পরিহরি, সতত বল হরি হরি, রে—
হরি নামটি সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
এ নাম নিলে ক্ষুধা রবে না রে, মধুর কৃষ্ণনাম বদনে বল,
যম-যন্ত্রণা এড়াবে নিরাপদে॥

পিতা এখন আমাদের সকল কষ্ট নিবারণ হ'লো, এমন আনন্দের সময় সেই আনন্দবিহারী হরিকে একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে না ডেকে অনিষ্টকারক শোচনা কেন পিতা?

অন্নপূর্ণা। (কুশধ্বজের প্রতি) কি বল্লি বাপ্! আজ আমাদের কুদিন ঘুচে সুদিন হয়েছে, আজ আমাদের আনন্দের দিন, ষাট! অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে বাপ্? অতি বড় শত্রু হ'লেও তার যেন অমন আনন্দের দিন এমন সুদিন না ঘটে। যিনি সুদিন বুঝে এমন সর্ব্বনেশে ঘটনা ঘটিয়েছেন, তারই পক্ষে সুদিন বটে, তিনি সুদিন নিয়েই থাকুন, ঐশ্বর্য্য নিয়ে সুখভোগ করুন্, আমার এমন সর্ব্বনেশে সুখভোগে কাজ নাই, এমন ঐশ্বর্য্যেতেও কাজ নাই, বাপ্ রে! আর অমন কথা বলিস্‌নে, আর শক্তিশেল হানিস্‌নে, কুশধ্বজ রে! আর জ্বালস্‌নে, তোর অভাগী মাকে শোকাগুনে পোড়াস্‌নে। বুকের মাণিক, বুক যে জ্বলে যায় বাপ্! আমার বুকের ভিতর, প্রাণের ভিতর ও অন্তরের ভিতর যা হ'চ্ছে তা সর্ব্বান্তর্য্যামী মধুসূদন বই আর কে জানে? এ যাতনা আর কার কাছে জানাব, কার কাছে বল্‌বো, কেমন ক'রে দেখাবো। (বক্ষে করাঘাত) বুক যদি দুখান হয়, কঠিন বুক যদি ফেটে যায়, তবে তুই দেখ্‌তে পাস্ আর জান্‌তে পারিস্, তোর দুঃখিনী মায়ের দুঃখের দশা কিরূপ? উঃ কি কষ্ট, কি অসহ্য, কি সর্ব্বনাশ, বাপ্ রে! চল্ আমরা পালাই চল, এই পাপময় রাজ্যে, বিষময় সংসারে আর প্রয়োজন নাই, অরাজক অধার্ম্মিক অত্যাচারীর রাজ্যে আর তিলেকমাত্রও থাক্‌তে নাই। উঃ, এতদূর অবিচার, এতদূর অত্যাচার, এতদূর দৌরাত্ম্য, এই কি মহারাজ যযাতির সৎকীর্ত্তির পরিচয়, অখল, অকপট, অহিংস্রক রাজার এই কি পরীক্ষা প্রদান, ব্রাহ্মণসেবা ব্রহ্মভক্তি ইত্যাদি সৎকার্য্যের কি এই উপার্জ্জন, এই কি তাঁর প্রজারঞ্জন, এই কি তাঁর সৎক্রিয়া, এই কি তাঁর যজ্ঞের যুক্তি? (ব্যোপদেবের প্রতি) হাঁ বাপ্! তুমি তো রাজার

প্রধান মন্ত্রী। তুমিই কি বাপ মহারাজকে নরমেধ যজ্ঞের যুক্তি প্রদান করেছ, তুমিই কি বাপ ব্রহ্মপূজ্য ব্রাহ্মণশিশুকে ছেদন ক'রে যজ্ঞানলে প্রদান করতে বিধান করেছ? বাপ রে। তুমিই কি এই জন্ম দুঃখিনীকে জন্মের জন্য কাঁদাতে এসেছ, বাপ্। ক্ষমা দে, আর কাঁদাস্‌নে, ভিক্ষা দে, আমায় হিয়ার মাণিক কুশি-ধনকে ভিক্ষা দে, আর কাঁদাস্‌নে, দুঃখিনীর ধনে ক্ষমা ক'রে তোদের হীরা, মাণিক, অমূল্য ধন নিয়ে যা বাপ। সকল দিক বজায় হবে, ধর্ম্ম রবে, সুযশ হবে, সুখ্যাতি রবে, তুমি তা বাপ সৎজ্ঞানী, সুশীল, সুহৃদ ও সর্ব্বদর্শী। আমি স্ত্রীজাতি হ'য়ে তোমায় বোঝাব কি বাপ্। তুমি একটু ভাল ক'রে বুঝে দেখে এই অলৌকিক কার্য্যে ক্ষান্ত হ'য়ে চিরকলঙ্ক হ'তে নিষ্কৃতি পাও, আর মহারাজকেও এই সুযুক্তি দিয়ে মুক্তি পথের কণ্টক মুক্ত কর, আর দুঃখিনীকে কুশধ্বজ ধনটিকে ভিক্ষা দিয়ে এ জন্মের মত পরিত্রাণ কর।

গীত।

দুঃখিনীর এই রাখ রে মিনতি।
বিনয় করি বাছাধন।
একবার হওরে কৃপাবান, কর পরিত্রাণ, কররে কররে কর নিষ্কৃতি।
রাখ বাক্য মম রাখ রে জীবন,
ভিক্ষা দেরে আমার জীবন কুশি ধন,
বক্ষে রেখে জুড়াই রে এ জীবন,—
নইলে অনলে পশিব, এ প্রাণ ত্যজিব,
এ প্রাণ রাখ্‌বো না প্রাণের কুশি বিনে,—
আমার নয়নতারা হারা হ'লে,—
পাবকে জীবন দিব আহুতি॥

(ব্যোপদেবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক) বাপ্ রে! বিনয় করি, মিনতি

করি, তোর করে ধরি, ভিক্ষা দে, দুঃখিনীর ধনকে ভিক্ষা দে, আমার ভিখারীর ধনে ভিক্ষা দে, আর কাঁদাস্‌নে, আর জ্বালাস্‌নে, বুকের মাণিক কেড়ে ল'য়ে অভাগীর বুকে বজ্রাঘাত আর হানিস্‌নে বাপ্‌। আর কঠিন হ'য়ো না, আর নির্দ্দয় হ'য়ো না, একটু সদয় হ'য়ে শান্ত হ'য়ে, দুঃখিনীর দুঃখ চেয়ে দেখ, (কুশধ্বজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) আর আমার কুশধ্বজের নিষ্কলঙ্ক চাঁদমুখ খানির পানে একবার চেয়ে দেখ, (ধীরধ্বজের প্রতি নির্দ্দেশ করতঃ) ঐ আমার বীরধ্বজ ধীরধ্বজ দুটী চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীন হ'য়ে চক্ষের জলে বুক ভাসাচ্ছে, দেখ বাপ্‌। এ দেখেও কি তোদের দয়া হয় না, এ দেখেও কি তোদের নির্দ্দয় প্রাণ কেঁদে উঠে না, এ দেখেও কি তোদের পাষাণ বুক ফেটে যায় না, ক্ষান্ত কি হবিনে, এই ব্রহ্মকুলটি নির্ম্মূল না ক'রে কি ক্ষান্ত হবি নে। হাঁরে দারুণ বিধি। এই কি তোর বিধি হ'লো, বিনা মেঘে দুঃখিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হানাই কি তোর বিধি হ'লো?

বলদেব। (ব্যোপদেবের প্রতি) মন্ত্রী মহাশয়। এদের এ রকম কান্নাকাটিতে আমাদের কর্ণপাত কর্‌লে আর মায়া মমতা কর্‌লে তো কাজ চল্‌বে না, ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যাই চলুন। (কুশধ্বজকে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) চল তো বাপু! আর আমাদের বিলম্ব সহ্য হয় না।

বীরধ্বজ। (ক্রোধে) কি, আমার জীবদ্দশায় জীবনধন ভাই কুশধ্বজকে তোরা ল'য়ে যাবি? তা হবে না, আমার জীবন থাক্‌তে তা হবে না, যদি সত্য সত্য ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি, যদি একান্তমনে ব্রহ্মণ্যদেবকে আরাধনা ক'রে থাকি, যদি এ দেহে ব্রহ্মণ্যতেজ ধারণ ক'রে থাকি, তবে এই দণ্ডেই তোদের সমুচিত দণ্ড কর্‌বো, এই দণ্ডেই তোদের পাপ সংস্কারের প্রায়শ্চিত্ত দেখাবো, এই

মুহূর্ত্তেই তোদের অযুক্তি যজ্ঞের ফল প্রদান কর্‌বো। দুরাত্মাগণ! তোদের এতদূর পর্য্যন্ত স্পর্দ্ধা, দিবা রাত্রের গতায়াত থাক্‌তে, সূর্য্য দেবের চলাচল থাকতে, ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যা গায়ত্রী থাক্‌তে, ব্রহ্ম-পূজিত ব্রাহ্মণশিশুকে ল'য়ে যজ্ঞে আহুতি দিবি, আমার জীবন সর্ব্বস্ব কুশধ্বজকে ল'য়ে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিবি, ধিক্ তোদের কল্পনায়, ধিক্ তোদের মন্ত্রণায়, ধিক্ তোদের যুক্তিতে। জগদীশ্বর ধরাধামে এ পর্য্যন্তও যে তোদের জীবদ্দশায় রেখেছেন আমি তাই আশ্চর্য্য হয়েছি, এখনও তোদের পাপাশায় যযাতি ভস্মীভূত হ'লো না, এখনও তার পাপরাজ্য ছারখার হ'লো না, পাপ যযাতির রাজ্য-শুদ্ধ রসাতলে না দিয়ে ধরিত্রী কি জন্যই যে পাপ ভার বহন কর্‌-ছেন তাই আশ্চর্য্য হয়েছি। দেখ দুর্ম্মতিগণ! হয় তোদের পাপ-দেহ হ'তে পাপ মস্তক বিচ্ছিন্ন ক'রে আমি ঐ রুধিরে অবগাহন কর্‌বো, নয় এই মুহূর্ত্তেই আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়ে নিষ্কৃতি হব, ধিক্ আমার জীবন সত্বে জীবনধন কুশধ্বজকে তোদের হস্তে অর্পণ কর্‌বো না।

ধীরধ্বজ। দেখ্! ভালয় ভালয় আমার মেজো দাদার হাত ছেড়ে দে, নইলে বাবাকে আমি এখনি ব'লে দেবো।

কুশধ্বজ। (বলদেবের প্রতি) বাপু! তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও, এরূপ ক'রে আমাকে তোমায় ধরে নিয়ে যেতে হবে না, একটুখানি স্থির হও, আমার পিতা মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রবোধ দিয়ে আমি স্বইচ্ছাতেই তোমা-দের সহিত গমন কর্‌ছি।

বলদেব। উত্তম! তোমারই কথা রক্ষা করি। (হস্তমোচন করণ)

কুশধ্বজ। (বন্ধন মোচন প্রাপ্তে অগ্রজ ধীরধ্বজের প্রতি)




দাদা। আমি বিনয় করি, আমার বাক্য রাখ, ক্রোধ সাম্য কর, একটু শান্ত হও। (রাজ সহকারীদিগের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ) এই নিরাপরাধী মহাশয়দের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ক'রো না, (ব্যোপ-দেবকে দেখাইয়া) ধর্ম্মের আকর দয়ার সাগর, সর্ব্বগুণে গুণান্বিত এই মহাত্মাটী সামান্য ব্যক্তি নন, ইনি মহারাজ যযাতির প্রধান অমাত্য, ঐ মহাত্মার সুযশ ও সুকীর্ত্তি বহুদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিত হয়েছে এবং ঐ গুণময়ের গুণরাশিতে প্রজা সকলে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে কালক্ষেপ কর্‌ছেন। তাই বলি দাদা। সামান্য কারণে ক্রোধাবেশে ওরূপ ব্যক্তিকে দুর্ব্বাক্য বলায় কেবল আপনাকে দূষিত করা বই আর কিছুই ফলোদয় নাই, আর আমরা যাঁর রাজ্যে বাস করি, যিনি আমাদের রাজা, যিনি আমাদের রক্ষণা-বেক্ষণের কর্ত্তা, তিনি ঈশ্বর তুল্য, তিনি আমাদের পিতৃতুল্য হচ্ছেন। দাদা। তাই বলি, সেই ক্ষত্র-চূড়ামণি ধর্ম্মাত্মা মহারাজ যযাতির প্রতি দূষিত বাক্য ব'লে আমাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিও না, দাদা। প্রজা হ'য়ে যাঁর মঙ্গল কামনায় সেই জগদীশ্বর পরমব্রহ্মের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করা উচিত সেই রাজাকে অভিসম্পাত করা কি যুক্তিযুক্ত? প্রজা হ'য়ে রাজার প্রতি সন্তানের ন্যায় নম্রতা হওয়া আর জগদীশ্বরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য কার্য্য। রাজার সুখেই যখন প্রজার সুখ, তখন প্রতি কার্য্যে প্রতি বাক্যে হিতচিন্তা করাই প্রজার কর্ত্তব্য কার্য্য। ছিঃ দাদা! ও কথা আর ব'লো না, যে কথায় লোকনিন্দা হয়, যে কথায় রাজদ্বেষ হয়, যে কথায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, সে কথাটি আর মুখে এনো না, দাদা। যদি বল তোমার মমতায়, তোমার শোকে হিতাহিত রহিত হয়েছি, সেটিও কেবল ভ্রম মাত্র। নাট্যশালার ন্যায়, রঙ্গ-স্থলের ন্যায়, অনিত্য সংসারে শোক, তাপ, মায়া ও মোহরূপ




জালে জড়ীভূত হওয়া কি সৎজ্ঞানীর কার্য্য। দাদা! দেখ দেখি যে গৃহে আজ একব্যক্তিকে দেখা যায়, কিছু দিন পরে আবার সেই গৃহ বহু পরিবারে পরিপূর্ণ হয়, আবার যে গৃহ আজ বহু পরিজনকে পরিপুরিত দেখা যায়, সেই গৃহে কিছু সময় পরে সামান্য জন মাত্র। কিছুকাল পরে সেই গৃহে প্রাণীমাত্রও অদৃশ্য হইয়া সেই সুরম্য বৃহৎ অট্টালিকা কেবল সমভূমি মাত্র দেখা যায়। তাই বলি, এই ছায়াবাজীর ন্যায় সংসারে আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভাই, আমার বনিতা ও আমার সন্তান ব'লে অকারণ মায়ামোহ তিমিরে আচ্ছন্ন কেন? দাদা! বৃথা মায়া বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে সেই জগচ্চিন্তামণি সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমব্রহ্মোতেই মনোনিবেশ কর। দাদা! আর কেন? আর না, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের নিমিত্ত আর স্পৃহা ক'রো না, স্পৃহার শান্তি কর, চিত্তকে নির্ম্মল কর, যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হ'লে ত্রৈলোক্য রাজ্যরূপ মহাবৈভবও অসুখের কারণ বা তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হ'লে ভয়ঙ্কর যমযন্ত্রণা হ'তে নিস্তার হয়, অনিত্য ভোগ বাসনা পরিত্যাগ ক'রে সেই জ্ঞান সাধনের জন্যই সদত যত্নবান হও।

গীত।

আর—কেন দাদা কেন বৃথা বাসনা।
ত্যজি এ কামনা কর নিত্যধনে সাধনা॥
সর্ব্ব সুখ পরিহরি, বল সদা হরি হরি, কাল হর গো,—
দাদা! হরিনামের ভ্যালা ধ'রে ভবপারে চল না।
দাদা! বল বল হরেকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ঘুচাবেন কষ্ট,
দাদা গো,—
যাইবে আনন্দধামে, যাবে যম যন্ত্রণা॥

দাদা ভোজবাজীর ন্যায় অনিত্য সংসারের মায়ামোহে জড়ীভূত হওয়ায় কেবল অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হওয়ার কিছুই সম্ভাবনা নাই, কার জন্য মায়া কর? কেহ কারই নয়—দাদা। এ সংসারে কেহ কার নয়, পিতা বল মাতা বল ভ্রাতা বল বনিতা বল এ সংসারে কেহ কারই নয়, ভেবে দেখুন! জীব জন্মকালীন জননীজঠরে যখন অপরিসীম যাতনাভোগী হয়, তখন এই সকল পরিবার মধ্যে রক্ষার জন্য কেহই উপায় পায় না, আবার মৃত্যুকালে যখন ততোধিক যাতনায় লিপ্ত হয়, তখন কত সাধের কত যত্নের কত স্নেহের প্রাণ তুল্য সন্তান হ'তেও প্রাণ রক্ষার উপায় হয় না। ছায়া তুল্য অর্দ্ধাঙ্গিনী রমণীও তখন বিভিন্ন এবং অদৃশ্য হয়, প্রাণসম ভ্রাতাগণের সহিত সম্বন্ধ রহিত হয়, ভগবৎ মায়ায় কেবল ক্ষণকালীন শোক তাপের পর সমস্তই বিস্মৃতি হ'য়ে যায়। তাই বলি দাদা! এ সংসারে কেহ কারই নয়, কিছুকাল পরে কাহারও সহিত কাহারই সম্পর্ক থাকে না। দাদা! সকলই মিথ্যা, মিথ্যাপথ পরিত্যাগ ক'রে সত্যপথের অন্বেষণ কর। অকুল ভবসমুদ্র হ'তে যদি কুল পাবার উপায় চাও, তবে ভবভয়নিবারী অকুলের কাণ্ডারী বৈকুণ্ঠবিহারী সেই হরিচরণেই মন প্রাণ অর্পণ কর। যাঁর কৃপায় জন্ম মৃত্যু দূরে যায়, যাঁর কৃপায় জঠরযাতনা হ'তে নিষ্কৃতি হয়, যাঁর কৃপায় জীব মুক্তিপদ প্রাপ্ত হ'য়ে পরমব্রহ্মে লিপ্ত হয়, দাদা! সকল কামনা পরিত্যাগ ক'রে কেবল সেই অনন্ত অজর স্বপ্রকাশ পরম ব্রহ্মের চিন্তাতেই নিমগ্ন হও, আমি তোমার, তুমি আমার বলা ভ্রমরূপ অন্ধকার পরিত্যাগ ক'রে সংসার বন্ধন হ'তে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কর।

বীরধ্বজ। সত্য ভাই! তুই যা বল্লি তা সত্য, কেউ কারই নয়, এখন আর কেউ কারই নয়, তুইও আমার ভাই নস্, আমিও

তোর দাদা নই, (ধীরধ্বজকে দেখাইয়া) আর এই ধীরধ্বজ আমারও নয় আর তোরও নয়। কুশি রে! (বক্ষে করাঘাত) বুক যদি ফেটে যায়, বুক যদি দ্বিধা হয়, তা হ'লে তোকে দেখাতে পারি, প্রাণের কুশি! তোয় আমায় কি সম্পর্ক তা হ'লে তোকে দেখাতে পারি, তুই আমার বুকের নিধি বুকের মাণিক কি না তা তোকে দেখাতে পারি। ওরে কুশি! প্রাণের কুশি! প্রাণের ভাই আজ কেন ভাই তুই এমন প্রাণঘাতক হলি? আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হ'লি? প্রাণের কুশি! কি জন্য ভাই প্রাণে ব্যথা দিলি? হাঁরে বিশ্বাসঘাতক। তোকে ভালবেসে যত্ন ক'রে কণ্ঠভূষণের ন্যায় যেমন যত্নে রেখেছিলাম, তেম্নি বুঝি কণ্ঠস্থিত কণ্ঠহারের পরিবর্ত্তে আজ খলরূপ ভুজঙ্গ হ'য়ে আমার কণ্ঠদেশে দংশন করলি, উঃ—কি কঠিন হ'লি, কেন এমন কঠিন হ'লি? ননীর পুতুল কমল কুশি! আজ কেন ভাই পাষাণ হ'লি? (কুশধ্বজের গ্রীবা ধারণ) কুশধ্বজ! আজ যেন ভাই পর হয়েছিস্ কিন্তু ইতিপূর্ব্বে এই পরকে তো দাদা ব'লে ডেকেছিলি, দাদা ব'লে মান্য করে-ছিলি, আহারের সময় আগে আমার আহার হ'লে তবে তো ভাই আহার করেছিলি, যে দাদাকে নিমেষ অদর্শন হ'লে জগৎ আঁধার দেখতিস্, সেই দাদার প্রতি আজ কেন ভাই এমন হ'লি, কার চক্রে কার কুহকে সেই দাদাকে আজ বিষ জ্ঞান করলি? কার মায়াতে সংসারের মায়া আজ বিস্মৃত হ'লি? কুশি রে! আর জ্বালাস্‌নে আর কাঁদাস্‌নে ভাই! ক্ষান্ত হ', আর বিপক্ষ হাঁসাস্‌নে, তুই আমার কোথায় যাবি, আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি, তোর প্রাণের ভাই ধীরধ্বজকে রেখে কোথায় যাবি, তোর ধীরধ্বজকে কাঁদিয়ে কোথায় যাবি, কার কাছে রেখে যাবি? (ধীরধ্বজের হস্ত ধারণ করিয়া) এই নে তোর প্রাণতুল্য ভালবাসা ধীরধ্বজ ধনকে

কোলে নে ভাই! আমি তোর জ্যেষ্ঠ হ'য়ে তোর হাতে ধরি বিনয় করি ক্ষান্ত হ'।

ধীরধ্বজ। (কুশধ্বজের কটি ধারণপূর্ব্বক) মেজ দাদা! আজ কেন তুমি এমন হয়েছ? কেন দাদা! কোথায় যাচ্ছ? কার উপর দাদা রাগ করেছ, খাবার সময় আমি কিছু বেশি খাই ব'লে আমার উপর রাগ বুঝি রাগ ক'রে যেতে চাচ্ছ? মেজ দাদা! যেও না, এবার থেকে মাকে ব'লে তোমাকে বেশী ক'রে খেতে দেবো, আমি এবার কম ক'রে খাব, মেজ দাদা! যেও না, আমাকে রেখে তুমি কোথাও যেও না, আমি তোমাকে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পার্‌বো না, আমি কাঁদ্‌বো, তুমি চ'লে গেলে আমি কাঁদ্‌বো, আমি কিছু খাব না, আমি কাঁদ্‌বো, মেজো দাদা! আমায় কোলে নাও, তুমি কোথাও যেও না, আমায় কোলে নাও, মেজ দাদা! তোমার কোলে ব'সে গলা ধরে আমি ঘুমাবো, আমায় কোলে নাও।

কুশধ্বজ। (ধীরধ্বজকে কোলে লইয়া স্বগতঃ) কি হ'লো, আবার যে মায়া এলো, আবার কেন মমতা এলো, আবার কেন প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো. ধীরধ্বজের মুখ দেখে আবার কেন বুক ফেটে যেতে লাগ্‌লো। হরি হে! এ আবার কি কর্‌লে, আমায় ভ্রাতৃস্নেহ শৃঙ্খলে বন্ধন কর্‌লে? চক্রধারি! সংসার চক্রে আবার মায়ায় ঘূর্ণিত কর্‌লে, যোগীগণে যখন ঐশ্বর্য্য রাজসুখ ইত্যাদি সংসারকে বিষজ্ঞানে পরিত্যক্ত করেছে, বিচক্ষণ জনে যখন কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য ইত্যাদিকে পরাজয় ক'রে সংসারজাল ছেদন পূর্ব্বক পরাৎপর পরমব্রহ্মে আশ্রয় লাভ করেছেন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ আদি ভক্তগণ যখন ভক্তিজোরে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তখন ভক্তিহীন, ভজনহীন ও জ্ঞানহীন পাপাত্মা কুশধ্বজকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আর নিক্ষিপ্ত রেখেছেন কেন? পতঙ্গের ন্যায় সংসাররূপ

অগ্নি মধ্যে আর দগ্ধ কচ্ছেন কেন? দীননাথ! দীনের প্রতি আর নিদয় কেন?

গীত।

হরি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু দাও হে চরণ তরী
তুমি ভবপারে নাও আমারে ভবের কাণ্ডারী॥
আমার কেউ নাই হে,—
বাঁকা সখা তোমা বিনে সখা কেউ নাই হে,—
ভজন পূজন হীন, আমি অতি মূঢ় জন,
কিছু জানি না হে,—
অনাথের নাথ ও দীননাথ, কিছু জানি না হে,—
রাখ নিজ গুণে, শ্রীচরণে, এ দীনে শ্রীহরি॥

অন্নপূর্ণা। (কুশধ্বজের প্রতি) হ্যাঁরে কুশধ্বজ! এখনও কি বাপ্‌, তোর মায়া হয় না? ননীর পুতুল ধীরধ্বজের কাতর মুখ দেখে, চক্ষের জল দেখে এখনও কি তোর চক্ষে জল এলো না? কেমন ক'রে ত্যাগ কর্‌বি বাপ্‌। যে ধীরধ্বজ না হ'লে তোর ভোজনে অসুখ হ'তো, যে ধীরধ্বজ না হ'লে শয়নে অসুখ হ'তো, যে ধীরধ্বজের কান্না দেখ্‌লে তোর চক্ষেও কান্না আস্‌তো, এমন ভালবাসা, এমন প্রাণের ভাইকে কেমন ক'রে ছেড়ে যাবি বাপ্‌! এমন ভালবাসা ধনকে কেমন ক'রে কাঁদিয়ে যাবি বাপ্‌! তোর প্রাণের ধীরধ্বজকে কার কাছে রেখে যাবি বাপ্‌! কথা কচ্ছিসনে যে, চুপ ক'রে থাক্‌লি যে, আর কি কথা কইবিনে, তোর অভাগিনী মায়ের সনে আর কথা কইবি নে, কথা না কইলি ব'লেই কি তোকে ছেড়ে দেবো, তা কখনই দেবো না, হিয়ার মাণিক! তোমায় ল'য়ে আমি হিয়ায় গেঁথে রাখ্‌বো, কখনই ছেড়ে দেবো না।

কুশধ্বজ। মা! বৃথা শোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে, বৃথা চিন্তায় বৃথা

কার্য্যে সময় নষ্ট কর্‌ছেন কেন মা। আমার সংসার, আমার সন্তান ব'লে পরিতাপ না ক'রে সংসারভ্রম পরিত্যাগ ক'রে সেই সারাৎসার কালদমনের চিন্তা ক'রে কালভয়ের উপায় কর না মা। ভেবে দেখ তুমি যেন আমার মা, তেম্‌নি আবার তোমার একটি মা ছিল, আবার তোমার মায়েরও একটি মা ছিল। আর পরস্পর সকলের প্রতি সকলের স্নেহও এইরূপ ছিল, কিন্তু এখন তারা কোথায় গেল মা। এখন তাঁদের সেই মমতা কোথায় গেল মা। এখন তাঁদের সেই স্নেহ কোথায় গেল মা। তোমার সেই স্নেহময়ী যত্নকারিণী জননীকে অদর্শন হ'য়ে কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধরেছ। সেই যত্ন, সেই মায়া, সেই মমতা, কেমন ক'রে ভুলে আছ? তেমন মাকে হারা হ'য়ে কেমন ক'রে সংসার কার্য্যে লিপ্ত আছ মা। তোমার জননীর জন্য আর কি তোমার মনোকষ্ট আছে মা। আর কি তোমার অন্তরে কোন শোক চিহ্ন আছে মা। এ সংসার কেবল ঐরূপই জান্‌বেন, এ সংসারে সকলই ভ্রম। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার বনিতা, আমার সন্তান, কেবল সকলই ভ্রম। পরিজনের কথা দূরে থাক, আপনার এই ক্ষণিক দেহের সহিতই আপনার সম্বন্ধ নাই। পিঞ্জরস্থ বিহঙ্গের ন্যায় জীবাত্মা যখন প্রস্থান কর্‌বে, তখন হস্ত পদাদি দেহ সকল অগ্নিস্বত্বে ভস্মীভূত হ'য়ে সকলের সহিত সকলের বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে, তাই বলি। ভ্রমবশে মায়ামোহাদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আমার আমার ক'রে সকল দিক নষ্ট কর্‌ছো কেন মা? বৃথা সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রে যমযাতনানিবারী ভবকাণ্ডারী সেই হরিচরণে সম্বন্ধ রাখ মা। যাঁর ইচ্ছায় জীবের জন্ম, যাঁর ইচ্ছায় মৃত্যু, যাঁর ইচ্ছায় সুখ দুঃখ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সেই ইচ্ছাময়ের চরণে চিন্তা রেখে স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য চিন্তায় ক্ষান্ত হও মা। যে পুত্রকে জননী নানারূপ ক্লেশ প্রাপ্ত

হ'য়ে লালন পালন ক'রে সেই পুত্রের দ্বারায় অন্তিমকালে পিতা-মাতার বিন্দুমাত্রও উপকার দর্শে না। তাই বলি! বৃথা শোক পরিত্যাগ ক'রে, কৃষ্ণচরণারবিন্দেই কেবল মন প্রাণ সমর্পণ কর।

অন্নপূর্ণা। বাপ্! যা বল্‌লে তা সকলই সত্য, কিন্তু অবোধ মন তো প্রবোধ মান্‌ছে না বাপ্?

অন্ন। কেমনে ভুলিব যাদু ও চাঁদবদন।

কুশ। অন্তরেতে অন্তর্য্যামী করিবে স্মরণ॥

অন্ন। পিতা মাতা ভ্রাতা স্নেহ কেমনে ভুলিবে।

কুশ। জগতের পিতা হরি অজ্ঞান নাশিবে॥

অন্ন। দহিবে যখন মোরে শোক-হুতাশন।

কুশ। হৃদিপদ্মে জলশায়ী করিবে দর্শন॥

অন্ন। তোমা ধনে যজ্ঞস্থলে লইবে যখন।

কুশ। ষড়দলে যজ্ঞেশ্বরে করিব দর্শন॥

অন্ন। কোমলাঙ্গে অসিঘাত কেমনে সহিবে।

কুশ। স'পিয়াছি অঙ্গ যাঁরে তিনিই বুঝিবে॥

অন্ন। কেমনে অনলে বাছা হইবি পতন।

কুশ। ধন্য হব অগ্নি যদি করেন গ্রহণ॥

অন্ন। তবে মায়ে সত্য কথা বল দেখি শুনি।

কুশ। সত্য ভিন্ন মিথ্যা মা গো কভু নাহি জানি॥

অন্ন। হেন তত্ত্বজ্ঞান তুমি কেমনে পাইলে।

কুশ। মিলিবে জননী হৃদিপদ্মে সন্ধানিলে॥

অন্নপূর্ণা। বাছা কুশধ্বজ! তুই যথা ইচ্ছা তথা গমন কর, আর আমি তোকে নিবারণ কর্‌বো না, কিন্তু বাপ্! একটি কাজ করিস্, যদি আমাকে তোর জননী বলে মনে থাকে, (কুশধ্বজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আপন মস্তকে লগুন) তবে দেখিস্ বাপ্!

আমার মাথার দিব্য লাগে এই করিস্ তোর সেই অজ্ঞানান্ধহারী হরিচরণে যেন আমার মতি হয়।

কুশধ্বজ। মা গো! বড় সন্তুষ্ট হ'লেম, তোমার বাক্য শুনে যার পর নাই আনন্দিত হ'লেম মা! তোমার যেরূপ মতি হয়েছে, সেই ভক্তবৎসল বনমালীর কৃপা ভিন্ন কি কার এরূপ সুমতি ঘটে থাকে? মা! (প্রণাম) আশীর্ব্বাদ করুন্, আমি আসি। (ব্যোপদেব ইত্যাদির প্রতি) মহাশয়গণ! তবে চলুন।

[কুশধ্বজের সহিত ব্যোপদেব ইত্যাদির প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা। [স্বগতঃ] সত্য সত্যই কি গেল, আমার হিয়ার মাণিক কোথায় গেল? আমার অন্ধের নড়ী কোথায় গেল? বাপ্ রে! আর কি ঘরে আস্‌বিনে, আরকি দেখা দিবিনে, তোর দুঃখিনী মাকে মা ব'লে আর কি ডাকবিনে?

গীত।—কীর্ত্তনাঙ্গ সুর।

যাদু,—জনমেরি তরে, ত্যজিয়ে আমারে,
কোথা রে চলিয়ে গেলি।
ওরে দুঃখিনীর ধন, জীবন রতন, কেন রে নিদয় হ'লি॥
আর কি আস্‌বিনে নে রে—আমার আশা কি বাপ ঘুচাইলি,
জনমের মত ফাঁকি দিলি॥
যাদু—কি দুঃখ পাইয়ে, গেলি পলাইয়ে, হৃদয় পিঞ্জর ছাড়ি॥
হ'লো, তো বিনে আমার, সকলি আঁধার, সব শূন্যময় হেরি।
কোথায় পলাইলি,—হৃদ্‌পিঞ্জর শূন্য ক'রে,
প্রাণ বিহঙ্গ রঙ্গ ক'রে কোথায় পলাইলি॥
কে রে—হরিয়ে লইলি, নয়ন-পুতুলী-কে সাধিলি হেন বাদ।
আমার যত মনো আশা, করিলি নৈরাশা, হরিষে হ'লো বিষাদ॥
আশা ফুরালরে,—এ জনমের মত, মনের আশা মনে রইলো।
আমি হৃদিক্ষেত্রোপরে, অতি যত্ন ক'রে, কুশি-লতা রোপেছিনু।

তাহে না ফলিল ফল, অমৃতে গরল, বিষানলেতে পুরিনু।
প্রাণ জ্বলে গেলরে,—অভাগিনীর এ প্রাণ জ্বালালি জনমের মত।
হেরি,—সকলি আঁধার, তুই রে আমার, ছিলি হৃদয়ের শশী।
রাহু গ্রাসিল রে,—আমার হৃদয়চাঁদে, নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ চাঁদে॥

(ক্ষিপ্তের ন্যায়) সব গেল, জগৎ আঁধার হ'লো, তিমির মেঘে কুশিচাঁদ আমার ঢেকে গেল, জ্বলে গেল, সব জ্বলে গেল, বাড়ীখানা শ্মশানময় হ'লো, কি অন্ধকার! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! (সচকিতে) উঃ ঐ যে আবার জ্বলে উঠ্‌লো, কি তেজ! কি আগুনের শিখা! উঃ— আমার বুকের ভিতর এই যে আগুন ঢুকেছে, জ্বলে মলেম, বুক জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, বুক যে পুড়ে গেল, কুশধ্বজ আমার কলস ল'য়ে জল আন্‌তে গেছে, জল দিলেই এখনি নিবিয়ে যাবে, না হয় কুশি আমার বুক টা চেপে ধর্‌লেই ঠাণ্ডা হবে। কই, এখনও যে এলোনা, তবে দেখি একবার ছেলে আমার কোথায় গেল। [বেগে প্রস্থান।

বীরধ্বজ ও ধীরধ্বজ। (জনার্দ্দনের প্রতি) বাবা! সর্ব্বনাশ হ'লো, মা ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রলাপ বক্‌তে বক্‌তে কোথায় চলে গেল!

[উভয়ের দ্রুতবেগে প্রস্থান।

জনার্দ্দন। হরি হে! সকলই তোমার ইচ্ছা, আমার এ বংশ নির্ব্বংশ জন্য ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ভিন্ন, এ সকল দুর্ঘটনাগুলি উপস্থিত হবে কেন? যাঁর কটাক্ষে জগৎ সৃজন হয়, যাঁর কটাক্ষে জগৎ ভস্মময় হয়, তাঁর অসাধ্য কি আছে। কাকেও ভূস্বামী কর্‌ছেন, কাকেও পথের ভিখারী কর্‌ছেন, কোন বংশ উজ্জ্বল, কোন বংশ ধ্বংশ, তিনি যেরূপ ইচ্ছা কর্‌ছেন তাই হচ্ছে, তার জন্য আমার আর আতিঙ্কা কি আছে? যাই হোক্ অভাগিনীটে কোথায় গেল অন্বেষণ করি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যযাতি-রাজপুরী,—যজ্ঞাগার।

যযাতি, সযাতি, সত্যানন্দ ও কুশধ্বজ আসীন।

যযাতি। হবে না, আমা হ'তে হবে না, ভাই সযাতি। আর জ্বালিও না, আর অনুরোধ ক'রো না, ও কথাটি আর ব'লো না। জ্ব'লে যায়, বুক জ্ব'লে যায়, (কুশধ্বজের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ) ঐ চাঁদমুখখানি দেখ্‌লেই বুক যে জ্ব'লে যায়, অসি ধারণ করা দূরে থাক্, অমন সুশীল সুধীর সোনার পুতুলটির প্রতি অস্ত্রাঘাতের কথা মনে হ'লেই যে, কে যেন আমার বক্ষঃমধ্যে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে থাকে, তাই বলি ভাই। আমা হ'তে তা হবে না, কেবল আমি কেন? জগতীতলে এমন নিষ্ঠুর এমন নির্দ্দয় এমন দুর্ম্মতি কেহ নাই যে ঐ চাঁদমুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে শান্তি এবং করুণার উদয় না হয়। সযাতি। অমন রূপের খণি গুণের সাগর মাধুর্য্যের আধার আর তো দেখা যায় না? মানব দেহের যত সুমঙ্গল চিহ্ন তা এই বালকেই সম্ভবে, এ বালকের সমযোগ্য ধরাধামে অতি দুষ্প্রাপ্য, আজ কি গগনচাঁদ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন? কি আশ্চর্য্য। তা নইলে এর জ্যোতিতে ক'রে আমাদের রাজপুরী এবং যজ্ঞস্থল আলোকিত হ'লো কেন? সযাতি। তোমায় বল্‌তে কি ভাই। এই ব্রাহ্মণ কুমারটিকে দর্শন ক'রেই আমি যজ্ঞ কল্পনা বিসর্জ্জন দিয়েছি, আর মনে ভেবেছি, এই সমস্ত রাজ্য ধন ঐ চরণে অর্পণ ক'রে কাননে গিয়ে জীবনকে কৃতার্থ করি। বলি-যজ্ঞে বামনদেবের

গমন মাত্রেই যেমন দানবপতি সেই জগৎপতিকে রাজ্য ধন সহিত নিজ মস্তক পর্য্যন্ত সেই চরণে অর্পণ ক'রে তাবৎকালের জন্য ধন্য হয়েছিলেন, সেইরূপ আমার সামান্য রাজ্যধন সহিত পাপময় জীবন পর্য্যন্ত ঐ চরণে অর্পণ করেছি, আমার এ কল্পনায় যদি কেহ প্রতিবন্ধক হও, তবে এ পাপরাজ্য উচ্ছন্নই হোক্, পিতৃগণের অধো-গতিই হোক্, কি এই ঘৃণাকর যজ্ঞই পণ্ড হোক্ তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও না ক'রে এই দণ্ডেই এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর্‌বো।

যযাতি। [স্বগতঃ] কি সর্ব্বনাশ! যেরূপ অধৈর্য্য হয়েছেন, এতে ক'রে আর তো রাজ্য রক্ষা হয় না, পিতারও মুক্তি হয় না, যজ্ঞটাও পণ্ড হয়, নিতান্তই কি আমাদের প্রতি গ্রহ বৈগুণ্য হয়েছেন, নইলে গুরুবাক্যে যজ্ঞেতেও সম্মত হলেম, সমস্ত আয়োজনও হ'লো, অপ্রাপ্য ব্রাহ্মণ শিশুও পাওয়া গেল, এ সমস্ত হ'য়েও আবার অমৃতে গরল কেন? আবার মতি ফিরে এমন মতি হ'লো কেন? হায় কি হ'লো! এত দিনে কি নহুষবংশ বিলুপ্ত হ'লো! নিতান্তই কি আজ নিষ্কলঙ্ক ক্ষত্রকুলে কলঙ্ক স্পর্শ হ'লো। (যযাতির প্রতি) মহারাজ! ও মতের বিপরীত জন্য সম্মুখস্থ হ'য়ে আপত্য করায় এ দাস ক্ষমতাহীন, তত্রাচ নিজগুণে ক্ষমা ক'রে ভৃত্যের কয়েকটি কথা কর্ণস্থ হ'য়ে চিরবাধিত করুন্। আপনি মহাজ্ঞানী মহাত্মা হ'য়ে আজ গুরুবাক্যে প্রতিবন্ধক এবং ক্ষত্রধর্ম্ম উলঙ্ঘন করার কারণ কি? নিতান্তই কি আর এ বংশের নিস্তার নাই? মহারাজ! নইলে অমৃতে বিষোৎপন্ন কেন? সৌগন্ধিত চন্দনে দুর্গন্ধ কেন? নিষ্কলঙ্ক যযাতি চাঁদে কলঙ্ক কেন?

নেপথ্যে গীত।

দেখা দে—দেখা দে—দেখা দে—দেখা দে।
আয় করি কোলে, ডাক্‌ দাদা ব'লে, যায় প্রাণ জ্বলে বিষাদে॥

যযাতি । (সচকিতে) কি হ'লো ! এ আর্ত্তনাদ করে কে ? (মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ ।)

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

নয়ন-পুতলি কোথা রে-লুকালি, দুঃখে ফাটে বুক তবু না আইলি,—
অন্ধ হ'লো পিতা, অন্ধ হ'লো মাতা, তোর তরে সদা কেঁদে কেঁদে ॥

উঃ ! কি যাতনা, অসহ্য অনুতাপ, কি মর্ম্মান্তিক অনুশোচনা সযাতি ! শুন্‌তে পাচ্ছ ভাই ? আহা ! কোন ব্যক্তির ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, বিপদাপন্ন হ'য়ে ঐ শোকে আর্ত্তনাদে হাহাকার করছে । একবার বল্‌ছে দেখা দে, প্রাণ জ্ব'লে যায়, একবার বল্‌ছে তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে তোর পিতা মাতা উভয়ে নয়ন হারা হয়েছি । দেখ ভাই সযাতি, একবার দেখ, অসহ্যযুক্ত রোদন শ্রবণ ক'রে আমার অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা হয়েছে, আমি অত্যন্ত অস্থির হয়েছি । (সচকিতে অঙ্গুলি দেখাইয়া) ঐ আবার শোন ?

নেপথ্যে গীত ।

ওরে,—সোণার যাদু আয় করি কোলে ।
একবার আয় রে বাছা, জীবন বাঁচা, চাঁদ মুখে ডাক মা বলে ॥
অনশনে উপবাস করি, প্রাণপণে যতনে পূজেছিলাম শঙ্করী,
তবে দয়া করিলেন গৌরী,—
কত সাধন ক'রে, পেলাম তোরে, এই হ'লো কি সেই ফলে ॥

দেখা দিলিনে, কঠিন হ'লি, তুই যে আমার ননীর পুতুল, তবে কেন বাপ্‌ কঠিন হ'লি । জীবনধন ! তোর জন্যে আমরা যে বাপ্‌ নিধন প্রায় হলেম, তবু দেখা দিলিনে, নয়নতারা । তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে আমরা যে বাপ, আমরা যে নয়ন হারা হলেম, তবু কি দেখা দিবিনে । ওরে যত্নের ধন ! জন্মের মত আর কি কোলে

এলিনে, বুকের মাণিক। চাঁদমুখে কি মা ব'লে আর ডাক্‌লিনে, ও বাপ্ দ্বারপাল! একবার দ্বার ছেড়ে দে বাপ্! ওরে! আমরা কাঙ্গালিনী নই, তোদের যজ্ঞস্থলে কিঞ্চিৎ ভিক্ষার জন্যও যেতে চাইনে বাপ্, এবং অস্পৃশীয় নীচ জাতিও নই, আমরা দুটি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বাপ্ আর বালক দুটি আমাদের সন্তান হ'চ্চে বাপ্! হাঁরে দ্বারি! প্রতি রাজগৃহে, প্রতি যজ্ঞস্থলে, ব্রাহ্মণদের জন্য তো দ্বার আববিত আছে বাপ্! তবে আজ সময় গুণে, দুর্ভাগিনীর ভাগ্য গুণে কি নিবারিত হ'লো? আর কষ্ট দিস্‌নে বাপ! আর আমাদিগে কাঁদাস্‌নে বাপ! একবার দ্বারটা ছেড়ে দে রে, একবার যজ্ঞস্থলটি দেখা রে! যদি নিতান্তই দ্বারী দুরান্ত হবি, নিতান্তই আমাদের বিমুখ কর্‌বি, তবে এ মুখ তো আর দেখাবো না, এ মুখ ল'য়ে আর তো কোথাও যাবো না, তোর সম্মুখেই এ জীবন পরিত্যাগ ক'রে, এই কষ্ট হ'তে পরিত্রাণ পাবো।

যযাতি। ঐ শোন, সযাতি ঐ শোন, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শোন, ঐ প্রাণনাশক আর্ত্তনাদ শোন, আহা! ও কি অনুতাপ, ও যে মর্ম্মান্তিক অনুতাপ, সযাতি! কি শুন্‌ছ ভাই, কিছু বুঝেছ? এ রোদনের সূত্রপাত বুঝেছ ভাই! তুমি বোঝ আর না বোঝ, আমি বেশ বুঝেছি, উঃ—প্রাণ যে জ্ব'লে যায়, বুক যে ফেটে যায়, আর সহ্য হয় না, প্রজ্জ্বলিত মায়াগ্নিতে আমায় দগ্ধ কর্‌লে, আর সহ্য হয় না? ঐ দেখ! মমতারূপ ভীষণ ব্যাধিতে আমায় আক্রমণ কর্‌লে, আর সহ্য হয় না? ওঃ—ব্যাকুলিত কণ্ঠধ্বনি যত আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ হচ্ছে, ততই যেন অগ্নিস্থিত দ্রব্যের ন্যায় শ্রবণদেশ দগ্ধ হচ্ছে, হায়! বৎস হারা গাভীর ন্যায় বহির্দ্দেশস্থ কাতরোক্তিতে অহীবিষের ন্যায় ক্রমশঃ প্রবল হ'য়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরীভূত কর্‌লে, চক্ষুদ্বয়ও তিমিরময় হ'লো, কর্ণও বধির প্রাপ্ত হ'লো, সকল

ইন্দ্রিয়ই ক্রমশঃ অবশ প্রায়। এ কি কোন ক্রোধাগ্নি বিষে পীড়িত কর্‌লে? না ব্রহ্মশাপরূপ মহাস্ত্রে আক্রমিত হলেম? ওঃ—বুঝেছি সকল বুঝেছি, এতে আর হবে না কেন, এতে আর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হবে না কেন? যে ক্ষত্রবংশে, যে ক্ষত্ররাজ্যে, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কোন প্রজারই পদতলে কণ্টক মাত্রও স্পর্শ হ'তে পায় না, সেই ক্ষত্রগৃহে, সেই রাজপুরে আজ মহাপাপের আয়োজন, সেই গৃহে আজ ব্রহ্মবধের আয়োজন, সেই গৃহে আজ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অশ্রু পতন, ভাই যযাতি! এখনও কি ভাই বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? সর্ব্বনাশের সূত্রপাত এখনও কি ভাই বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? দ্বারদেশে যে কুশধ্বজের পিতা, মাতা ও ভ্রাতাগণ হাহাকারে রোদন কর্‌ছে, এখনও কি ভাই বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? (কুশধ্বজের প্রতি) বাপ্ কুশধ্বজ! স্থির ধীর গম্ভীরভাবে কেমন ক'রে দাঁড়ায়ে আছ বাপ! দ্বারদেশে তোমার পিতা মাতা যে ঐ ও বাপ একবার দেখা দে, প্রাণের কুশি দেখা দে, হারানধন একবার দেখা দে ব'লে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কর্‌ছে, তোমার অগ্রজ ঐ যে হৃদয়মাণিক কুশধ্বজ প্রাণের ভাই কুশধ্বজ, নয়নতারা কুশধ্বজ ব'লে নয়নহীন অন্ধের ন্যায়, মণিহারা ফণীর ন্যায়, সর্ব্বশূন্য দরিদ্রের মত আর্ত্তনাদ কর্‌ছে। আহা! ও রোদনে পাষাণও যে দ্রব হয়, দস্যুরও যে করুণা হয়, পাষাণ হ'তেও কঠিন হ'য়ে, দস্যু হ'তেও নির্দ্দয় হ'য়ে এখন তুমি কেমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ বাপ্! (কুশধ্বজের হস্ত ধারণ) চল! যাই চল, আর আমার যজ্ঞ সমাধায় কাজ নেই, আর আমার রাজ্যরক্ষায় কাজ নাই, আর পিতৃদেবের সদ্গতিতেও প্রয়োজন নাই, আমি আপনার পুন্নাম নরক বাসেতেও শ্রেয় জান্‌বো, তথাচ তোমা ধনে তোমার জনক জননীর কোলে দিয়ে তাঁদের ব্যথিত হৃদয় আনন্দিত ক'রে, সেই মলিন বদনে হাসি দর্শন ক'রে, তাঁদের চরণ-

রেণু মস্তকে ল'য়ে আমার পাপ জীবন আজি পরিতৃপ্ত কর্‌বো।
(কুশধ্বজের সহিত গমনোদ্যত ও সযাতি কর্ত্তৃক ধারণ।)

সযাতি। (যযাতির প্রতি) মহারাজ! দাসের অনুনয়ে একটু ক্ষান্ত হউন, আপনার ন্যায় মহতের এরূপ চঞ্চল হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শোভার হীনতা প্রাপ্ত হয়।

দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বারবান। (নতমস্তকে যযাতির প্রতি) সেলাম পৌঁছে মহারাজ!

যযাতি। সংবাদ কি দ্বারবান?

দ্বারবান। হুজুর! দেহুড়িমে এক বুড্ঢা এক বুড্ঢী আউর দোনো লেড়কা আকে হামকো ক্যা ক্যা বাংলে বোলি বাৎলায়, আউর বহুত রোনে লাগা, আউর বোলে কি বাজপুর কা যোগস্থলমে মেরা কুশ ধন হ্যায়, এহি বোল্‌কে যোগস্থলে আনে মাঙ্গে, আউর কুশ ধন, কুশ ধন বোলকে রো রোকে এক দম বাওরা মাফিক হো গেই মহারাজ। (যোড়হস্তে দণ্ডায়মান।)

যযাতি। বাপ কুশধ্বজ! এখনও কেমন ক'রে স্থির হ'য়ে আছ বাপ? তোমাব পিতা মাতার এরূপ দুরাবস্থা শুনে এখনও কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত আছ বাপ। তোমার জনক জননী যে তোমার জন্য ক্ষিপ্ত প্রায় হয়েছে বাপ! তোমার জনক জননী যে তোমার জন্য নয়নহারা হয়েছে বাপ! দীন হীন ক্ষীণার ন্যায় তোমার জন্য তাঁরা যে, হা কুশধ্বজ! হা কুশধ্বজ ব'লে পথের কাঙাল হ'য়ে বেড়াচ্ছে বাপ! চল দুঃখিনীর ধন তোমাদের দুঃখ আর আমাদের সহ্য হয় না বাপ, চল তোমায় ক্রোড়ে ল'য়ে তোমার পিতা মাতার ক্রোড়ে দিয়ে, তাঁদের চরণতলে পতিত হ'য়ে জীবন চরিতার্থ করি বাপ! চল কুশধ্বজ! চল, আর বিলম্ব ক'রোনা বাপ, চল।

কুশধ্বজ। আর কেন মহারাজ! আর কেন, আর আমায় সংসাররূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ জন্য চেষ্টিত হচ্ছেন কেন? ভয়ঙ্কর মোহচক্রে উত্তোলন ক'রে, আর আমায় ঘুর্ণিত করতে চাচ্ছেন কেন? আমি যে সংসার প্রবৃত্তকে কৃষ্ণমন্ত্রে নিবৃত্ত করেছি মহারাজ। আমি যে পিতা মাতার শ্রীচরণ হ'তে এ জন্মের মত বিদায় হয়েছি মহারাজ। সেই সর্ব্বময় সত্য সনাতনের কৃপাস্ত্রে আমি যে পিতা মাতার স্নেহরজ্জু ছেদন করেছি মহারাজ। ভ্রাতৃগণের মমতারূপ তিমির হ'তে সেই অজ্ঞানহারী বৈকুণ্ঠবিহারী হরি যে আমায় জ্ঞান-দীপক প্রদান ক'রে নিষ্কৃতি করেছেন মহারাজ! ক্ষত্রকুলনিধে সর্ব্বগুণযুক্ত। আপনার মহিমা কীর্ত্তি আমি তো পিতার নিকট অবগত আছি, অসীম জ্ঞানযুক্ত বিচারপতির সম্মুখে আমি অবিচার করবো কেমন ক'রে? পিতা মাতার নিকট আবার আমি গমন করবো কেমন ক'রে? ভূপেন্দ্র। আর কি আমি পিতা মাতার আছি, আর কি আমি স্বাধীন আছি, এখন যে আমি পরাধীন বিক্রীত বস্তু, পিতা তো আর গ্রহণ করবেন না, আর পতির ধর্ম্ম বিরুদ্ধ জন্য পতিব্রতা জননী তো আমায় নিকটে লবেন না। মহারাজ! আমি যে এখন আপনার অধীন, তবে নিজ অধীন জ্ঞানহীন বালককে বঞ্চনা ক'রে আর যন্ত্রণা দিবেন না, এই মাংস-পিণ্ডযুক্ত ক্ষণিক আয়ু দেহ যে আমার আপনাতে আশ্রয় লয়েছে, মহতাশ্রয়গুণে এ দেহ যে নরমেধ যজ্ঞে সঙ্কল্পিত হয়েছে, আপনার কৃপায় এ দেহ যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি জন্য রক্ষিত হয়েছে, হে নরপতে! হে মহাত্মন্! আপনার যত্নে আর হরির কৃপায় এ পাপাত্মার এই পাপদেহ পরোপকার জন্য গৃহীত হয়, আপনার নর-মেধ যজ্ঞে যদি সঙ্কল্পিত হয়, প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে যদি প্রক্ষেপিত হয়, তবে মহারাজ! ব্রাহ্মণসন্তান হ'য়ে কায়মনোচিত্তে বল্‌ছি,

আমাকে ধন্য ক'রে এ জগতে আপনি যার পর নাই ধন্য হবেন, এই পুণ্যফলে এই পুণ্য কীর্ত্তি আপনার চিরস্থাপিত হবে।

যযাতি। (স্বগতঃ] কি আশ্চর্য্য, কুশধ্বজ কি বালক। বালকের কি এই জ্ঞান শিক্ষা, বালকের কি এই ধৈর্য্যগুণ, বালকেব কি এই যোগযুক্তি, বালকের নীতি প্রদানে স্বপ্ন সদৃশ অকস্মাৎ যে আমার মনেব ভ্রম দূরীভূত হ'লো, কুশধ্বজের ।মষ্টবাক্যে অনিষ্টরূপ অজ্ঞান তিমির যে আমার দূরীভূত হ'লো, আজ আমি ধন্য হ'লেম, আজ আমি কৃতার্থ হ'লেম, ব্রহ্ম তুল্য ব্রাহ্মণবালককে দর্শন ক'রে আজ আমি কৃতার্থ হ'লেম, কুশধ্বজের ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ ক'রে আজ আমার জন্ম সার্থক হ'লো, কুশধ্বজের বাক্য শুনে কর্ণকুহর সুশীতল হ'লো, অজ্ঞান তিমির বিনাশ ক'রে কুশধ্বজ আজ আমাব গুরু হলেন, আমার রাজ্য জানে, কার্য্য জানে, যজ্ঞ জানে, কুশধ্বজ জানে, কুশধ্বজ ভিন্ন যযাতি আর অন্যে জানে না, (দ্বারবানের প্রতি) দ্বারবান! তুমি দ্বারদেশে গমন ক'রে দীন দরিদ্রদিগকে সান্ত্বনা করগে।

দ্বারবান। বহুত আচ্ছি জী মহারাজ! (মস্তক অবনত করিয়া) সেলাম পৌঁছে হুজুরে।

[দ্বারবানের প্রস্থান।

যযাতি। (কুশধ্বজের প্রতি) বাপ কুশধ্বজ! যোগিগণ যোগারাধ্য ক'রে যাদৃশ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, আজ তুমি নিজগুণে কৃপা ক'রে স্বইচ্ছাতেই আমার ইষ্ট হ'য়ে ততোধিক জ্ঞান প্রদান করলে বাপ! এখন আমি তোমারই বাধ্য হ'লেম, তুমিই আমার আরাধ্য হ'লে বাপ। এখন তুমি জান, আর তোমার যজ্ঞ জানে, এখন জান্‌বার মধ্যে যযাতি যা জানে তাই তোমার কাছে ভিক্ষা মাগে। বাপ! কৃপাগুণে জ্ঞানহীনে যেমন ভিক্ষা প্রদান করেছ, তেম্নি তোমার

কৃপাবলে স্নেহগুণে যেন সেই ভবসিন্ধু তারণকারী হরিচরণে মতি হয়।

গীত।

দেখো দেখো রেখো দয়াময়, অসময়, এ দীনে
সে দিনে যেন ক'রো না হে বঞ্চনা।
ভবভয়হারী হরি হর ভব যন্ত্রণা॥
অকৃতি অধম মতি, বিহীন ভকতি স্তুতি হে,
শ্রীচরণ ভিন্ন যেন অন্য না হয় বাসনা॥

(সত্যানন্দ কর্ত্তৃক যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করণ)

সত্যানন্দ। (যযাতির প্রতি) মহারাজ! এক্ষণে আর অন্য কথায় অন্যমনা না হ'য়ে এই দিকে একবার মনোনিবেশ করুন। যজ্ঞের আয়োজনাদি সমস্তই প্রস্তুত হয়েছে, রাজ-মহিষী দেবযানীকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন ক'রে স্বস্ত্রীকে উপবেশন করুন্।

যযাতি। (সত্যানন্দের প্রতি) মহিষী দেবযানীকে আনয়ন জন্য জনৈক দাসীর প্রতি আদেশ করা হয়েছে।

সত্যানন্দ। তা ভালই করেছেন (কুশধ্বজের প্রতি) ওহে বাপু কুশধ্বজ! আমি তোমায় কয়েকটি কথা বলি, বেশ ক'রে কথা কটি আমার শ্রবণ কর দেখি।

কুশধ্বজ। আজ্ঞা! কি আজ্ঞা কর্‌বেন করুন্।

সত্যানন্দ। এই ক্ষত্রিয় রাজবংশের :মহারাজ মহাত্মা নহুষ কার্য্যবশতঃ স্বর্গচ্যুত এবং শাপভ্রষ্ট হয়েছেন, অতএব তাঁর মুক্তি প্রাপ্ত জন্য নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতি এই নরমেধ নামক যজ্ঞটিতে স্বস্ত্রীক ব্রতী হয়েছেন, অতএব এই যজ্ঞের আহুতির জন্য মহারাজ

যযাতি তোমার পিতার নিকট ন্যায়যুক্ত অর্থ প্রদান ক'রে তোমায় ক্রয় ক'রে আনয়ন করেছেন, অতএব তুমি যদি নির্ভয় মনে হাস্য-বদনে বলি প্রদানিক অস্ত্রাঘাত গ্রহণ করতে পার, তা হ'লে পরে তোমা কর্তৃক মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গলময় হয়, আর তোমার ঐ পুণ্যের কারণ এই মাংসপৌণ্ডিক দেহ হ'তে মুক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে পরম ব্রহ্মেতে আশ্রয় প্রাপ্ত হবে। কিন্তু বাপ্! নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হবার এই সময়, জন্ম জরা মৃত্যুকে পরাজিত কববার এক এই সময়, এমন সময় আর পাবে না, বাপু হে! এমন সুদিন আর পাব না।

কুশধ্বজ। দেব! যে স্থলে আপন সদৃশ মহাত্মার কৃপা হ'য়ে থাকে, সে স্থলে আবার না হ'তে পারে কি? মহর্ষে! যখন মহা-রাজ মহাত্মা যযাতির প্রতি করুণাদানে আপনার শুভাগমন হয়েছে, যখন এ দাসের প্রতিও ঐ অব্যর্থ শ্রীমুখের অনুজ্ঞা প্রকাশ হয়েছে, তখন আর মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গলের বাকি আছে কি, আর অকৃত কুশধ্বজেরই বা চিন্তা আছে কি। দয়াময়! এ দাস আপনার মৃত্যুর জন্য চিন্তা করে না, এ দাস আপনার এই ক্ষণিক দেহের জন্য ক্ষণেক মাত্রও চিন্তা করে না, তবে আমার চিন্তা যা কল্পনা, যা উদ্দেশ্য ঐ চরণ কৃপায় সেই অভিলাষ যেন সিদ্ধ হয়, এই পাপদেহ যেন যেন দেবলোকের যজ্ঞভাগ জন্য এই যজ্ঞের বলি প্রদানে উৎসর্গ হয়, এ পাপদেহ যেন এই যজ্ঞ পূর্ণ জন্য এই প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, অজ্ঞান কুশধ্বজের এই দেহ হ'তে মহারাজ যযাতির যজ্ঞ পূর্ণ হ'য়ে স্বর্গীয় নহুষ দেবের শাপোদ্ধার হ'য়ে যেন মুক্তি সাধন হয়, হে মহাত্মন মহর্ষে! ঐ চরণ গুণে এ দাসের মনস্কামনা যেন পরিপূর্ণিত হয়।

সত্যানন্দ। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য, কি সুমধুর বাক্য, কি

সাধুত্ব প্রকাশ, ঈদৃশ বালকের এরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ তো ধরামধ্যে দৃশ্য হয় না। (ক্ষণেক চিন্তার পর) ওঃ—ঐ যে আমার ভ্রম, এরূপ জ্ঞানপ্রভাযুক্ত ভিন্ন ঈদৃশ প্রকারে মুক্তিপদে অভিষিক্ত হওয়া কি সামান্য বালকের সাধ্য। (কুশধ্বজের প্রতি প্রকাশ্যে) বাপ কুশধ্বজ! বাপ্ রে, তুমিই ধন্য, এ জগতীতলে তুমিই ধন্য, তোমার জন্ম ধন্য, তোমার কর্ম্ম ধন্য, বাপ! তোর সাধুত্বগুণে, তোর মাহাত্ম্যগুণে আজ তোর পিতা মাতা ধন্য হ'লো, আজ মহারাজ যযাতিও ধন্য হ'লো, অন্যের কি কথা আজ এই সত্যানন্দের দেহেও মহানন্দ উদয় হ'লো, তবে আর কেন বাপ! আর কাল বিলম্ব কেন? একবার সেই কালীয়দমনের চিন্তা ক'রে কালদমনের উপায় জন্য আর বিলম্ব কেন? হৃষ্টচিত্তে ইষ্ট চিন্তায় তৎপর হও, হৃদিক্ষেত্রে গুরুদত্ত বীজ নিক্ষিপ্ত ক'রে, কল্প-বৃক্ষের সৃজন ক'রে মুক্তি ফলের আয়োজন কর, নেত্র মুদে নাভী-পদ্মে মনোনিবেশ ক'রে নিত্যানন্দের চেতন কর, অজ্ঞানরূপ তিমিরেতে জ্ঞানদীপক উত্তেজিত করে জ্ঞানময়ের অন্বেষণ কর, বাপ রে! অকুল ভবসমুদ্রের অসহ্য ভীষণ তরঙ্গ হ'তে উত্তীর্ণকারী বৈকুণ্ঠবিহারী হরিকে একবার বদন ভরে ডেকে নাও বাপ্।

গীত।

একবার বল রে বদনে।
ডাক রে সুমধুরস্বরে শ্রীমধুসূদনে॥
বল হরেকৃষ্ণ হরে, যে নামে বিপদ হরে;
রাখ বাক্য ডাক পদ্মপলাশলোচনে।
হরিনাম মহামন্ত্র, সে নামে হইও না ভ্রান্ত,
স্থান দিবেন রাধাকান্ত, অভয় চরণে॥

কুশধ্বজ। (সত্যানন্দের প্রতি) কৃপানিধে! কৃপাময় কমলাপতির নামের মহিমা বর্ণনা করা কি আমার সাধ্য, অন্ধ জনে কি নীলকান্ত মণির যত্ন জানে, না বামনে কখনও সমুদ্র লঙ্ঘনে কৃতসাধ্য হ'য়ে থাকে, মুনিন্দ্র। জপহীন, তপহীন, তন্ত্রহীন ও মন্ত্রহীন এ হীনমতি বালক ত্রিলোকময় অন্তরের মহিমা কি জানে? ধ্রুব প্রহ্লাদাদি মহাত্মাগণ অনশনে, উপবাসে, স্পন্দহীনে, কত শত কালাবধি সাধনা ক'রেও যাঁর নিদর্শনে সক্ষম হলেন না, নারদাদি মুনি ঋষিগণে জীবন আশায় নিবৃত্ত হ'য়ে, অনলে ভীষণ ভীষণ তপস্যায় নিযুক্ত হয়েও যাঁর অসীম সীমার অন্ত পেলেন না, এই কীটানুকীট বালক হ'তে কি তাঁর তদন্ত হ'য়ে থাকে? চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে একাল পর্য্যন্ত তাঁর গুণগান ক'রেও যখন ভ্রান্ত হ'তে মুক্ত হলেন না, পঞ্চানন সেই কালশশীর ভজনা জন্য অঙ্গে ভস্মরাশি লেপ ক'রে শ্মশানবাসী হ'য়েও তাঁর আশায় মীমাংসা প্রাপ্ত হলেন না, অন্যে কি, স্বয়ং বেদ যিনি তিনিও সেই অনন্তের নাম রূপ গুণ ইত্যাদি অসীম সীমা ধারণ জন্য ত্রাসিত হয়ে থাকেন, বেদ-ময়ী বাক্‌দেবী এ পর্য্যন্ত সেই চরণের সেবিকা হ'য়েও রাতুল পদে স্বয়ং কর্ত্রী হলেন না, তবে অখিলনাথ এ অনাথ অবোধের প্রতি কি সদয় হবেন? (ঈশ্বর উদ্দেশে) দীননাথ! এ দীনের আর এ সংসারে কেহ নাই, আমি পিতা হীন, মাতা হীন, ভ্রাতা হীন, বন্ধু হীন, দীনবন্ধু! তোমা বই এ দীনের বন্ধু আর কেহই নাই।

চৌত্রিশা স্তব।

কমলা সেবিতং কৃষ্ণ কেশি কংস নাশনং।
কেশবং করুণাসিন্ধু কুঞ্জবন শোভনং॥

খগেন্দ্র বাহনং খল কালীয়ক দমনং।
ক্ষণে গৌর ক্ষণে শ্যাম নবঘন বরণং ॥
গোপীকা বল্লভং দেব গোপী মনমোহনং।
ঘূর্ণিত কুঞ্চিতং চক্রে নরক নিবারণং ॥
ঙস্বরে দেবকীক্রোড়ে স্তুতিকাস্যে ক্রন্দনং।
ঙকারে যশোদা-ক্রোড়ে বৃন্দারণ্য ক্রীড়নং ॥
চন্দনং শোভিতং অঙ্গ চন্দনং বিভূষিতং।
ছন্দনং বেদসমুদ্রং বলিরাজ ছলিতং ॥
জাহ্নবীং যমুনাতটং বংশীবটং শোভনং।
ঝলিতং বৃক্ষ কদম্বং বংশীনাদ কারণং ॥
ঞস্বরে গীতনাদঞ্চ গোপীমনো মোহিতং।
ঞস্বরে অসুরঘাতং দেবমনো রঞ্জিতং ॥
টলিতং আসনং নিত্যং মাত্র ভক্ত স্মরণং।
ঠঙ্কারে পূজিতং ভক্ত শঙ্খ ঘণ্টা নাদনং ॥
ডমকং ঢমকং ত্বং হিতং হি সর্ব্ব শোভিতং।
ঢমকীং শ্যামা রূপঞ্চ আয়ানস্য পূজিতং ॥
নয়নং মুদ্রিতং দৃশ্যং সংসারং তিমিরময়ং।
ত্বং হি দেবং পরমব্রহ্মাণ পরমাত্মামক্ষয়ং ॥
থরিতং থরিত্যং নিতং কম্পিতং এ জীবনং।
দর্শনং দেহি শ্রীকান্তং দেহি মে শ্রীচরণ ॥
ধরিত্রধারণং দেবং সৃষ্টি সংসারকারণং।
নমামি নমামি নাথং দেহি জ্ঞানং জনার্দ্দনং ॥
পঙ্কজ বরণাং লক্ষ্মী বামাঙ্গে সুশোভিতং।
ফলং দেহি ফলং দেহি বনমালা ভূষিতং ॥
বিপিনং বিহারং কৃষ্ণং সখ্যং ব্রজবালকং।

ভকতবৎসলং দেবং শ্রীরাধিকারঞ্জনং।
মোহিতং গোপীমণ্ডিতং রাসকেলী মনোহরং।
যমুনাপুলিনং নিত্য শোভিতং শ্যামসুন্দরং
রসিকং রাধিকাকান্তং রসিকং রাধামাধবং।
সভিতং ভ্রমরাভক্তং শ্রীপাদপদ্ম যাদবং॥
বক্ষে চ কমলা দেবীং বৈকুণ্ঠে সুশোভিতং।
সুন্দরং রূপ মাধুর্য্যং ভক্তমণ্ডল মোহিতং॥
হর্য্যক্ষবাহনং দেবং শক্তিরূপ ধারকং।
ক্ষমপ্রভং ক্ষমপ্রভং অজ্ঞানং ন হি সাধকং॥

গীত।

উদয় হৃদি কুঞ্জ মাঝারে নিকুঞ্জবিহারী।
বৃন্দাবন জীবন ধন যশোদা জীবন হরি॥
দেখা দাও দেখা দাও হরি হে—দেখা দাও,—
নটবর, নবকিশোর, নয়ন মনোরঞ্জন,
বঙ্কিমঠাম, বঙ্কিম শ্যাম, বঙ্কিম দুটি নয়ন।
ক্ষমভয় রাবণ, যমুনাতট শোভন, রাধিকা মনমোহন মুরারি,
ভব তব ভাবে ভিখারী॥
দেখা দাও—দেখা দাও হরি হে—দেখা দাও॥

একবার উদয় হও, আমার হৃদিক্ষেত্রে একবার উদয় হও, একবার দেখা দাও, দেখা দিবেন না, অনাথ ব'লে আমায় দেখা দিবেন না? কেন, শাস্ত্রে অনাথনাথ ব'লে আপনাকে তো সম্বোধন আছে, অনাথ সখা! তবে আজ আমার প্রতি বাঁকা কেন? আপনার আর একটি নাম শুনেছি বাঞ্ছাকল্পতরু, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি বর্ণের চারিটি ফল আপনাতে

ফলিত হ'য়ে থাকে, কিন্তু শুনেছি বটে, সকলের ভাগ্যে ও ফল প্রাপ্তব্য নয়, যিনি না কি ফলের বাঞ্ছা ক'রে ঐ বৃক্ষের অন্বেষণ ক'রে থাকে, যিনি ঐ বৃক্ষের আশ্রয় লাভ জন্য সাধকাশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকেন, যিনি দয়া, ধর্ম্ম, দান ধ্যান, তপ জপ ও হিংসা রহিত এই সকল কার্য্যগুণে ইন্দ্রিয় সকলকে পরাজিত করেছেন, সেই সাধক সেই সত্যশীল সেই মহাপুরুষ মহাকায় ভিন্ন ঐ বৃক্ষে আশ্রয় লাভ বা ফল গ্রহণে সক্ষম হয় না তা সত্য, তা ব'লে কি এই আত্মতত্ত্বহীন, দীনহীন, জ্ঞানহীন, আশ্রয়হীন কুশধ্বজকে পদাশ্রয় দেবেন না, বাঞ্ছাকল্পতরু! আমার হৃদয়ক্ষেত্রে একবার উদয় হও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, দুঃখবারণ! আমার পিতা মাতার দুঃখ নিবারণ কর, মহারাজ যযাতির মনস্কামনা পূর্ণ কর, কমলাপতি! এই যজ্ঞে উদয় হ'য়ে নরমেধযজ্ঞ সমাধা কর, মুক্তিময়! অকৃতি কুশধ্বজকে সংসার নির্ব্বন্ধন হ'তে বিমুক্ত কর।

সত্যানন্দ। (কুশধ্বজের প্রতি) ধন্য, ধন্য কুশধ্বজ! এ জগতিতলে তুমিই ধন্য, বাপ! একবার চাঁদমুখে উচৈঃস্বরে সেই বৈকুণ্ঠচাঁদকে স্মরণ ক'রে, এই যজ্ঞাগ্নিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ কর বাপ।

(কুশধ্বজ কর্ত্তৃক গীত এবং নৃত্য করিতে
করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ হওন।)

গীত।

হরি হৃদয়মাঝে উদয় হও আসি।
একবার দাও দরশন, ও নীলবরণ,
ভুবনমোহন শ্যাম-শশী।
মোহন করে মোহন বাঁশরী, বনমালা গলে দোলে বামে কিশোরী,

বাঁকা হয়ে দাঁড়াও শ্রীহরি,—
কদমে কদমতলায়, ব্রজবালায় যে রূপে হে উদাসী ॥

ভক্তবৎসল! বৃন্দাবনধামে নিকুঞ্জ-কাননে মোহনচূড়া বামে হেলা কটিবেড়া পীতধড়া মোহন বাঁশী করে লয়ে, বামে অঙ্গ হেলাইয়ে, কিশোররূপে কিশোরীকে বামে লয়ে, ভুবনমোহন! সেই অপরূপ রূপটি ধারণ ক'রে ব্রজসুন্দরীদিগকে যেমন উদাসিনী প্রায় করেছিলে আজ উন্মাদ কুশধ্বজের হৃদয়-কুঞ্জে সেই যুগল রূপে দর্শন দিয়ে এ জন্মের মত আমার জীবন মরণ সার্থককর।

দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। (সত্যানন্দের প্রতি ভূমিষ্টপূর্ব্বক) গুরুদেব! জ্ঞানহীনার প্রতি কৃপা ক'রে আশীর্ব্বাদ করুন্।

সত্যানন্দ। কল্যাণ ভব, দেবী! আপনার মনোবাসনা সম্পূর্ণ হউক, মহারাজের সর্ব্বত্রে মঙ্গল হউক, নরমেধযজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'য়ে নহুষবংশীয় মহাত্মারা স্বর্গস্থিত হউন।

দেবযানী। আপনার শ্রীচরণ কৃপায় আর শ্রীমুখের স্বস্তিবাক্যে তা সমস্তই সম্ভব, তবে ক্ষত্রিয় বংশের অদৃষ্ট।

(কুশধ্বজ কর্তৃক অগ্নি প্রদক্ষিণ ও নৃত্য গীত।)

(কীর্ত্তনাঙ্গ সুর।)

ভুবন জীবন, ভুবনমোহন, মদনমোহন বেশ।
পতিতপাবন, তারণ কারণ, হৃদি বৃন্দাবনে এস ॥
দেখা দাও হে—একবার বাঁকা হয়ে, বাঁকা সখা বাঁকা হ'য়ে।
দেবকীনন্দন, কংস নিপাতন, বৃন্দবিপিন বিহারী।
শ্যাম গুণধাম, যেন হ'য়ো না বাম, রাধা মোহন মুরারী ॥
নিদয় হ'য়োনা, অধীনের প্রতি,—যেন বাম হ'য়োনা গুণনিধি।

শ্রীরাসমণ্ডল জ্যোতি নিরমল হে,—শোভিত পূর্ণিমা শশী।
তাহে নব কামিনী, নব গোয়ালিনী হে,—যৌবনা সব ধনী মিশি॥
কিবা মিলেছে—শ্যামশশী সনে—নবমেঘে সৌদামিনী,—
কি ছার গগণশশী, কলঙ্ক রয়েছে পশি রে,—ঘেরি তারাদল মাঝে।
এ চাঁদে কলঙ্ক নাই, বামে বিনোদিনী রাই রে,—
চৌদিকে গোপিনী সাজে,—
কিবা সেজেছে রাসমণ্ডলে,—রাইচাঁদে বসায়ে বামে।
রাস রসিকবর শ্যাম রসসাগর হে,—রসিকা সনাতনী রাই।
চকোর চকোরিণী, সম শ্যাম বিনোদিনী রে,
তাহে তুলনা দিতে নাই॥
কি তুলনা আছে, ত্রিজগত মাঝে, শ্যামচাঁদে আর রাধাচাঁদে।
দেহি দরশন, দেহি শ্রীচরণ হে,—ভবভয় ভঞ্জনকারী।
হে দীন বান্ধব, শ্রীরাধামাধব হে,—দেখ দেখ দেখ হে মুরারী॥
বাম হ'য়ো না—দেখো দেখো মনে রেখো—অন্তিমে অধমের প্রতি।

(সতানন্দ প্রতি) দেব। আপনার যজ্ঞীয় কার্য্য সমস্ত সমাধিত হয়েছে।

সতানন্দ। হাঁ বৎস কুশধ্বজ! যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় নরাহুতি ভিন্ন সকলই সমাধা হয়েছে!

কুশধ্বজ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? স্বকার্য্যে প্রস্তুত হউন, কিন্তু দেব! বলিপ্রদান জন্য হাড়িকাষ্ঠ প্রয়োজন করে না এবং আপনারা কেহই আমাকে ধারণ কর্‌বেন না, আমি কেবল উপবেশন ক'রে চক্ষু মুদে যড়পদ্মে সেই পদ্মপলাশলোচনের অন্বেষণ করি, আর আপনারা কৃতকার্য্য হউন। (উপবেশন ও চক্ষু মুদ্রিত করণ এবং সতানন্দ কর্ত্তৃক কুশধ্বজের মস্তকে যজ্ঞীয় পুষ্প প্রদান ও অসিঘাতন জন্য যযাতি রাজার হস্তে অসি প্রদান করতঃ) মহারাজ! সাবধান, নির্ভয়ে ঘাতনকার্য্য সমাধা করুন্!

যযাতি। (অসি হস্তে কুশধ্বজের সম্মুখস্থ হওন ও কুশধ্বজের বদন নিরীক্ষণান্তর) ওঃ—কি দুষ্ক্রিয়া! যযাতির আজ এত দুষ্প্র-বৃত্তি? না, কোন ক্রমেই না, আমা হ'তে হবে না। (পশ্চাৎপদ হওন ও পরিতাপপূর্ব্বক) ধিক্, আমায় ধিক্, আজ এই জঘন্য কার্য্যে প্রবর্ত্ত হলেম? আমায় ধিক্, কি ভ্রান্ত! কি সাহস! কি দুর্ম্মতি! অপারক হলেম, দুষ্ক্রিয়া হ'তে ক্ষান্ত হলেম, আমা হ'তে হবে না। (দূরে অসি নিক্ষেপ।)

সযাতি। (যযাতির প্রতি) মহারাজ! এই কি আপনার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ? এই কি আপনার বীরত্ব প্রকাশ? এই স্থলেই কি কারুণ্য উদয়? ক্ষত্রিয় রাজের কি এই ব্যবস্থা, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের কি এই সুবিধি, এই ব্যবস্থাই যদি আপনার পক্ষে শ্রেয় হ'য়ে থাকে তবে নিরস্ত হউন, স্থির হউন, এই দেখুন ক্ষত্রিয়তার মর্ম্ম দেখুন, এ দাসের বীরত্ব দেখুন দেখি, হয় শরীর পতন, নয় কার্য্য সাধন। (অসিধারণ পুর্ব্বক কুশধ্বজের সম্মুখস্থ ও অসি উত্তোলন এবং ঊর্দ্ধ-হস্তে কম্পন) উঃ—প্রাণ যায়, হস্ত আর নিম্নস্থ হ'চ্ছে না, হস্তদ্বয় অবশ হ'লো, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'লো, যাদুবিদ্যা, বালকের যাদুমন্ত্র সাধন ভৌতিক, কেবল ভৌতিক, ধারণ কর, আমায় ধারণ কর, প্রাণ যায়, ম'লেম।

বলদেবের প্রবেশ ও সযাতিকে ধারণ পূর্ব্বক অসি লওন॥

যযাতি। [স্বগতঃ] কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ধন্য ধন্য সত্যাশ্রয়ী ধন্য, ধর্ম্মাশ্রয়ী ধন্য।

দেবযানী। (যযাতির প্রতি) মহারাজ! এ কার্য্যে অন্যায় অধর্ম্ম কি আছে? যে কার্য্যে গুরুদেবের অনুমতি, সে কার্য্য কি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হ'য়ে থাকে, যে কার্য্যের জন্য দৈববাণী প্রদান

হয়েছে, সে কার্য্যও কি ধর্ম্মবিরুদ্ধ হ'য়ে থাকে, তবে ঠাকুরপুত্রের অকস্মাৎ কোন ব্যাধি আক্রমণ জন্যই ওরূপ অবস্থা ঘটনা হয়েছে, মহারাজ। দাসীর কথা রাখুন, কার্য্যটি সমাধান করুন, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে পিতৃকার্য্যে তৎপর হউন, আর এ কার্য্যে নিরস্ত হ'য়ে এই নিষ্কলঙ্ক কুলে চিরদিনের জন্য কলঙ্ক নিশানটি উত্তোলন কর্‌বেন না, মহারাজ। দাসীর মিনতি রাখুন, অসি ধারণ ক'রে কার্য্য সাধনে তৎপর হউন মহারাজ?

যযাতি। মহিষী! যা বল্‌ছো তা সত্য, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যেন এ কার্য্যে ভয়ঙ্কর বিপদ ভিন্ন সুপদ জানাচ্ছে না? মহিষী! আমার মন কেমন চঞ্চলিত হয়েছে, আমার প্রাণ যেন কেঁদে উঠ্‌ছে, আজ যেন এ রাজ্যের এবং এ বংশের আর কোন রূপেই নিষ্কৃতি নাই। যাই হোক্, আজ আমি হিতাহিত রহিত হ'য়েই তোমার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি জন্য পুনশ্চ ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হলেম। (অসি ধারণ ও কুশধ্বজের নিকটস্থ হইয়া অসি উত্তোলন পূর্ব্বক নিরস্ত হওন ও সভয়ে) ক্ষমা করুন্! ক্ষমা করুন্! (ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) উঃ—কি বিকট মূর্ত্তি? কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য? ঐ আগত, ঐ সম্মুখবর্ত্তী, (প্রলাপ দর্শন) এ যে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, ওঃ! কি ভীষণাকার গদা? ওঃ! আবার ও কি অন্য হস্তে ঘূর্ণিত হ'চ্ছে? এক হস্তে গদা, এক হস্তে চক্র। (দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া) না—না, মেরো না, গদাধারী! আমি নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষীকে গদা প্রহার ক'রো না। আবার কি! আবার চক্র পরিত্যাগ কি! চক্র, কি সুতীক্ষ্ণ চক্র, কি ভয়ঙ্কর চক্র, ঐ বুঝি সুদর্শন চক্র, ক্ষমা কর সুদর্শনধারি! ক্ষমা কর! দেব ক্ষমা কর! আবার কি বন্ধন, আবার বন্ধন কর্‌বে? কার প্রতি বন্ধনের আদেশ হ'লো। ও আবার কে? উঃ! কি স্থুলাকায়, কি বিস্তারিত

চঞ্চু, কি বিশাল পক্ষদ্বয়, আপনিই বুঝি পক্ষীরাজ! মহাশয়? আপনিই বুঝি গরুড়? বেঁধো না—প্রাণ যায় বেঁধো না। উঃ! ক্রমশঃ চারিদিকেই যে ভীষণমূর্ত্তি, চারিদিকেই যে অস্ত্রধারী, না—না, যাই না, ব্রহ্মহত্যায় যাই না, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও গোহত্যায় যাই না, অগ্নিতে নিক্ষেপ, নরকে নিক্ষেপ, না—রক্ষা কর, দেব! রক্ষা কর। কি অগ্নির উত্তাপ, কি ভয়ঙ্কর শিখা, কি অসহ্য উত্তাপ, দগ্ধ হ'লেম, জ্বলে গেলাম, ভয়ানক অসহ্য। উঃ! ক্রমশঃই প্রজ্জ্বলিত, চারিদিকেই প্রজ্জ্বলিত, চারিদিকেই ভয়ঙ্করকায় অস্ত্রধারীগণ।

[নেপথ্যে] রে মূঢ় রে নরাধম, দুর্ম্মতি দুর্জ্জন!
পিশাচ অধিক তুই, হেরি ধরাতলে,—
সাধিতে এ দুষ্ট কার্য্য, দুষ্ট অভিলাষ,
কে শিখালে তোরে, তুই কেমনে শিখিলি?
সাহসিলি কেমনে, কেমনে হেন কাজে!
প্রবর্ত্ত হইলি, ধন্য ধন্য রে সাহসি!

দুইজন দূতের প্রবেশ।

১ম দূত। কি ছার এ ছার রাজ্য তৃণ তুল্য গণি,
দলিত করিতে পারি পদে ত্রিসংসার!
দুরাশয় এখনি পরীক্ষা দিব তোরে,
এক মুষ্ট্যাঘাতে তোরে এই রাজ্য সহ,
চূর্ণিব এখনি, যেন পঙ্কজ কাননে,
প্রবেশিলে মদমত্ত বারণ, দলিত
করয়ে দলসহ যত শতদলে,
তেমতি দলিব আজি রাজ্য সহ তোরে।
ক্ষত্রিয় বীরত্ব বুঝি বিখ্যাত করিতে,

সুশীল সুধীব এই ব্রাহ্মণ কুমারে,
দিয়া বলি লভিবি সুযশ।
এখনই করিব তোর পূর্ণ মন আশা,
পূর্ণিবা এ যজ্ঞ তোর পাপ মুণ্ড ছেদি,
প্রদানিব আহুতি দানিব প্রতিফল ?
কি করি প্রভুর আজ্ঞা ক্ষণেক তিষ্ঠিতে,
ইচ্ছা করি এই দণ্ডে ছিণ্ডি ও মস্তক !
কিঞ্চিৎ বিলম্ব তোর মরণের তরে,
যাবৎ অখিলপতি গরুড়-বাহনে,
উদিত না হন্ তোর পাপ যজ্ঞাগারে !
কমলা বামেতে কোটি চন্দ্র জিনি জ্যোতি,
প্রভু আজ্ঞা বিনে তোরে না পারি দণ্ডিতে,
অসহ্য অত্যন্ত তোর জীবন দেখিতে ?

২য় দূত। (সত্তানন্দের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ)
এই বুঝি হিতকারী রাজপুরোহিত !
হিত জন্য এই বুঝি করেছে বিহিত ?
চাল কলা মোণ্ডা লুচি মিষ্টান্ন প্রচুব।
সাজায়ে বসিয়া আছ আনন্দিত মনে !
পরিধান রক্তবস্ত্র উত্তরীয় করি,
আসন করিয়া জারি আছ কুশাসনে ?
সিদ্ধ ঋষিরূপ ধরি সিদ্ধ করি কাজ,
চক্ষু মুদি মনে মনে কি ভাব ভাবিছ ?
মনের কল্পনা তব বুঝিয়াছি আমি।
তুষিবে এ লুচি মোণ্ডা দিয়ে ব্রাহ্মণীরে,
মন্ত্রণা করেছ ভাল, দিয়েছ মন্ত্রণা,

তব যোগ্য যজ্ঞ বটে বধিতে ব্রাহ্মণে!
সুনীতি দিয়েছ ভাল যযাতি রাজারে,—
সমাদরে তোমারে ডাকিছে যমরাজ!
শুভ্র কেশ উখাড়িয়া সাজাব যুবক,
(শ্মশ্রু ধারণ ও মুষ্টি উত্তোলন)
এক মুষ্ট্যাঘাতে যাবে শমন সদনে।
(সত্যানন্দের কম্পন ও যযাতির প্রতি)
এই তব হিতকারী পুরোহিত ঋষি।
সাধুক তোমার হিত, দেখহ দুর্গতি—
পুরোহিত সহ চল রবিসুতালয়ে
যমরাজ আনন্দে রাখিবে তোমা দোঁহে?
নাশিব এ রাজ্য তোর সৈন্যদল সহ।
পাপ যজ্ঞ নাশি তোর নাশিব জীবন।
কে রক্ষিবে ত্রিভুবনে কে তোর সহায়?
পদভরে দলিবারে পারি ত্রিভুবন?

গীত।

তোরে বধিব বধিব রে দুর্ম্মতি।
নাহি আর রে নিস্তার,—
নিতান্ত জানিবি তোর নাহি অব্যাহতি॥
রাজ্য সহ তোরে করি খণ্ড খণ্ড,
ছেদিব করিব পাপ যজ্ঞ লণ্ড ভণ্ড,
অবোধ পামর তোর নাহি জ্ঞানকাণ্ড,—
তোরে ধিক্ শত ধিক্, কব কি রে অধিক,
দেখিবে দেখিবে সবে দেখিবে দুর্গতি॥

সত্যানন্দ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা! দোহাই বাবা, বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণ বাবা! ছেড়ে দাও বাবা, আমাকে আর মেরো না বাবা, আমার আর কেউ নাই বাবা, আমার তোমরাই মা তোমরাই বাপ্ বাবা!

১ম দূত। তোমার আবার কেউ নাই কেমন ক'রে? কেউ না থাক্‌লে কি এরূপ যজ্ঞের আয়োজন হ'তো, না ব্রহ্মবধের আয়োজন হ'তো? এরূপ একটা উপলক্ষ না হ'লে, রাশি রাশি লুচি মোণ্ডার আয়োজনও হয় না, আর ব্রাহ্মণীটির মন যোগানও হয় না।

সতানন্দ। না বাবা! আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, আমার ব্রাহ্মণীর মন যোগানতেও কাজ নাই, আর লুচি মোণ্ডাতেও কাজ নাই, তোমরা ও সব খাওয়া দাওয়া কর, আহ্লাদ আমোদ কর, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা।

২য় দূত। তোমাকে ছেড়ে দেবো তো তবে কার সনে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বো বাবা! যম রাজার বাড়ীতে, তোমার বন্ধু বান্ধবগণে তোমার জন্যে যে অপেক্ষা করে আছে বাবা। এ রাজার বাড়ীটি পরিত্যাগ ক'রে, এবার সেই রাজার বাড়ীতে যেতে হবে যে বাবা।

সতানন্দ। দোহাই বাপ্ সকল! বুড়ো মামুনকে মেরে কিছুই পৌরুষ নাই বাপ সকল, বীর পুরুষ হ'য়ে নির্ব্বলীর প্রতি কখনই অত্যাচার সম্ভব হয় না বাপ সকল।

নেপথ্যে।

মাভৈ মাভৈ ওরে, কে তোমা বধিতে পারে,
ধিক্ ধিক্ যযাতিয়ে ধিক্।
তুই মোর সুসন্তান, বৈকুণ্ঠে করেছি স্থান,
কোলে আয় কোলের মাণিক॥

লক্ষ্মী নারায়ণের প্রবেশ এবং লক্ষ্মী কর্ত্তৃক কুশধ্বজকে ক্রোড়ে লওন ও উপবেশন।

নারায়ণ। (উভয় দূতের প্রতি) দূতগণ! তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত আছ? এখনও এই দুষ্ট দুর্ম্মতি দুরাত্মা যযাতিকে বিনাশ কর নাই, আর এর মন্ত্রণাকারী মন্ত্রী প্রভৃতিকে বিনাশ ক'রে বৎস কুশধ্বজকে আমার, এই রাজ্যে রাজা কর নাই? এখনও এ পাপ যজ্ঞ বিনাশ কর নাই? এখনও এ দুরাত্মার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর নাই? এ পর্য্যন্তও দুষ্ট ক্ষত্রিয় বংশ জীবিত আছে? এখনও পাপ নহুষবংশের চিহ্ন আছে? ধিক্ দূতগণ! তোমাদেরও ধিক্, আর আমাকেও ধিক, আমি যখন পরমভক্ত কুশধ্বজকে এতদূর কষ্ট সহ্য করালাম, আমি যখন কুশধ্বজের পিতা মাতাকে অসহ্য শোকানলে দগ্ধ করালাম, তখন আমাকে ধিক্, আমার ভক্তবৎসল নামে ধিক্, আমার দুঃখমোচন নামেও ধিক। (যযাতির প্রতি) রে কৃতঘ্ন দুরাচার যযাতি! তোর এরূপ মতিচ্ছন্ন হ'লো কেন? এই কি তোর ক্ষত্রিয়তা ধর্ম্ম পালন, এই কি তোর রাজবিচার, এই কি তোর প্রজা পালন, নহুষবংশের ব্যবস্থাই কি এইরূপ, এই ক্রিয়াই কি নহুষবংশের অলঙ্কার? দেখ পাপাশয়! সত্য বল্, তোর এ পাপ কল্পনার কারণ কি? তুই কোন্ সাহসে, কার চক্রে, কার মন্ত্রণায়, এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবর্ত্ত হ'লি? ক্ষত্রকুলাধম! তুই কেমন ক'রে এই পৈশাচিক কার্য্য হ'তেও জঘন্য কার্য্যে প্রবর্ত্ত হ'লি? জগৎ-পূজ্য এবং ব্রহ্মপূজ্য ব্রাহ্মণ শিশুকে কেমন ক'রে কোন্ প্রাণে তুই বধের জন্য আনয়ন কর্‌লি? দুরাচার! তুই নিশ্চয় জানিস্, আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই! আমার এই সুদর্শনের দ্বারায় তোর পাপ মস্তক শতখণ্ড কর্‌বো, তোর মন্ত্রণাকারীকেও ততোধিক শাস্তি

প্রদান করবো, তোর এই রাজবংশ সমূলে নির্ব্বংশ ক'রে আমার কুশধ্বজকে এই রাজ্যের রাজা ক'রে তবে ক্ষান্ত হব।

যযাতি। কৃপাময়! আমার যজ্ঞ সমাধায় প্রয়োজন নাই, আমার রাজ্যেতেও প্রয়োজন নাই, এ পাপ জীবনেতেও প্রয়োজন নাই, হরি! এ পাপাত্মার পাপ জীবন বিনাশ ক'রে আমার প্রাণের অধিক কুশধ্বজকে এ রাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে, অধম যযাতিকে কৃতার্থ করুন। কৃপাময়! তব হস্তে জীবন পরিত্যাগ ক'রে পরমগতি লাভ করবো এবং জীবনাধিক কুশধ্বজকে রাজা ক'রেও যারপর-নাই আনন্দিত হব, কিন্তু নাথ! মনের দুঃখ মনে রইলো, নিরা-পরাধে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক জন্য মনের দুঃখ মনে রইলো। অন্তর্য্যামি! এ কলঙ্ক আমার কেন? এ দাস হ'তে তো এ যজ্ঞের কল্পনা হয় নাই, ব্রহ্মহত্যা জন্য তো এ দাসের অন্তর মধ্যে তিলেক জন্যও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, এ যজ্ঞের কল্পনা দিনাবধি আর অদ্যাবধি এ দাস তিলেকের জন্য প্রাণে সুখী নাই, কেবল গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষে অন্তর মধ্যে অমত হ'য়েও মত প্রদান করা হয়েছে, গুরু সতানন্দের আদেশে, গুরু সতানন্দের কল্পনায়, গুরু সতানন্দের প্রযত্নের দ্বারায় যে এই যজ্ঞকাণ্ডটি, তা কি আপনাতে অবিদিত আছে? জগতীতলে যত কার্য্য জগদীশ্বরের অন্তর হ'তে কি অন্তর আছে?

নারায়ণ। (সতানন্দের প্রতি) কি সতানন্দ! তোমার এরূপ দুর্ম্মতি হ'লো? এই কি তোমার ব্যবস্থা, এই কি তোমার কল্পনা, এই কি তোমার যোগধর্ম্ম, তোমা সদৃশ ব্যক্তির নর-মেধ যজ্ঞের জন্য ব্যবস্থা দেওয়াই কি কর্ত্তব্য কার্য্য? তোমা সম ব্যক্তির ব্রহ্মবধ জন্য আদেশ করাই কি শ্রেয়যুক্ত? ধিক, তোমায় ধিক, তোমার ব্রহ্মতেজে ধিক, তোমার তপাচারে ধিক,

তোমার যাজনে ধিক, তোমার সন্ধ্যা গায়ত্রীতে ধিক, তোমার পাপ কল্পনা, পাপ মন্ত্রণা ও পাপ কামনার জন্য এই দণ্ডেই তোমায় সমুচিত দণ্ড কর্‌বো তা জান ?

সতানন্দ। হরি হে। আমায় লাঞ্ছনাই করুন, গঞ্জনাই দিন, আর প্রাণেই বধ করুন, তজ্জন্য চিন্তিত নই। কিন্তু হরি! আর কেন ? আর দীনের প্রতি বঞ্চনা কেন ? কৃপাময়! আমার এ যজ্ঞের জন্য যা মনের ভাব, তা কি আপনাতে অবিদিত আছে ? নাথ! আমি জানি যে মহারাজ নহুষের মুক্তির জন্য মুক্তি-ময়ের ঐ চরণযুগল দর্শন ভিন্ন উপায় নাই, সেই ভেবেই এই নরমেধযজ্ঞের অনুমতি করেছি, সেই ভেবেই ব্রহ্মবধের আয়োজন করেছি। হরি হে! ব্রহ্মবধের আয়োজন ভিন্ন কি এই ব্রহ্মময়ের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশযুক্ত চরণযুগল দর্শনে অধম সতানন্দের উপায় ছিল, না ও পদযুগল ভিন্ন এই ক্ষত্রকুলতিলক যযাতিরাজের উপায় ছিল ? দীননাথ! দীনকে কি এতদিনে মনে হয়েছে, ত্রিলোকনাথ! নরমেধযজ্ঞ ব'লে কেবল লোকাচারেই প্রচার করেছি কিন্তু যজ্ঞের যোগ্যরূপ আয়োজনও নাই, আর ক্রিয়া সম্প্রদানও করা হয় নাই। যদি বলেন আহুতি জন্য বৎস কুশধ্বজকে তো আনা হয়েছে, কিন্তু বৎস কুশধ্বজকে আহুতি কিম্বা ছেদন জন্য আনয়ন করি নাই। বিশ্বময়! কুশধ্বজকে আনয়নের কারণ কি আপনার শ্রীচরণে বিস্মরণ আছে, দয়াময়! অজ্ঞান দাস সতানন্দের প্রতি আর ছলনা কেন, যে ব্রহ্মময়ের প্রতি লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত হ'চ্ছে, তাঁর চরণে কি এই সামান্য কারণ অবিদিত আছে ? পাণ্ডবকুলনিধি মহা-রাজ পরীক্ষিত যেমন ব্রহ্মশাপে পতিত হ'য়ে দেহত্যাগকালে ভগবান শুকদেব গোস্বামীর স্মরণ ল'য়ে তাঁর মুখামৃত শ্রীমদ্ভাগবত পান ক'রে অন্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করেছিলেন, দানবগুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে

সুমন্ত্রণা দানে যজ্ঞছলে যজ্ঞস্থ বামন রূপে আপনাকে আনয়ন ক'রে যেমন দানবকুলের মুক্তি প্রদান করেছিলেন, তেম্নি নাথ! আজ আমি ধ্যানস্থে শিশুরূপী মহাত্মা কুশধ্বজের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হ'য়ে যজ্ঞাহুতি ছলে আনয়ন করেছি। কারণ, যখন প্রতিবাক্যে আছে, সর্ব্বকার্য্যেষু শ্রীমাধবং। হে মাধব! হে যদুপতে! আপনার গুণে আপনার মহিমা, আপনার ভজন, আপনার পুজন ও আপনার নাম সংকীর্ত্তন করা কি অধম সতানন্দের সাধ্য? সেই জন্য (কুশধ্বজকে দেখাইয়া) ঐ ভাগবত-চূড়ামণি ক্ষত্রকুলের নিস্তার জন্য, মহারাজ যযাতির বাসনা পূর্ণ জন্য সতানন্দের আনন্দ এবং কৃতার্থ জন্য যজ্ঞস্থলে, কৃপাসিন্ধু কুশধ্বজ শিশুরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে আমাদের দিব্য-চক্ষু দিব্যজ্ঞান প্রদান ক'রে, ভবসিন্ধুপারের কাণ্ডারী বৈকুণ্ঠবিহারী হরিকে আমাদের কমলা সহিত যুগলরূপে দর্শন করালে। আজ ধন্য হলেম, মহাত্মা কুশধ্বজ হ'তে আজ আমরা ধন্য হলেম, আজ হ'তে যযাতিবংশও ধন্য হ'লো, আমার কল্পিত যজ্ঞও সম্পূর্ণ হ'লো?

গীত।

সুখময় হ'লো এ জীবন।
সদয় হইলেন আসি লক্ষ্মী নারায়ণ॥
কমলা করিয়ে বামে, অবতীর্ণ ধরাধামে,
বৈকুণ্ঠ ত্যজি ভগবান, কে আছে এমন ভাগ্যবান রে,—
যোগীর আরাধ্য নিধি, না পান ধ্যানেতে বিধি,
সে ধনে নয়নে করিলাম দরশন॥

নারায়ণ। মহর্ষি সতানন্দ! তোমার কৌশলগুণে তোমার ক্রিয়াগুণে ও তোমার ভক্তিগুণে আমি আনন্দিত হলেম! হে মহাজ্ঞানী মহাত্মন্ সতানন্দ! তোমার অসাধারণ সাধনশক্তি

না হ'লেই বা এ যজ্ঞের ব্যবস্থা হয়েছে কেন, আমাতে অসীম স্নেহ যত্ন না হ'লেই বা আমার পরম ভক্ত বৈষ্ণব-চূড়ামণি বৎস কুশধ্বজের আগমন এবং বৈকুণ্ঠ শূন্য ক'রে লক্ষ্মী সহিত আমাব আগমন হয়েছে কেন? আজ তোমার এই নরমেধ-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'লো। (যযাতিব প্রতি) হে ক্ষত্রকুলনিধে মহারাজ যযাতি!

যযাতি। কৃপাময়! আজ্ঞা করুন।

নারায়ণ। আজ তুমি ধন্য হ'লে, তোমার ক্ষত্রিয়কুল ধন্য হ'লো, তোমার রাজপুরী আজ ধন্য হ'লো, কুশধ্বজের আগমন এবং লক্ষ্মী সহ আমার দর্শন জন্য তোমার এই মানসিক যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'লো, মহাত্মা নহুষ তোমার পুণ্যে আজ শাপগ্রস্ত হ'তে বিমুক্ত হ'য়ে দেবলোক গমন কর্‌লেন। (দেবযানীর প্রতি) অয়ি শুক্রাত্মজা দেবযানি!

দেবযানী। (গললগ্নে যোড়করে সম্মুখস্থ হইয়া) দয়াময়! মতিহীনা ভক্তিহীনা দাসীর প্রতি আজ্ঞা করুন?

নারায়ণ। শুক্রাত্মজা! আমার প্রতি তোমার অকপট ভক্তি জন্য আর অসীম পতিভক্তি কারণ সতীত্বধর্ম্ম জন্য আমি তোমার প্রতি আত্যন্তিক সন্তুষ্ট হলেম, সতীত্ব তেজে আজ তুমি ধন্যা হ'লে, সতীত্ব তেজে আজ তুমি যুগলরূপে আমায় দর্শন কর্‌লে, সতীত্ব তেজে আজ তোমার স্বামীকুল উজ্জ্বল হ'লো, তোমার সতীত্ব ফলে আর মহারাজ যযাতির ধর্ম্মফলে অন্তে স্বামীসহ দেবলোকে অবস্থিতা হ'য়ে পরমানন্দে বিলুপ্ত হবে। রাজ্ঞি! আর একটি কথা বলি, বৎস কুশধ্বজের জন্য তোমাদের সর্ব্বত্রে মঙ্গলময় হ'লো, এক্ষণে বৎস কুশধ্বজকে অতি যত্নের সহিত ক্রোড়ে ল'য়ে কুশধ্বজের পিতা মাতার ক্রোড়ে দিয়ে তাঁদের তাপিত প্রাণ শীতল ক'রে তুমি ধন্যা হও। রাজমহিষি! আর বিলম্ব




ক'রো না, যানারোহণে কুশধ্বজকে ল'য়ে শীঘ্র গমন কর, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী যার পর নাই মৃতবৎ হয়ে আছে।

দেবযানী। (লক্ষ্মীর প্রতি) মা বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণি! বৈকুণ্ঠধাম শূন্য ক'রে কৃপা ক'রে দাসীকে যদি সদয় হয়েছেন, তবে আবার নিদয়া কেন মা? বাপ কুশধ্বজকে একবার আমার ক্রোড়ে দিন, একবার এ দেহ সার্থক করি; যত্নের ধনে কোলে ল'য়ে, একবার জীবন সার্থক করি। (কুশধ্বজকে ক্রোড়ে লইয়া) মা! সকল আশাই যদি সম্পূর্ণ করলে, তবে একটি আশায় নিরাশা হই কেন? মা শ্যামমোহিনি! শ্যামের বামে দাঁড়িয়ে যুগল রূপটি দর্শন দিয়ে একবার মনোআশা পূর্ণ কর মা!

লক্ষ্মী। রাজমহিষি! তোমার সতীত্বধর্ম্ম গুণে তোমার প্রতি যারপরনাই আমি আনন্দিতা হয়েছি, রাজ্ঞি! তোমার আশা অবশ্যই পূর্ণ করবো।

(লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলরূপে দণ্ডায়মান।)

গীত।

মরি কি আনন্দ আজি এ রাজভবনে।
রূপেতে হইল আলো যুগল মিলনে॥
হের হে হের হে আসি, হের যত প্রতিবাসী,
বিজলী ঝলিত যেন নব নবঘনে॥

যবনিকা।

সম্পূর্ণ।




প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক।

নরকাসুর গণেশ-অপেরা পার্টির দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয়। বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের আশ্চর্য্য উৎপত্তি, নারায়ণ সকাশে নরকের জন্য পৃথিবীর অভয় প্রার্থনা, শিশি-রায়ণ ও শঙ্খনাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, কৌশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্গের সহিত নরকের বিবাহ, নরকের মাতৃপূজা ও ষোড়শ সহস্র কুমারীহরণ, বিশ্বকর্ম্মার বন্দীত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, নরকাসুরের মৃত্যু প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অজাদেবী শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় কৃত। সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। অযোধ্যার রাজপুত্র দণ্ডের ছদ্মবেশে শুক্রাচার্য্যের কন্যার পাণিগ্রহণ, অজার পুত্র প্রসব, শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশাপ প্রদান, পিতা-পুত্রীর দারুণ সংঘর্ষ, মন্ত্রী আশাগুপ্ত কর্ত্তৃক রাজ্য অপহরণ, শুক্রাচার্য্যের ভীষণ প্রতিহিংসা, অজার আত্মদান প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷০।

পাষাণী শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সুবিখ্যাত সতীশ মুখার্জ্জীর যাত্রার "বিজয় বৈজয়ন্তী"। স্বামী দেবতার অভিশাপে অহল্যা কিরূপে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়া মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখুন। অভিনয় দর্শনে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, পাঠ করিলে পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয়। সেই মুকুন্দ-লাল, বিজয়চাঁদ, কিঙ্করনাথ, চন্দ্রকণা প্রভৃতি সমস্তই আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

রত্নাকর শ্রীভূপতিচরণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত, সতীশ মুখার্জ্জীর যাত্রা সম্প্রদায়ে যশের সহিত অভিনীত। দস্যু রত্নাকর কিরূপে মহাকবি বাল্মিকী হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব ঘটনাবলী পাঠে বিস্মিত হইবেন। সেই রতনদাস, সবিতা তর্কানন্দ, সোনামণি সবই আছে। মূল্য ১৷৷০।

রাখীবন্ধন শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই ঐতহাসিক নাটকখানি অভিনয় করিয়াই বীণাপাণি নাট্যসম্প্রদায় নাট্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। চিড়িমারপুত্র মনুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ঔদাসীন্যে বাহাদুরসার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মনুলালের যুদ্ধ, সূর্য্যমলের কূট-অভিসন্ধি প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ধনুর্যজ্ঞ শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত। সুপ্রসিদ্ধ গণেশ অপেরা-পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। কংস কর্ত্তৃক বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ, দেবকীর ছয়পুত্র হত্যা, কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, পুতনাবধ, রজকবধ, ধনুর্যজ্ঞে কংসবধ প্রভৃতি। সেই রত্ন, মায়াসুর, গন্ধমাদন, উত্তম, আকিঞ্চন সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ভাগ্যদেবী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি কর্ত্তৃক যশের সহিত অভিনীত হইতেছে। বরাহ, মিহির ও ক্ষণার অদ্ভুত জীবনী পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সেই নেত্রবান, ইন্দুনাথ, গোলোকচাঁদ, বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল, বাঁশরী, বিজলী, অলকা, লম্বাদাড়ী সবই দেখিতে পাইবেন। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক।

কালচক্র শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত। প্রসিদ্ধ গণেশ-অপেরা-পার্টির অভিনয়। ইহাতে সেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রতিযোগিতা, সৌদাসের রাক্ষসত্বপ্রাপ্তি, বশিষ্ঠের শতপুত্র ধ্বংস, পরাশরের রক্ষসত্র, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ প্রভৃতি আছে; চিত্রশোভিত, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

পৃথিব উক্ত ভোলানাথ বাবুর রচিত। "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। বেনের স্বেচ্ছাচার, মৃত্যুর ষড়যন্ত্র, অঙ্গরাজের নির্ব্বাসন, অচলেন্দ্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, পৃথুর উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনার মহা সমাবেশ। ইহাতেই সেই অলকা, সুনীথা, প্রাণময়ী প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

পরশুনন্দ শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। গণেশ-অপেরা-পার্টিতে অভিনীত। সেই মামুদের ভারত আক্রমণ, দুর্জ্জয়পালের ষড়যন্ত্র, জয়পালের পরাজয়, সোমনাথের মন্দির আক্রমণ, সোমেশ্বরসিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি, দস্যুসর্দ্দার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমন, নিয়ামৎ, নীলিমা, কামবক্সকে মনে আছে তো? মূল্য ১৷৷০।

তাম্রধ্বজ পণ্ডিত হারাধন রায় প্রণীত। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। বালক তাম্রধ্বজের নন্দদুলাল সাধনা, তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের ষড়যন্ত্র, তাম্রধ্বজকরে ভীমার্জ্জুনের পরাজয়, শিখিধ্বজের দান পরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অতিকায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু প্রণীত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত। তরণী পতনে বিভীষণের হৃদয়ভেদীবিলাপ অতিকায়ের রামভক্তি, মেঘনাদের তিরস্কার, সীতার কাতরোক্তি, অতিকায়ের ছিন্নমুণ্ডের রামনাম উচ্চারণ প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে অভিনীত। অর্জ্জুনের প্রতি জাহ্নবীর অভিশাপ, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক যজ্ঞাশ্ব ধারণ ও লাঞ্ছনা, পিতাপুত্রে মহাসমর, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা, শোভার আত্মত্যাগ প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০।

মাল্যবান শ্রীঅভয়চরণ দত্ত প্রণীত। ভূষণচন্দ্র দাস ও শশিভূষণ হাজরার দলে অভিনীত। দেব-রাক্ষসের প্রলয় রণ, দেবগণের পরাজয়, মাল্যবানের স্বর্গাধিকার, মালীর ভক্তিযুদ্ধ, বসুদার সহিত নারায়ণের যুদ্ধ, মাল্যবানের পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

জাহ্নবী শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত। গণেশ-অপেরা-পার্টির যশের অভিনয়। মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, জহ্নুর অমানুষিক কার্য্যকলাপ, আজমীর ও প্রয়াগের ভীষণ সংঘর্ষ, তরলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন প্রভৃতি। সেই পুরুমীর, তরলা, কনক, চৈতন্য প্রভৃতি সবই আছে। মূল্য ১৷৷০।

শ্রীবৎস-চিন্তা সুকবি শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রসিক চক্রবর্ত্তী ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের দলে অভিনীত। ইহাতে সেই সমরেন্দ্র, সত্যবাম, সমরসিংহ, ফুলটুসী প্রভৃতি সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।